প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক : মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদলিপি : গণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রক : স্কোয়ার প্রিণ্টার্স
৬, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

॥ দাম আড়াই টাকা মাত্র ॥

চরিত্র পরিচয়

কমল বিশ্বাস	...	নিঃস্ব জমিদার
অতীন	...	কমল বিশ্বাসের পুত্র
সাধন চৌধুরী	...	কাজরীর পিতা
অরুণ	...	কাজরীর বড় ভাই
অজয়	..	অতীনের দূরসম্পর্কের আত্মীয়
রামকানাই মিত্র	...	কেতকীর মামা
জীমূত গাঙ্গুলী অসিত	...	কাজরীর গুণমুগ্ধ বন্ধু ও গ্রেট আর্ট সোসাইটীর সভ্য
নির্মল	...	রেলকর্মচারী
পাঁচু	...	কমল বিশ্বাসের ভৃত্য
ভাগবত	...	কাজরীর ভৃত্য
সুধাময়ী	...	কমল বিশ্বাসের স্ত্রী
কেতকী	...	অতীনের প্রথমা স্ত্রী
কাজরী	...	অতীনের দ্বিতীয়া স্ত্রী
বিজয়া	...	কাজরীর ডাক্তার বান্ধবী
বাসনা	...	কমল বিশ্বাসের কন্যা
পুলকিতা দে	...	কেতকীর মামীর খুড়তুতো বোন
মনু	...	অতীনের মাসি
পিসিমা	...	নির্মলের বিধবা পিসিমা

স্টার থিয়েটারে অভিনীত

[প্রথম অভিনয় : ১১ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার ১৯৬০

বাংলা ২৬শে শ্রাবণ ১৩৬৭]

প্রথম রজনীর শিল্পী ও সংগঠকগণ

প্রযোজনা : সলিলকুমার মিত্র
কাহিনী : সুবোধ ঘোষ
নাট্যরূপ ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
গীতিকার : শৈলেন রায়
দৃশ্য সজ্জা ও আলোক সম্পাত : অনিল বসু
সুরকার : দুর্গা সেন

সাধন চৌধুরী	ছবি বিশ্বাস
কমল বিশ্বাস	কমল মিত্র
রামকানাই মিত্র	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
অতীন	বসন্ত চৌধুরী
অরুণ	অনুপকুমার
অজয়	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
অসিত	প্রেমাংশু বোস
গাঙ্গুলী	শ্যাম লাহা
জীমূত	করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্মল	শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ)
পাঁচু	তুলসী চক্রবর্তী
ভাগবত	পঞ্চানন ভট্টাচার্য
সুধাময়ী	অর্পণা দেবী
কেতকী	সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
কাজরী	লিলি চক্রবর্তী
বিজয়া	শীলা পাল
পুলকিতা	বেলারাণী
পিসিমা	শৈলবালা
মনু	প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়
বাসনা	ভারতী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কমল বিশ্বাসের ভাঙ্গাবাড়ীর অভ্যন্তর—পর পর খান দুই ঘর। ঘরের সংলগ্ন বারান্দা—সম্মুখে প্রশস্ত উঠান। ঘরের দেওয়াল এবং বারান্দার মেঝের চূণবালি খসে মধ্যে মধ্যে খানিকটা করে ইঁট বেরিয়ে আছে। বারান্দার ওপরে একখানা বেঞ্চি পাতা। তখন বিকাল। কমল বিশ্বাস একা বারান্দায় পায়চারি করছিলেন এবং আপন মনে বলছিলেন।]

কমল॥ ভাগ্য আমাকে পিষে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু কেউ কি আমাকে দমিয়ে দিতে পারল?

[ইতিমধ্যে সুধাময়ী এক কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করেন]

সুধাময়ী॥ চা—

কমল॥ ও, দাও।

[সুধাময়ীর হাত হতে কমল চায়ের কাপটি নিয়ে বেঞ্চিতে বসেন এবং বলেন]

কমল॥ দেখলে তো সুধা—একে একে সব ঝঞ্ঝাট কেমন করে ঠাণ্ডা করে দিলাম। কারুর দয়ামায়া-অনুগ্রহের ধার ধারতে হ'ল না। একটা পয়সাও যার সিন্দুকে ছিল না—সেই মানুষ রাজার মত বড়লোকের ঘরে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছে।

[কথাগুলি বলে কমল আপন উচ্ছ্বাসে আপনিই হেসে ওঠেন]

কমল ॥ [গম্ভীরভাবে] ছেলে আমাকে মনে মনে ঘেন্না করে, মেয়ে আমাকে মনে-প্রাণে ঘেন্না করেছে। করবেই তো, ওরা যে জানে ওদের খাওয়াতে পরাতে আর লেখাপড়া শেখাতে টাকা যোগাড়ের জন্যে ওদের বাপটা যে কাণ্ড করে ফিরেছে তা বোধ হয় কোন চোর ডাকাতেও করে না।

সুধাময়ী ॥ কেন মিছিমিছি নিজেকে এত গালমন্দ করছ বল তো? ছেলেমেয়ের ভাল-মন্দের জন্যে আর তুমি মাথা ঘামাতে যেও না।

কমল ॥ [শান্তভাবে] না, আর না। এবার যে যার ভালমন্দ বুঝে নিক। আমার কর্ত্তব্য আমি করে ফেলেছি।

সুধাময়ী ॥ [ভয়ে ভয়ে] অতু বোধ হয় কালই চলে যাবে।

কমল ॥ যাবেই তো, ওর যাওয়াই ভাল।

সুধাময়ী ॥ কিন্তু কেতকী এখনও জানে না যে অতু চলে যাবে।

কমল ॥ [ভ্রূকুটি করে] কেতকী! কেতকী কে?

সুধাময়ী ॥ কি আশ্চর্য্য! কেতকী কে তাও এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

কমল ॥ ও—হ্যাঁ, রামকানাইয়ের ভাগ্নী, কেতকী।

সুধাময়ী ॥ ওরকম করে বলতে নেই। হাজার হোক, সে তোমার ছেলের বউ।

কমল ॥ ছেলের বউ। হা-হা-হা। তোমার ছেলে

আমাকে বাপ বলে এতটুকু মান্য করে না। তোমার ছেলের বউ; সে তো আমাকে জানোয়ার বলে মনে করবে। ওসব কেতকী-ফেতকী এখান থেকে যত শিগগীর চলে যায় ততই ভাল।

সুধাময়ী॥ বিয়ের কনে এসে আজ দু'মাস হতে চলল একদিনের জন্যেও যখন মামার বাড়ী গেল না, তখন আমার মনে হয়—তোমার এ ভিটে ছেড়ে—

কমল॥ না-না, ওকে যেতেই হবে। এখানে থাকা ওর চলতেই পারে না। স্বামী যাকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিচ্ছে না, যার শ্বশুর তার গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে সেই গয়নায় নিজের মেয়েকে সাজিয়ে বিয়ে দিল, সে কি জন্যে, কোন্ আশায় এখানে পড়ে থাকবে?

সুধাময়ী॥ কিন্তু ওর মামা দু'দিন নিতে এসে ফিরে গেলেন। তাই দেখেই মনে হয়—

কমল॥ যায় নি, এবার যাবে। যেতে ও বাধ্য হবে।

[হঠাৎ মোটরের হর্ণ শোনা গেল। কমল বিশ্বাস বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাইরের দিকে কি যেন চেয়ে দেখলেন]

—ঐ যে রামকানাই আসছে। এর আগে আমাকে দু'দিন অপমান করে চলে গিয়েছে, আজও আমাকে যে শুধু অপমান করে চলে যাবে তা হবে না। সেই সঙ্গে ওর ভাগ্নীকেও নিয়ে যেতে হবে।

[বেঞ্চি থেকে চায়ের কাপ সুধাময়ীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন]

—এই চায়ের কাপ নিয়ে তুমি ভেতরে চলে যাও।

[সুধাময়ী চায়ের কাপ নিয়ে ভেতরে চলে যান। কমল বিশ্বাস পুনরায় পায়চারি করতে থাকেন। ইতিমধ্যে রামকানাই প্রবেশ করেন। তাকে দেখেও যেন দেখতে পান নি, এমনতর অন্যমনস্কতার ভাণ দেখান কমল বিশ্বাস। হঠাৎ ফিরে একগাল হেসে বলেন]

কমল॥ এই যে আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক বেয়াই-মশাই। বসুন—বসুন। তারপর, কি খবর বলুন? ভাগ্নীকে নিয়ে যেতে এসেছেন নাকি?

রামকানাই॥ নিয়ে তো যেতে চাই, কিন্তু কেতকী যে যেতে চাইছে না।

কমল॥ যেতে চাইছে না—কেন?

রামকানাই॥ বোধ হয় লজ্জায়।

কমল॥ কিসের লজ্জা?

রামকানাই॥ লজ্জা যে কিসের তা আপনি বুঝবেন না এবং তা বোঝার মত বোধশক্তিও আপনার নেই। যে মেয়ে কনে সেজে, এক গা গয়না নিয়ে শ্বশুরবাড়ী এসে দাঁড়াল, সে মেয়ে নিরাভরণা হয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে যায় কোন্ লজ্জায়?

কমল॥ ও হো-হো—এই কথা? তা বেশ তো, আর এক সেট্ গয়না গড়িয়ে নিয়ে এসে—

রামকানাই॥ এ কথাটা বলতে আপনার মুখে বাধল না? দু'মাস হয় নি, গা সাজিয়ে গয়না দিয়ে ভাগ্নীর বিয়ে দিয়েছি, সেই গয়না খুলে নিয়ে আপনি নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন—

কমল॥ [মুখের কথা কেড়ে নিয়ে] হ্যাঁ—তা তো দিয়েছি। আর সেই জন্যেই তো বলছি, গয়না না হলে যদি আপনার ভাগ্নী যেতে না চায়, তা হলে আর এক সেট্ গয়না কিনে না দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি আছে?

রামকানাই॥ কি উপায় আছে আর না আছে তা আপনি যথাসময়েই জানতে পারবেন। আপনার বাড়ীতে পাঁচ কলসী মোহর পোতা আছে, নেই নেই করে লাখ-দুই টাকাও আছে, এইসব মিথ্যে গল্প ভট্চার্যিকে দিয়ে আমার কানে তুলিয়েছিলেন। আমিও সরলভাবে সে-কথা বিশ্বাস করেছিলাম।

কমল॥ বাধ্য হয়েই গল্প ফাঁদতে হয়েছিল। উপায় ছিল না মিত্তিরমশাই, এ ছাড়া মেয়ের বিয়ে দেবার কোন উপায় ছিল না।

রামকানাই॥ বটে! আপনি কি মনে করেছেন যে আপনার এই জোচ্চুরি-ধাপ্পাবাজী আমি মুখ বুঁজে সহ্য করে যাব? আগাগোড়া আপনি আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলে এসেছেন। কোনদিনই আপনার ছেলের বিলেত যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনি বলেছিলেন, আপনার ছেলে মোটা মাইনের চাকরি করে, কিন্তু আমি খবর পেয়েছি একটা মাড়োয়ারির অটোমোবাইল ফার্মে—

[রামকানাইয়ের কথায় কমল বিশ্বাস উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে ওঠেন]

কমল॥ হা-হা-হা—কেনাবেচার বাজারে বিক্রেতা তো ফলাও করে তার জিনিষকে সবচেয়ে ভাল জিনিষ বলেই

ক্রেতার সামনে তুলে ধরে। কিন্তু ক্রেতা যদি তাকে যাচাই করে না কেনেন তা হলে সে কি বিক্রেতার অপরাধ?

রামকানাই ॥ কি অপরাধ তা বুঝতে পারবেন। মনে রাখবেন, রামকানাই মিত্তির সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম, বিয়ের পর জানতে পারি জামাই একটি দুশ্চরিত্র-মাতাল, মেয়েকে মারধোর করে, অত্যাচার করে। সেই জামাইকেও—আমি জেলে পাঠাতে কুণ্ঠিত হই নি।

কমল ॥ আপনার জন্যে সত্যিই দুঃখ হয় রামাকানাই-বাবু। নিজের মেয়ের বিয়েতে ঠকেও ভাগ্নীর বিয়ে দেওয়ার আগে সাবধান হন নি।

রামকানাই ॥ ভাবতে পারিনি রসিকপুরের রাজবাড়ীর এই ফাটলের মধ্যে এত তঞ্চকতা লুকিয়ে আছে। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এই বয়সে আপনি এত মিথ্যে কথা বলতে পারেন।

কমল ॥ দেখুন রামকানাইবাবু, আমারও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। রসিকপুরের রাজ-পরিবারের সপ্তমপুরুষ এই কমল বিশ্বাস আজ ভগ্ন-প্রাসাদের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার শিরায় শিরায় সেই রাজ-পরিবারেরই রক্ত বয়ে চলেছে। ঐ যে ভাঙা থামগুলো দেখছেন, ঐ থামগুলোর মধ্যে জ্যান্ত মানুষগুলোকে দাঁড় করিয়ে রেখে যাঁরা ইঁট দিয়ে থাম গেঁথে ফেলত, মনে রাখবেন আমি সেই পরিবারেরই সপ্তমপুরুষ।

রামকানাই ॥ আপনিও মনে রাখবেন কমলবাবু, আপনার

তালপুকুরে ঘটি না ডুবলেও আমার তালপুকুরে আজ ঘটি ডোবে। হাজার হাজার টাকা সরকারকে ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স দিয়ে থাকি আর তার বিনিময়ে সব সময়ে আমার কাছে থাকে এই হাতিয়ার।

[রামকানাই পকেট থেকে রিভলবার বার করে দেখান]

[কমল ও রামকানাইয়ের উপরোক্ত কথার মাঝে দরজায় এসে কেতকী দাঁড়িয়েছিল। রামকানাইয়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেতকী বারান্দায় এসে বলে]

কেতকী ॥ মামা—মামা—ওকি করছ?

রামকানাই ॥ কিছু নয়, তোর শ্বশুরকে শুধু একটু ভয় দেখাচ্ছিলাম। চলে আয় কেতকী। সর্বস্বই যখন খুইয়েছিস তখন আর কটা জামা কাপড়ের মায়ায় কি জন্যে এখানে পড়ে থাকবি, ঐ এক কাপড়েই চলে আয়।

কেতকী ॥ তা হয় না মামা। এর শেষ না দেখে আমি কিছুতেই যাব না। যদি একান্তই থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তোমায় খবর দেব, তুমি এসে নিয়ে যেও।

রামকানাই ॥ কিন্তু এ তঞ্চকতা—এ ধাপ্পাবাজী যে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না কেতকী।

কেতকী ॥ আমার জন্যেই তা পারতে হবে। তোমার দুটী পায়ে পড়ি, তুমি যাও মামা—তুমি যাও।

রামকানাই ॥ বেশ! কিন্তু অসহায়ার মত এখানে পড়ে মার খাস্ নে মা। মনে রাখিস তোর মামা এখনও বেঁচে আছে। [রামকানাইয়ের প্রস্থান]

[কেতকী রামকানাইয়ের গমন পথের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ চেযে থেকে ধীরে ধীরে কমলের নিকট এসে জিজ্ঞেস করে]

কেতকী ॥ এ বাড়ীতে এসে পর্যন্ত দেখছি, প্রায়ই আপনি বুকের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু—

কমল ॥ কিন্তু কি ?

কেতকী ॥ কিন্তু আপনাকে তো কোন ওষুধ খেতে দেখছি না ?

কমল ॥ সেই, তাই দেখছ না। সেজন্য তুমি মিছিমিছি কেন ?......

কেতকী ॥ চিকিৎসার দরকার।

কমল ॥ না দরকার নেই। এ ব্যথার চিকিৎসা নেই। এ সব কথা আমার কাছে বলতে এসো না—

কেতকী ॥ রাত্তিরে কি আপনি ভাত খাবেন ?

[কমল ফ্যাল ফ্যাল করে কেতকীব মুখের দিকে চেযে থাকেন]

কেতকী ॥ রুটী করে দি। আমার মনে হয় রাত্রি বেলা শুধু দুধ-রুটী খেলে আপনার শরীর ভাল থাকবে।

কমল ॥ [ফ্যাল ফ্যাল করে কেতকীব মুখের দিকে চেযে] কি বললে ? [সহসা চীৎকার কবে] সুধা ! সুধা !

[সুধাময়ী ব্যস্ত ভাবে ঘর হতে বেরিযে আসেন]

সুধাময়ী ॥ কি গো ! কি বলছ ?

কমল ॥ শোন-শোন, কেতকী কি বলছে শোন। আমি যে ওর কথার কোন মানে বুঝতে পারছি নে। মেঘের পর রোদ্দুর—রোদ্দুরের পর মেঘ—

সুধাময়ী॥ কি বলছ তুমি?

কমল॥ হ্যাঁগো—ঠিকই বলছি। তুমি কেতকীকেই জিজ্ঞেস কর—ওকেই জিগ্যেসা কর।

[কমল ঘরের ভেতর চলে গেলেন]

সুধাময়ী॥ [সবিস্ময়ে] কি, ব্যাপার কি মা?

কেতকী॥ আমি বলছিলাম যে, রাত্তির বেলায় শুধু দুধ রুটী খেলে বাবার শরীরটা ভাল থাকবে।

সুধাময়ী॥ তা বেশ তো, রাত্তির বেলা দুধ-রুটী খাওয়াই তো ভাল। তুমি নিজে এসে জিজ্ঞেস করেছ কিনা, তাই ওঁর খুব আনন্দ হয়েছে। ওঁর ডাক শুনে আমি তো ভয় পেয়ে গেছি, ভাবলাম সেই বুকের ব্যথাটা আবার বুঝি দেখা দিল। জান কেতকী, দুঃখে-কষ্টে, অভাবে-অনটনে ওঁর ভেতরটা একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে; তাই একটু দুঃখে যেমন মুষড়ে পড়েন, তেমনি একটু আনন্দেই আবার আত্মহারা হয়ে পড়েন। তাই কর কেতকী, ওঁর জন্যে গোটা তিন-চার রুটীই করে দাও।

[কেতকী প্রস্থানোদ্যত, সুধাময়ী বলেন]

সুধাময়ী॥ তুমি চা খেয়েছ কেতকী?

কেতকী॥ না।

সুধাময়ী॥ এত লজ্জা কেন মা? নিজের দরকার—নিজের হাতে করে না নিলে চলবে কেন? দেখছ তো আমার শরীরের অবস্থা!

কেতকী॥ আপনি ভাবছেন কেন মা, আমার দরকার হলে আমি নিজেই চা তৈরী করে নেব।

সুধাময়ী ॥ অতু চা খেয়েছে ?

কেতকী ॥ চা দিয়েছিলাম কিন্তু খান নি।

সুধাময়ী ॥ ছি—ছি! [নিজেকে সামলে নিয়ে] তা অতুর ও-সব খাম-খেয়ালীর জন্যে তুমি কিছু মনে করোনা কেতকী, তুমি চা খেয়ে নিও।

[কেতকীর প্রস্থান। সুধাময়ী যেতে যাবেন এমন সময় অপর দরজা দিয়ে কমল প্রবেশ করে বলেন]

কমল ॥ যেওনা সুধা, শোন। আমায় একটু সাহস দাও সুধা, বড্ড ঘাবড়ে যাচ্ছি, বড় ভয় করছে।

সুধাময়ী ॥ কেন ? ব্যাপার কি ? সত্যিই বলনা কেন ওরকম করছ ?

[একটু চাপা গলায় ভীতি বিহ্বল চোখ নিয়ে কমল বলেন]

কমল ॥ মনে হচ্ছে, তুমি কিছুই শুনতে পাওনি, কিছুই টের পাওনি। একটু আগে এখানে যে কাণ্ড ঘটে গেল তার কিছুই জাননা তুমি।

সুধাময়ী ॥ সত্যিই জানি না। আমি মন্দিরে ছিলাম। —কেন ? কি হয়েছিল কি ?

কমল ॥ রামকানাই এসেছিল। কেতকীকে নিয়ে যেতে এসেছিল আর সেই সঙ্গে রসিকপুরেব রাজ-পরিবারের অতীত গৌরবকে ধূলিসাৎ করে দিতে। কিন্তু কোনটাই পারল না রামকানাই। কেতকীকেও নিয়ে যেতে পারল না আর রসিকপুরের রাজ-পরিবারের সপ্তমপুরুষ এই কমল বিশ্বাসের মুখেও চুণ কালি লাগাতে পারল না। কেতকী চলে

গেলে এ নাটকের হয়ত যবনিকা পাত হ'ত কিন্তু তা যখন হ'ল না সুধা তখন মনে হচ্ছে এ নাটকের পরিণতি হয়ত অন্য রকম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অতীনের দোতলার শয়ন কক্ষ।

[ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে নানা রকম গাছপালা দেখা যায়। তখন রাত্রি প্রায় ৮।৯টা। এর মধ্যে এই নিঝুম পুরী যেন একটু বেশী নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘরের মধ্যস্থলে একটি পুরোনো খাট পাতা, পুরোনো একটা ভাঙা চেয়ার, এক পাশে জোড়া-তালি দেওয়া টেবিল। টেবিলের ওপর খান কতক বই, একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। দোতলার ঘরের অভ্যন্তরেও কিছু কিছু চুণ বালি খসে পড়েছে। দেওয়ালে বর্ষার জলের দাগ দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ছাদ দিয়ে জল পড়ে। ঘরের মেঝের এক কোণে শতরঞ্চির ওপর একটা বালিশ দিয়ে আর একটা বিছানা পাতা হয়েছে। অতীন ভাঙা চেয়ারটায় বসে কি যেন একটা বই পড়ছিল। ইতিমধ্যে কেতকী ঘরে প্রবেশ করে। তাকে দেখে অতীন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে বসে। কেতকী তার দৃষ্টি এড়ায় না, সে টেবিলের কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় এবং টেবিলের ওপর থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বলে]

কেতকী॥ রোজ রোজ দুবেলা এক কাপ করে চা ফেলে দিতে হয়। চা-চিনি-দুধের এমনি করে অপচয় না করে, মাকে তো বললেই পার চা করে দেওয়ার জন্যে।

অতীন॥ [বিরক্ত হয়ে] সে কথাটা তুমিও তো বলতে পার।

কেতকী॥ পারি। কিন্তু ওকথাটা তোমারই বলা উচিত। আমি তো জানি না যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে কথাটা তোমার মা বাবা জানেন, আর তুমি জান। কাজেই এ মিথ্যা অভিনয়ের দায় থেকে আমাকে তো অব্যাহতি দিতে পার।

অতীন॥ তুমিও তো অব্যাহতি নিতে পার।

কেতকী॥ কি করে?

অতীন॥ এখান থেকে চলে গিয়ে।

কেতকী॥ তুমি যদি এখানে থাকতে, তাহলে অবশ্যই আমি চলে যেতাম।

অতীন॥ তোমার মামা বারবার তোমায় নিতে আসছেন, বারবার তুমি তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছ। লক্ষণ দেখে বুঝতে পাচ্ছি, তুমি যাবে না, অগত্যা আমাকেই চলে যেতে হচ্ছে।

কেতকী॥ আমি এখানে থাকলে তুমি থাকবে না, এই কি তোমার ইচ্ছে?

অতীন॥ হ্যাঁ।

কেতকী॥ কিন্তু এই বাড়ী যাঁর, তার ইচ্ছে এরকম নয়।

অতীন॥ মিথ্যা কথা। তোমার মামা আমার বাবাকে যে অপমানটা করে গেছেন—তার ফলে তাঁর ভাগ্নীকে আটকে রাখার মত প্রবৃত্তি আমার বাবার নেই।

কেতকী॥ কিন্তু আমি যতদূর জানি, তোমার বাবা আমাকে চলে যেতে দিতে কখনই রাজী নন।

অতীন॥ [সরোষে] মিথ্যা কথা।

কেতকী॥ খুব সত্যি কথা। তা ছাড়া যার বাড়ী তিনি চলে যেতে না বললে তোমার কথায় আমি যাব না।

[প্রস্থান]

[কেতকী চলে যাওয়ার পর অতীন কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে থাকে। ইতিমধ্যে সুধাময়ী অপর দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন ও বলেন]

সুধাময়ী॥ রূপ না থাকলে কি হবে—জানলি অতু, বড্ড গুণের মেয়ে কেতকী। আজও ওর মামাকে ফিরিয়ে দিলে। কিছুতেই তাঁর সঙ্গে গেল না। পাছে আমাদের মাথা হেঁট হয় তাই কিছুতেই ও যেতে চাইছে না।

অতীন॥ [বিরক্তভাবে] ভাল, অগত্যা আমাকেই চলে যেতে হবে।

সুধাময়ী॥ তা তুই-বা চলে যাবি কেন? এখান থেকেও তো আফিস করা যায়।

অতীন॥ তা হয়ত যায়, কিন্তু আমার দ্বারা এখান থেকে যাতায়াত করা পোষাবে না।

[ইতিমধ্যে কমল ঘরে প্রবেশ করেন]

কমল॥ একি শুনছি অতীন, তুমি নাকি কালই চলে যাচ্ছ?

অতীন॥ হ্যাঁ।

কমল ॥ এখান থেকে আফিস করা কি তোমার সম্ভব নয় ?

অতীন ॥ না।

কমল ॥ না কেন ?

অতীন ॥ শরীরে পোষাবে না।

কমল ॥ তাহলে যা পোষায় তাই কর।

[কমল দুঃখিত মনে প্রস্থান করছিলেন, অতীন বলে]

অতীন ॥ কিন্তু এসব আবার কি শুনছি বাবা ?

কমল ॥ কি ?

অতীন ॥ কেতকী নাকি চলে যেতে চায়, তুমি নাকি তাতে আপত্তি করেছ ?

কমল ॥ কে বললে নতুন কথা ? আপত্তি করেছিই তো

অতীন ॥ কেন ?

কমল ॥ কেন আবার কি ? ঘরের বউকে ঘর ছাড় করে কি পরের বাড়ী রেখে দেব ? এ রকম নীচত রসিকপুরের রাজবাড়ীর কমল বিশ্বাসের পক্ষে সম্ভব নয় তুমি তোমার বাপকে তাহলে আজও চিনতে পারনি অতীন।

অতীন ॥ ঠিকই, চিনতে পারিনি।

কমল ॥ হ্যাঁ, এইবার চিনে নাও।

অতীন ॥ কিন্তু তুমি তো নিজের মুখে বলেছিলে, বাসনার বিয়ের টাকা যোগাড়ের জন্য আমার বিয়ে দিচ্ছ, বিয়ের পর ও-মেয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবেনা।

কমল ॥ হ্যাঁ, বলেছিলাম। একটা বাজে কথা বলে-

ছিলাম। কিন্তু তুমি শিক্ষিত সুপুত্র হয়ে—আমার একটা বাজে কথাকে অত শ্রদ্ধা কর কেন? কোনদিন তো দেখিনি আমার একটা কাজের কথাকে শ্রদ্ধা করেছ।

অতীন॥ তাহলে ও যাবে না?

কমল॥ না।

সুধাময়ী॥ কেতকীর মত শান্ত মেয়ে চলে গেলে সত্যিই আমাদের সংসারে অমঙ্গল হবে অতীন।

অতীন॥ আর আমি চলে গেলে বোধ হয় তোমাদের মঙ্গল হবে। না মা?

সুধাময়ী॥ বালাই! ষাট্! তুই-বা চলে যাবি কেন? কেউ তো তোকে চলে যেতে বলেনি, তুই তো নিজেই চলে যেতে চাইছিস।

কমল॥ বড় আশা করে তোকে বলতে এসেছিলাম অতু যে, তুই চলে যাসনি। তোর আর বাসনার বিয়ে দিলাম—আশা করেছিলাম যে, এবার তুই খেটে-খুটে এই হা-ভাতে সংসারটাকে একটু সুখী করে—

অতীন॥ [সন্দিগ্ধভাবে] সব জেনে শুনেও হা-ভাতে সংসার বলছ কেন?

কমল॥ হা-ভাতে বইকি? নইলে তোদের লেখাপড়া শেখাতে, বিয়ে থাওয়া দিতে ফন্দী-ফিকির ক'রে লোকের সঙ্গে তঞ্চকতাই বা করব কেন? আর কৃতকর্মের জন্যে লোকেই বা বাড়ী বয়ে এসে আমাকে অপমান করে যাবে কেন?

অতীন॥ ও—বুঝতে পেরেছি, রামকানাই বাবুর কথা বলছ। কিন্তু রামকানাই বাবুর মত পাঁচটা সেগুণ কাঠের কারবারীকে ইচ্ছে করলে আমরা কিনে ফেলতে পারি।

কমল॥ কি করে?

অতীন॥ ভাঙা থামের মধ্যে লুকানো মোহরের কথা আমি ভুলিনি বাবা।

কমল॥ [শুষ্কহাসি হেসে] ও, তুই সেই সোনার গল্পটাকে বিশ্বাস করে এই কথা বলছিস?

অতীন॥ [সবিস্ময়ে] গল্প?

কমল॥ হ্যাঁ, গল্প বৈকি! বাধ্য হয়েই ও গল্পটা ফাঁদতে হয়েছিল। নইলে তোমায় আটকে রেখে বিয়ে দিতে পারতাম না। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাস নে অতু, শোন—

[অতীন লজ্জায় মাথা হেঁট করে, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না। কমল বিশ্বাস তার কাছে এসে সস্নেহে বলেন]

—আমার বড় ইচ্ছা, দক্ষিণ দরজায় বকুল বাগানের ওপাশে কাঠা দেড়েক জমির ওপর নতুন ক'রে দুটো পাকা ঘর তুলি। আর এই ফাটল ধরা ঘরে থাকতে ইচ্ছা হয় না। ভয় হয় কখন বুঝি একটা ঝড়ের ধাক্কায় এই ঝুরঝুরে ছাদটা পড়ে যায়। তাছাড়া ভবিষ্যত বলে একটা কথা আছে, তুই আছিস, কেতকী আছে, তার পর আমার ভাগ্যে নিশ্চয়ই নাতি-নাতনীর মুখ দেখাও আছে। তাই বলছিলুম, চাকরির টাকা থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে দুটো নতুন ঘর—

অতীন॥ [তাচ্ছিল্যভরে] হুঁঃ—নতুন ঘর—

[অতীন তাচ্ছিল্যভরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, কমল বিশ্বাস বলেন]

কমল ॥ কথাগুলো বোধ হয় ওর ভাল লাগল না সুধা।

সুধাময়ী ॥ বুঝতেই তো পাচ্ছ। নইলে অমন তাচ্ছিল্য করে ঘর থেকে চলে যাবে কেন ?

কমল ॥ সত্যিই। যে সন্তানের বাপের ওপর এতটুকু বিশ্বাস নেই—শ্রদ্ধা নেই, তাকে বলতে আসাই আমার ভুল হয়েছে। দেখ, পরের মেয়ে সত্যিই যার চলে যাবার কথা সে গেল না। অথচ নিজের ছেলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। রামকানাইয়ের কাছে যা প্রাপ্য ছিল পেয়েছি, ছেলের কাছেও যা প্রাপ্য ছিল পেলাম, এখন কেতকী কি দেয় তার জন্যই কি আমি হাত পেতে থাকব ? না না সুধা, সে আমি পারবনা, সে আমি পাররনা। [সহসা পাঁজরে হাত দিয়ে] আঃ আঃ আঃ [হাঁফাতে থাকেন]

সুধাময়ী ॥ [ব্যস্তভাবে বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন] দিনরাত ছাই-পাঁশ ভেবে ভেবে নিজের শরীরটা যে পাত করলে !

কমল ॥ কিছু নয় সুধা, এ কিছু নয়। জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজীর শাস্তি যে আমায় ভোগ করতেই হবে—ভোগ করতেই হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

[ব্যারিষ্টার সাধন চৌধুরীর বাড়ীর ড্রয়িংরুম। তখন সন্ধ্যা। কাজরী ইজেলে কাগজ আঁটকে হাতে অতীন বিশ্বাসের একটা ফটো নিয়ে তাই দেখে অতীনের একটা ছবি আঁকছিল। কাজরীর বান্ধবী বিজয়া তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বিজয়া কাজরীকে জিজ্ঞাসা করে।]

বিজয়া ॥ বল্‌না কাজরী এ কে? কার ছবি?

কাজরী ॥ [হেসে] বুঝে নাও।

বিজয়া ॥ যা বোঝবার চেষ্টা করছি, সে তো নিছক সন্দেহ।

কাজরী ॥ যদি বলি সন্দেহ নয়, সত্যি।

বিজয়া ॥ বলিস্‌ কি! কতদিন থেকে?

কাজরী ॥ এই মাস তিন চার হ'ল।

বিজয়া ॥ আসল খবরটা তবে বল্‌।

কাজরী ॥ কি?

বিজয়া ॥ বলছিলুম বিয়েটা কবে?

কাজরী ॥ কবে বলতে পাচ্ছিনা, তবে হবে

বিজয়া ॥ ভদ্রলোক কি করেন?

কাজরী ॥ যা করেন সেটা না করারই মত।

বিজয়া ॥ বড় আর্টিস্ট?

কাজরী ॥ না।

বিজয়া ॥ স্কলার ?

কাজরী ॥ না।

বিজয়া ॥ টাকা পয়সার মানুষ ?

কাজ়রী ॥ না।

বিজয়া ॥ তবে ?

কাজরী ॥ সুন্দর মানুষ।

বিজয়া ॥ শুনে সুখী হলাম। কাজরী চৌধুরী তাহলে এইবার আর্ট আর কালচারের হৈ চৈ ছেড়ে দিয়ে শুধু স্বামীকে নিয়ে ঘর কন্না করবে। গ্রেট আর্ট নিয়ে আর—

কাজরী ॥ অসম্ভব, সেটা হবে না।

বিজয়া ॥ তার মানে ?

কাজরী ॥ তার মানে স্বামী হলেন স্বামী, ঘরের বন্ধু। সেজন্যে বাইরের জীবনটা বন্ধুহীন হ'য়ে যাবে কেন ? ও-রকম সঙ্কীর্ণতা আমার মনে নেই।

[ইতিমধ্যে মিঃ চৌধুরী মুসৌরির বাংলোর ফটোটা নিয়ে প্রবেশ করেন ও বিজয়াকে দেখে বলেন]

চৌধুরী ॥ এই যে, বিজয়া! কখন এলে ?

বিজয়া ॥ এই কিছুক্ষণ হ'ল কাকাবাবু।

চৌধুরী ॥ তারপর, তোমার বাবা কেমন আছে ?

বিজয়া ॥ ভাল।

চৌধুরী ॥ শুনলাম, বেশ ভালভাবেই ডাক্তারী পাশ করেছ। এখন কি করবে ঠিক করলে ? চাকরি করবে, না ইনডিপেন্‌ডেন্ট প্র্যাক্‌টিস করবে ?

কাজরী॥ না বাবা। বিজয়া একটা নার্সিংহোম খুলবে ঠিক করেছে।

চৌধুরী॥ বটে! খুব ভাল।

বিজয়া॥ আজ তাহলে চলি কাজরী।

কাজরী॥ [হাতঘড়ি দেখে] এর মধ্যে?

বিজয়া॥ সাতটা বাজে, অনেকক্ষণ বেরিয়েছি, বাবা ভাববেন। আজ চলি, কেমন?

কাজরী॥ আবার কবে আসবি?

বিজয়া॥ আসব এর মধ্যে একদিন।

বিজয়া॥ [চৌধুবীর প্রতি] আসি কাকাবাবু?

[বিজযাব প্রস্থান]

চৌধুরী॥ এস মা। কাজরী, মুসৌরির সেই বাংলোর ছবিটা ফেড্ হয়ে যাচ্ছে। এই ফটোটা দেখে একটা ছবি এঁকে দিস তো মা।

কাজরী॥ দেব বাবা।

চৌধুরী॥ মুসৌরির ঐ বাংলোটা আনন্দেব স্মৃতি মেশান। বাংলোর সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা লনে তোদের দুই ভাইবোনের হাত ধরে তোদের মা ঘুরে বেড়াতেন। একদিন ঐ লনে দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্তের রাঙা আকাশের দিকে চেয়ে তোদের মা আমাকে বলেছিলেন—আমি অস্ত যাবার পরেও যেন তোমার মুখের হাসি এমনি রাঙা হয়েই থাকে। একটুও দুঃখু করবেনা। তোদের মা আমার কাছে কথা নিয়েছিলেন, ছেলেমেয়ের মুখে কোন ব্যথার ছাপ আমি যেন ফুটে উঠতে না দিই।

কাজরী॥ বাবা!

চৌধুরী॥ না মা। আর ও-সব কথা মনে করব না। অনেকদিন পরে ছবিটার দিকে নজর পড়ল—তারপর কত কথাই না মনের মাঝে ভিড় করে এল।

[ইতি মধ্যে অরুণ বাইরে থেকে আসে। তার পরণে সাদা হাফ-প্যাণ্ট হাফ-সার্ট, পায়ে সাদা মোজা—টেনিস সু, হাতে টেনিস র‍্যাকেট। ঘরে প্রবেশ করেই বলে]

অরুণ॥ বাবা, জাপানী টেনিস চ্যাম্পিয়ান ফুজিকুরা কলকাতায় এসেছেন। তাই ভাবছি, ফুজিকুরাকে হোটেলে একটা পার্টি দেব।

চৌধুরী॥ এ সব উদ্ভট বাসনা ত্যাগ কর অরুণ। অনর্থক বাজে খরচা করতে যেওনা।

অরুণ॥ বাজে খরচা নয় বাবা। এরা সব ওয়ার্লডের বেস্ট প্লেয়ার। এঁদের সঙ্গে মেলামেশা, ভাবসাব না করতে পারলে—

চৌধুরী॥ সবইতো বুঝলাম অরুণ। কিন্তু পার্টি দেবার মত টাকা কই? আমার পক্ষে টাকা দেওয়া এখন সম্ভব নয়।

[ইতি মধ্যে অসিত দত্ত ঘরে প্রবেশ করে। কাজরী তাড়াতাড়ি ইজেলের ওপর একটা বড় কাগজ চাপা দেয়। মিঃ চৌধুরী তার দিকে সস্নেহে বলেন]

—এই যে, এস অসিত এস। Why are you so late my boy?

অসিত॥ হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে আজ আমাকে মিলে যেতে হয়েছিল।

চৌধুরী॥ ওঃ, তারপর তোমাদের গ্রেট্ আর্ট সোসাই-টীর খবর কি? একজিবিশন চলছে কেমন?

অসিত॥ খুব ভাল। কাল বহু ফরেনার্স এসেছিলেন একজিবিশন দেখতে, কাজরীর ছবি দেখে তাঁরা খুব প্রশংসা করে গেছেন।

অরুণ॥ অসিত বাবু, আর একজন বিখ্যাত ফরেনার কোলকাতায় এসেছেন। তাঁর খবর শুনেছেন কি?

অসিত॥ বিখ্যাত ফরেনার?

অরুণ॥ হ্যাঁ। আপনারা কতগুলো অখ্যাত ফরেনারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন অথচ একজন বিখ্যাত জাপানী টেনিস্ চ্যাম্পিয়ান ফুজিকুরাকে যে আমি একটু প্রশংসা করব তার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছি না।

অসিত॥ সুযোগ পাচ্ছেন না কেন?

অরুণ॥ Want of money. হোটেলে একটা পার্টি দিতে গেলে এখনি তো কিছু টাকার দরকার।

অসিত॥ বেশতো—তা দিন না একটা পার্টি। কত টাকাই বা লাগবে? আমি টাকা দেব।

অরুণ॥ [উল্লসিত ভাবে] দেবেন আপনি টাকা?

অসিত॥ হ্যাঁ দেব। আপনি এ্যারেঞ্জ করুন।

অরুণ॥ গুড্, এতদিন আপনার সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল। এতদিন ভাবতাম আপনি

বুঝি শুধু আর্টেরই প্যাট্রন। এখন দেখছি স্পোর্টস এরও।

অসিত ॥ হ্যাঁ। খেলাও আমি ভালবাসি।

অরুণ ॥ [হেসে] তাইতো দেখছি।

অসিত ॥ এই নাও কাজরী, গভর্ণর চিঠি দিয়েছেন, কাল বেলা পাঁচটায় একজিবিশনে আসবেন।

কাজরী ॥ তাই নাকি ?

অসিত ॥ হ্যাঁ, এই খবরটা দেওয়ার জন্যে আরো আসতে হ'ল। আচ্ছা চলি।

[অসিত দত্ত ঘব থেকে চলে যায় অরুণও ঘর থেকে বেরিযে যেতে যায়, সাধন চৌধুবী বলেন]

চৌধুরী ॥ শোন অরুণ, আশা করি তোমরা জীবনের সম্মান রেখে চলবে। বিশ্বাস করি তোমরা ভুল করবে না।

[ইতিমধ্যে কাজরী ইজেলের কাছে এসে চাপা দেওযা কাগজটা সরিযে আবার ছবি আঁকতে থাকে। সাধন চৌধুরী বলতে থাকেন]

—তোমরা বড় হয়েছ, সবই বোঝ। তোমাদের অভিরুচির দাবি মেটাবার আর্থিক সামর্থ আমার নেই। আজ আমি ঋণগ্রস্থ। আজ আমার সম্বল শুধু আশীর্বাদ। তাই আশীর্বাদ করি, তোমাদের জীবনের সম্মান অটুট থাকুক, তোমরা সুখী হও। হ্যাঁ ভাল কথা, মিঃ মজুমদারকে তোমার চাকরির জন্যে আমি অনুরোধ করেছিলাম। মিঃ মজুমদার জানিয়েছেন তার হাতে একটা চাকরি আছে, আমার ইচ্ছা তুমি সে চাকরিটা নাও।

অরুণ ॥ চাকরি ? কিন্তু এখন যে টেনিসের সিজন বাবা। এখন চাকরি নিলে আমার এমবিশন যে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

চৌধুরী ॥ [ম্লানহেসে] তাহলে তোমার এমবিশন ফুল-ফিল করার চেষ্টা কর।

[প্রস্থান]

[অরুণ কাজরীকে বলে]

অরুণ ॥ কি ব্যাপার বল্‌ত কাজরী ? বাবার মুখ থেকে এ রকম কথা তো শুনিনি কোনদিন।

কাজরী ॥ আজও শুনতে না, শুনলে নিজের দোষে।

অরুণ ॥ বা—রে, দোষ আবার কি করলাম ?

কাজরী ॥ করলে বৈকি ! বলি, তোমার জাপানী টেনিস্ চ্যাম্পিয়ানকে পরের পয়সায় পার্টি নাদিলেই কি চলছিল না ?

অরুণ ॥ কিন্তু তার সঙ্গে চাকরি বাকরির কথা উঠছে কোত্থেকে ?

কাজরী ॥ নিজে রোজগার করে যদি পার্টি দিতে পারতে তাহলে আর এসব কথা উঠত না।

অরুণ ॥ [চিন্তিতভাবে] বুঝেছি। আচ্ছা কি করা যায় বল্‌ত কাজরী ? ও কেরাণীগিরী আমার বাপু ধাতে সইবে না। ছট্‌ফটে মানুষ আমি, দশটা পাঁচটায় কলম-পেষা আমার দ্বারা চলবেনা। Other than clerical job আর কি করা যায়, তুই একটা suggest করত কাজরী।

[কাজরী চিন্তার ভাণ করে]

কাজরী॥ Other than clerical job? The idea.—পার্কে ঘুগনীদানা বিক্রী করতে পার।

অরুণ॥ দূর, তুই ঠাট্টা করছিস। অত বড় একটা হাঁড়ি মাথায় করে নিয়ে ঘোরা কি সম্ভব?

কাজরী॥ হাঁড়িটা ভাগবতের মাথায় চাপিয়ে পার্কে নিয়ে যাবে।

অরুণ॥ দূর।

[চলে যাচ্ছিল—হাসতে থাকে কাজরী। সহসা ভাগবত চাকরকে দেখে অরুণ ডাকে]

অরুণ॥ এই ভাগবত! শোন-শোন।

[ভাগবত আসে]

—আমি একটা ব্যবসা করব। তুমি আমায় সাহায্য করতে পারবে?

ভাগবত॥ আমি মুখ্যু নোক, আপনাদের ছিচরণে পড়ে আছি। আমি আর কি সাহায্য করব? তবে যদি একটা দোকান দেন তাহলে ধুনো-গঙ্গাজল ঝাঁট-পাট এইগুলো আমি দিতে পারি।

অরুণ॥ আরে না না, দোকান টোকান কিছু না। পার্কে ঘুগনীদানা বিক্রী করতে চাই, পারবে? ঘুগনীর হাঁড়ি মাথায় করে নিয়ে যেতে?

[অরুণের কথায় ভাগবত সমঝে বলে]

ভাগবত॥ তা আর পারব না কেন? বললেন যখন

দাদাবাবু তখন বলি, ও ব্যবসায় লাভ আছে। একটা বড় হাঁড়ি বেচতে পারলে পাঁচটা টাকার মার নেই।

অরুণ॥ তাই নাকি?

কাজরী॥ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভাগবত, তুমিও যেন ও ব্যবসা করেছ?

ভাগবত॥ ঠিকই ধবেছেন দিদিমণি। কোলকাতায় যখন পেরথম আসি তখন ঐ ব্যবসাই আরম্ভ করে-ছিলাম। বলব কি দিদিমণি, আমার হাঁড়ির ঘুগনী খাওয়ার জন্য লোকে ছুটে আসত।

অরুণ॥ বল কি, এত ভাল ঘুগনী তৈবী করতে পার?

কাজরী॥ তা আমাদের একদিন ঘুগনী তৈরী করে খাওয়ানা ভাগবত?

[ভাগবত সকৃতজ্ঞভাবে]

ভাগবত॥ আজ্ঞে তা হুকুম করলে বাড়ী থেকে তৈরী করিয়ে—

অরুণ॥ বাড়ী থেকে তৈরী করিয়ে আনতে হবে?

ভাগবত॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তো মশলার ভাগযোগ কিচ্ছু জানিনে।

কাজরী॥ ও বুঝেছি, তোমার স্ত্রী বুঝি তৈরী করতে জানে?

ভাগবত॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ওনার হাতের রান্না বড় ভাল।

অরুণ॥ নাঃ—তাহলে আর ও ব্যবসা করা চলে না। তুমি নিজে জানলে না হয় হ'ত। আচ্ছা যাও—।

[ভাগবত চলে যায়]

—না কাজরী, ঘুগনীর ব্যবসায় সুবিধে হ'ল না। ও ব্যবসা করতে গেলে আবার ভাগবতের বৌটাকে পর্য্যন্ত এনে রাখতে হবে। তার চেয়ে আর একটা ব্যবসা করলে কেমন হয় কাজরী ?

কাজরী॥ কি ব্যবসা ?

অরুণ॥ জন্তু জানোয়ার টেণ্ট্-ফেণ্ট সমেত একটা সার্কাস বিক্রী আছে। সেটা কিনলে কেমন হয় ? সার্কাসটা খানিকটা স্পোর্টস্ এর সঙ্গে এলায়েড তো—

কাজরী॥ তা ঠিক। কিন্তু খেলা দেখাবে কে ? জন্তু জানোয়ার টেণ্ট্, সবই না হয় কিনে নিলে, কিন্তু যে মানুষগুলো খেলাগুলো দেখাবে তাদের তো আর কিনে নিতে পারবেনা।

অরুণ॥ তা ঠিক। শুনেছি খেলোয়াড় যোগাড় করা ভারি শক্ত। যাক্‌গে, থাকগে যাক্। ভেবে চিন্তে যা হয় ঠিক করা যাবে।

[অরুণ প্রস্থানোদ্যত। কাজরী বাধা দিয়ে বলে]

কাজরী॥ শোন দাদা, যা করতে হবে তাড়াতাড়ি করা ভাল। তার চেয়ে বরং ভাগবতের বৌকে এ বাড়ীতে এনে রাখা যাক, তাতে ছুটো প্রব্লেম সলভ্ হবে।

অরুণ॥ ছুটো প্রব্লেম ?

কাজরী ॥ হ্যাঁ। ভাগবতও আর বাড়ী যাই যাই করবে না, আর তোমারও ঘুগনীর ব্যবসা চলবে।

অরুণ ॥ দূর, তুই ঠাট্টা করছিস।

[প্রস্থান]

[অরুণ চলে যায়। কাজরী হাসতে থাকে। ইতিমধ্যে অতীন প্রবেশ করে]

অতীন ॥ একি! একা একা হাসছ যে?

কাজরী ॥ একা নয়, দোকাই ছিলাম। দাদাকে পার্কে ঘুগনীদানা বিক্রীব পরামর্শ দিচ্ছিলাম।

অতীন ॥ তার মানে?

কাজরী ॥ মানে, কি করা যায়—দাদা সেই সম্পর্কে আমার কাছে পরামর্শ চাইছিলেন।

অতীন ॥ সত্যি, তোমার দাদা এক অদ্ভুত মানুষ। সাতে নেই পাঁচে নেই নিজের আনন্দে নিজেই আছে।

কাজরী ॥ কই একজিবিশনে তো তুমি আজ গেলে না?

অতীন ॥ গিয়েছিলাম। অফিস থেকে বেরিয়ে ওখানে যেতে একটু দেবী হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে শুনলাম, তুমি বাড়ী চলে এসেছ, তাই আমি আর অপেক্ষা না করেই—

কাজরী ॥ বেশ করেছ। সত্যি কথা বলতে কি অতীন, এখন আর আমার ঐসব কালচারারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগেনা। যতদিন মন ফাঁকা ছিল ততদিন একরকম ভাল লাগত।

আর্ট একজিবিশন নিয়ে, ড্রামা নিয়ে গানের জলসা নিয়ে, পলিটিক্সের ছাই-পাঁশ নিয়েও অনেক হৈ চৈ করেছি। কিন্তু তুমি যেদিন থেকে আমাকে ভালবেসেছ সেদিন থেকে—শুধু একটি স্বপ্নই দেখেছি।

[অতীন কাজরীর হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরে বলে]

অতীন ॥ আচ্ছা এমন যদি হয় কাজরী, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল না, তাহলে—

কাজরী ॥ কিন্তু কেন এমন অদ্ভুত কথা তোমার মনে হচ্ছে বলত? তোমার আমার মিলনের পথে কি কোন অন্তরায় দেখা দিতে পারে?

অতীন ॥ বাধা দেখা দিতে পারে।

কাজরী ॥ কোন বাধা মানব না। যদি বাধা মানবার মত আমার মন হ'ত তবে এতদিনে অসিত দত্তর সঙ্গে কবে আমার বিয়ে হয়ে যেত।

অতীন ॥ কিন্তু তোমার বাবা তো অসিত দত্তকেই তাঁর জামাই করতে চান।

কাজরী ॥ তা চান। অসিত দত্ত টাকার মানুষ বলেই বাবার ইচ্ছা—অসিত দত্তকেই আমি বিয়ে করি।

অতীন ॥ কিন্তু—

কাজরী ॥ এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই অতীন।

কাজরী ॥ আমি টাকার মানুষকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিতে পারি কিন্তু তাকে স্বামী করে নিতে পারিনা। সে মেয়েই আমি নই।

অতীন ॥ বন্ধু ?

কাজরী ॥ হ্যাঁ, তার বেশী কিছু নয়।

অতীন ॥ আমি বিশ্বাস কবি কাজরী, মনে প্রাণে আমি তোমায় বিশ্বাস করি তুমি আমারই।

কাজরী ॥ তুমি বাড়ী গিয়ে যখন বেশ কিছুদিন আর এলেনা তখন সে দিনগুলো যে আমার কি করে কেটেছে!

অতীন ॥ বাধ্য হয়েই থাকতে হয়েছিল কাজরী—কিন্তু সব সময়ের জন্যেই মন পড়ে ছিল তোমারই কাছে। জীবনে আমার একটা ট্র্যাজেডি ঘটে গিয়েছে কাজরী। কদিন তোমায় কথাটা বলব বলব করে বলতে পারিনি। বিশ্বাস কর আমার দোষ নয়। বাধ্য হ'য়ে একটা কর্ত্তব্যের খাতিরে বোনের বিয়ের খরচের জন্যে বাবাকে টাকা পাইয়ে দিতে গিয়ে নিজেকে এক মিথ্যে বিয়ের কাছে বলি দিয়েছি।

কাজরী ॥ [সবিস্ময়ে] বিয়ে!

অতীন ॥ হ্যাঁ, বিয়ে। বাবা আর মা একেবারে ক্ষমা-হীন হ'য়ে দাবী করলেন, বোনের বিয়ের জন্যে খরচের সব টাকা আমাকেই দিতে হবে। কাজেই বাবার চক্রান্ত মেনে নিয়ে, একটা বিয়ে করে, নগদে-অলঙ্কারে দশহাজার টাকা নিয়ে বাবাকে পাইয়ে দিয়েছি। তবে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কাজরী, কোনদিনই স্ত্রী বলে আমি তাকে গ্রহণ করতে পারব না।

কাজরী ॥ তোমার জীবনের এই একটা দুঃখের গল্প বলতে তুমি এত ভয় করছিলে কেন অতীন? আমাকে কি

আজও তুমি চিনতে পারনি ?

অতীন॥ তোমাকে চিনতে পেরেছি বলেই তো শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচে বিয়ের কথাটা বলতে পারলাম।

কাজরী॥ বোনকে পার করার জন্যে যাকে বিয়ে করলে তিনি দেখতে কেমন ?

অতীন॥ অত্যন্ত সাধারণ।

কাজরী॥ লেখাপড়া ?

অতীন॥ শুনেছিলাম তো কেতকী বি, এ, এগ্‌জামিন দিয়েছে।

কাজরী॥ কি নাম বললে ?

অতীন॥ কেতকী। বাপ-মা নেই, বড়লোক মামার কাছেই মানুষ।

কাজরী॥ যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, আমি জানি তুমি আমার।

অতীন॥ হ্যাঁ, আমি তোমার। [কাজরীর দুটো হাত তুলে নিয়ে] তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই হবে কাজরী। কেউ বাধা দিতে পারবে না, তবে একটু সময় লাগবে।

কাজরী॥ তার মানে ?

অতীন॥ তার মানে আইনের সাহায্য নিতে হবে।

কাজরী॥ আমাকে তুমি বড্ড ভালবেসে ফেলেছ অতীন। দুঃখ্যু এই যে, আমার জন্যে তোমার এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছে।

অতীন॥ [হেসে] এ আর কি এমন ঝঞ্ঝাট ? গল্পে

পড়েছি ভালবাসার বিল্বমঙ্গল ঝড়ের রাতে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল প্রেমিকার কাছে যাবার জন্যে।

কাজরী ॥ [হেসে] তা হলে আমিও তোমার প্রেমিকা, শুধুই প্রেমিকা—কেমন ?

অতীন ॥ না শুধু তাই নয়। তার চেয়ে বেশী।

কাজরী ॥ [সাগ্রহে] কি ?

অতীন ॥ তুমি আমায় আর ঠকাতে পারবে না।

কাজরী ॥ তবু তো মুখ ফুটে বলতে পাচ্ছনা আমি কি ?

[অতীন কাজরীর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলে]

অতীন ॥ তুমি আমার স্ত্রী। [তারপর দুজনেই হেসে উঠে]

[ইতিমধ্যে ভাগবত ঘরে প্রবেশ করে দুজনকে হাত ধরাধরি অবস্থায় হাসতে দেখে জিভ কাটে, তারপর সম্পূর্ণ ঘুরে পেছন ফিরে বলে]

ভাগবত ॥ দিদিমণি, টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে, বাবু আপনার জন্যে বসে আছেন।

[দুজনে হাত ছেড়ে দিয়ে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, পরে সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে কাজরী বলে]

কাজরী ॥ যাই। কটা বাজল ভাগবত ?

ভাগবত ॥ আজ্ঞে সেইটেই দেখবার চেষ্টা করছি।

[নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অতীন বলে]

অতীন ॥ নটা—নটা বেজে গেছে। আমিও চলি, অনেক দূর যেতে হবে।

ভাগবত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকেও যেতে হবে বাবু। এই বাবুর আর দিদিমণির খাওয়া হয়ে গেলেই—

অতীন ॥ তুমি কোথায় যাবে ভাগবত ?

ভাগবত ॥ আজ্ঞে বেহালা ঘোলসাপুর।

কাজরী ॥ বেহালায় যে ভাগবতের বাসা। ও সকালে আসে আর রাত্রে কাজকর্ম চুকিয়ে বাসায় চলে যায়।

ভাগবত ॥ [লজ্জিত হ'য়ে] আজ্ঞে পরিবার আছেন তো।

[ভাগবতের কথায় অতীন ও কাজরী হেসে ওঠে]

অতীন ॥ [হেসে] ও আচ্ছা, আসি কাজরী।

কাজরী ॥ এস।

চতুর্থ দৃশ্য

রসিকপুরের রাজবাড়ীর অভ্যন্তরের বারান্দা।

[তখন বেলা ৯/১০টা। ভাঙা বেঞ্চিটার ওপর বসে কমল বিশ্বাস একটা চিঠি পড়ছিলেন। এমন সময় সুধাময়ী ঘর থেকে প্রবেশ করে বলেন]

সুধাময়ী ॥ কার চিঠি এল গো ? কে চিঠি দিয়েছে— বাসনা না অতীন ?

কমল ॥ অতীন।

সুধাময়ী ॥ কি লিখছে ? ভাল আছে তো ?

কমল ॥ সে সব কথা কিছু লেখেনি। তা না লিখলেও ভাল যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুধাময়ী ॥ কবে আসবে সে সব কিছু লিখেছে ?

কমল ॥ না, সে সব কিছু লেখেনি। যা লিখেছে পড়ে শোনাচ্ছি, শোন।—"যদি কোন দিন দরকার মনে করি বাড়ী ফিরব নচেৎ নয়। যদি সামর্থ্য হয় টাকা পাঠাব নচেৎ নয়। আমাকে বাদ দিয়ে যদি তোমারা সুখে থাকতে পার তবে সেটা সুখেরই কথা।" আজ কতদিন হ'ল সে বাড়ী থেকে গিয়েছে, এই এতদিনের মধ্যে সে কেবল এক খানা মাত্র চিঠি দিল, পরের মেয়ে আজ এই কমাস কী প্রাণ ঢালা সেবা যত্নই না করছে !

সুধাময়ী ॥ সে কথা সত্যি। কেতকী আমাকে কোন কাজই করতে দেয়না। কথায় কথায় বলে, আপনি যদি এই ভাঙা শরীর নিয়ে কাজ করবেন তবে আমাকে এখানে এনেছেন কেন ?

কমল ॥ কেতকীর মামার কেতকীকে লেখাপড়া শেখান সার্থক হয়েছে সুধা। আর জোচ্চুরী বাটপাড়ি করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমি অমানুষ তৈরী করেছি।···ঐ যে দক্ষিণ দরজায় যে পুকুরটা শুকিয়ে গিয়েছে, তার তলা থেকে ছোট একটা ইটের ঘর উঁকি দিচ্ছে, তুমি দেখেছ সুধা ?

সুধাময়ী ॥ দেখেছি।

কমল ॥ ঐ ঘরের ভেতর কি আছে জান ?

সুধাময়ী ॥ না।

কমল ॥ এই রসিকপুরের রাজপরিবারের পুরোনো অভিশাপের চিহ্ন ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

সুধাময়ী ॥ অভিশাপের চিহ্ন ?

কমল ॥ হ্যাঁ। একটা খড়্গ। যে খড়্গে একবার নরবলি দিয়ে দেবীর তুষ্টি করেছিলেন চারপুরুষ আগের ভৈরব বিশ্বাস।

সুধাময়ী ॥ বলকি !

কমল ॥ হ্যাঁ। দেবী তুষ্ট হয়েছিলেন কিনা জানিনা। কিন্তু সেই ভৈরব বিশ্বাস ঐ খড়্গ দিয়ে এক সুন্দরী বিধবাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলেছিলেন।

সুধাময়ী ॥ [সবিস্ময়ে] কেটে ফেলেছিলেন ! কেন ?

কমল ॥ সেই বিধবা ছিল পরমা সুন্দরী, এই বাড়ীরই দাসীর কাজ করত। পরম শাক্ত ভৈরব বিশ্বাসের সঙ্গে নির্জনে বসে তন্ত্র-মন্ত্র সাধন করতে রাজী হয়নি, এই ছিল তার অপরাধ !

সুধাময়ী ॥ তারপর ?

কমল ॥ তারপর আর কি—ফাঁসী থেকে বাঁচবার জন্যে লাখ লাখ টাকা খরচ করলেন ভৈরব বিশ্বাস। তারপর, ভৈরব বিশ্বাস একদিন রাজ-যক্ষায় মারা গেলে—তাঁর ছেলেরা পূজো করে মাটীর নীচে সেই নরবলি দেওয়ার খড়্গটাকে ইঁট গাঁথা করে পুঁতে ফেললেন। আর তার ওপরে ছোট্ট একটু পুষ্করিণী বেঁধে দিলেন। কিন্তু বিশ্বাস বাড়ীর ভাগ্যে সেই যে ভাঙন ধরল—তা আজও থামেনি সুধা।

সুধাময়ী ॥ এসব গল্প ভুলে যাওয়াই ভাল।

কমল ॥ কি করে ভুলব? আমিও যে নরবলির মত কাজ করেছি।

সুধাময়ী ॥ তুমি বিশ্বাস কর, কেতকী সব ভুলে গিয়েছে। সে আমাদের একটুও ঘেন্না করে না। কেতকী আমাকে বলেছে, আমরা চলে যেতে না দিলে সে কখনও চলে যাবেনা।

কমল ॥ [ধরাগলায়] কিন্তু এবার বোধ হয় চলে যেতে বলতে হবে।

সুধাময়ী ॥ কেন?

কমল ॥ বাসুর বিয়ের খরচ কুলিয়ে যে ক'টা টাকা হাতে ছিল তা দিয়ে এই ক'টা মাস চলল। আর যে ক'টা টাকা হাতে আছে তা দিয়ে বড় জোর পনেরো কি কুড়ি দিন চলতে পারে। কিন্তু তারপর—[সহসা চীৎকার করে) না সুধা, আমি তা পারবনা। আমার দ্বারা আর তা সম্ভব হবে না।

—মানুষকে কথার চালাকীতে ভুলিয়ে টাকা বাগানোর চেষ্টা আর আমি করতে পারব না। উপোস করে মরার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক সুধা। মরবার আগে ঠাকুরকে বলে যাব, শেষ পর্য্যন্ত ভালই করলে ঠাকুর—ভালই করলে।

সুধাময়ী ॥ [আঁচলে চোখ মুছলেন] কিন্তু কেতকী?

কমল ॥ হ্যাঁ, কেতকী। শুধু কেতকীকে কোন রকমে ভুলিয়ে ওর মামার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

সুধাময়ী ॥ তা না হয় হ'ল। কিন্তু কেতকী কি সারা-জীবন সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে বিধবার মত থাকবে?

কমল ॥ কেতকীর বিধবা হয়ে যাওয়াই ভাল।

সুধাময়ী ॥ [কানে হাত চেপে] ঠাকুর! ঠাকুর!

[নেপথ্যে হঠাৎ কেতকীর গলা শোনা যায়। তার হাতে একটি লম্বা খাম। সে 'মা'—'মা' বলে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে]

সুধাময়ী ॥ কি—কি-মা? কি হ'ল?

কেতকী ॥ চিঠি এসেছে মা—চিঠি।

সুধাময়ী ॥ [সাগ্রহে] এসেছে? কার? অতীনের?

কেতকী ॥ না না, সে-সব কিছু নয়।

[সহসা কমলের পায়ের কাছে বসে প'ড়ে]

—এখন আপনি আমাকে অনুমতি দিন বাবা।

কমল ॥ কিসের অনুমতি?

কেতকী ॥ একটা চাকরি পেয়েছি। পাইকপাড়ার একটা মেয়ে-স্কুলে পড়াতে হবে। মাইনে পঁচাশি টাকা। অনেক চেষ্টা করে চাকরিটা যোগাড় করেছি। এই মাসের আর চার পাঁচ দিনের মধ্যে কাজে জয়েন করতে হবে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন বাবা।

[কমল ও সুধাময়ী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে]

কমল ॥ না মা, অনুমতি আমি তোমাকে দিতে পারব না। উপোস করে মরতে রাজী আছি, তবু তোমাকে খাটিয়ে বেঁচে থাকবার ভাত যোগাড় করতে রাজী নই। তুমি তোমার মামার কাছে চলে যাও মা। আমাদের সঙ্গে উপোস করে তোমাকে আমি মরতে দেব না।

[কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছলেন]

সুধাময়ী॥ [কেতকীকে সস্নেহে] তুমি এখন ঘরে যাও মা, পরে কথা হবে। হঠাৎ এরকম একটা অনুমতি চেয়ে বসবে তার জন্যে উনি তো তৈরী ছিলেন না। তুমি যাও, আমি কথা কয়ে যাচ্ছি।

[কেতকী চলে যায]

—একটা কথা বলব ?

কমল॥ কি ?

সুধাময়ী॥ তুমি যদি মেয়েমানুষ হতে তাহলে বুঝতে পারতে, কেতকী কেন কিসের জন্য এখানে পড়ে থাকতে চাইছে।

কমল॥ কেন ?

সুধাময়ী॥ কেতকীর মনে আশা আছে ওর স্বামীকে ও একদিন ফিরে পাবেই পাবে। আর সেই আশায় ও শুধু দিন গুণছে।

কমল॥ স্বামী! কে ওর স্বামী ? তোমার ওই মাকাল-ফল ছেলেটা ?

সুধাময়ী॥ কিন্তু কেতকীর ইচ্ছাকে বাধা দিতে যেও না। ধরে নাও, কেতকী তোমার নিজের মেয়ে। গরীব বাপ-মাকে সাহায্য করবার জন্যে মেয়েরা কি চাকরী করে না ?

কমল॥ নিজের মেয়েকেও তো দেখেছ সুধা! বড়-লোকের বৌ হয়ে, গরীব বাপ মাকে ভুলে গেছে। ওরকম তুলনা না করাই ভাল। যাক্ সে কথা। নিজের স্বার্থের বেলায় পরের মেয়েকে আপন ভাবতে বেশ ভালই লাগে।

বেশ—কেতকীকে তবে বলে দাও—আমার আপত্তি নেই—আমার আপত্তি করার শক্তি নেই—উপায়ও নেই।

[মাথা হেঁট করেন]

সুধাময়ী॥ দুঃখ্যু করে আর কি করবে বল!

কমল॥ না না, দুঃখ্যু করে আর কি করব। তবে আজ যদি কেউ সন্দেহ করে যে, এই ভাঙা নোংরা বিশ্বাস বাড়ীর ভেতরে সোনা আছে তবে সেটা ভুল সন্দেহ হবে না সুধা—ভুল সন্দেহ হবে না।

পঞ্চম দৃশ্য

মিঃ সাধন চৌধুরীর বাড়ী।

[সাধন চৌধুরী ঘরের ভেতর উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছিলেন, সম্মুখের একটি সোফায় কাজরী বসেছিল। অপর একটি কৌচে অরুণ। সকলের চোখে-মুখে বেশ গাম্ভীর্য্য। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।]

চৌধুরী॥ বেশ করে ভেবে দেখ কাজরী। বিয়ে একটা ছেলেখেলা নয়। মনে রেখো অল্প বয়সে চোখে যা ভাল লাগে তাই সুন্দর নয়।

অরুণ॥ এবং যা সুন্দর তাই ভাল নয়।

চৌধুরী॥ You are right my boy. ভাল এবং সুন্দরের পৃথক পৃথক সংজ্ঞা আছে। অতীন—nothing but

an ordinary graduate. And he is not an aristocrat. ভুলে যেও না কাজরী, আমাদের একটা social status আছে।

কাজরী॥ অতীনেরও social status আমাদের চেয়ে কম নয় বাবা। রসিকপুরের রাজবংশের ছেলে সে।

অরুণ॥ আদাবনের শেয়াল রাজা! তালপুকুরে ঘটি ডোবে না! রাজকুমার, তাই এক মাড়োয়ারী অটোমোবাইল ফার্মে একশ দশ টাকা মাইনের চাকরি করে।

চৌধুরী॥ এঁ্যা, বল কি অরুণ! মাত্র একশ দশ টাকা! না কাজরী, এ হতে পারে না। আমি তোমার বাপ। আমার একটা দায়িত্ব আছে। জেনে শুনে এখানে তোমার বিয়ের সম্মতি আমি কিছুতেই দিতে পারব না।

অরুণ॥ শুধু তাই নয় বাবা, আমি যতদূর জানি—he is married.

চৌধুরী॥ অরুণ যা বলছে তা কি সত্যি কাজরী?

কাজরী॥ সত্যি। অতীন আমার কাছে কোন কথাই অস্বীকার করেনি। শিগ্গীর সে তার স্ত্রীকে ডাইভোর্স করবে।

চৌধুরী॥ কোন অপরাধে?

কাজরী॥ তার অনিচ্ছা সত্বেও তার বাপ মা জোর করে বিয়ে দিয়েছিল।

চৌধুরী॥ জোর করে কেউ কারুর বিয়ে দিতে পারে না কাজরী, যদিনা তার ভেতরে এতটুকু তুর্বলতা থাকে। একটা

দুর্বলচিত্তের মানুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করার ফল কোনদিনই ভাল হবেনা কাজরী ; নিজেকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর। কল্পনা দিয়ে বুঝতে চেওনা। Don't be unreal, don't be over romantic।

কাজরী ॥ আমি অতীনকে কথা দিয়েছি, আমার এখন পেছনোর উপায় নেই বাবা।

অরুণ ॥ ঝোকের মাথায় তুমি কথা দিয়েছ গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে বলে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঝাঁপ দিলেই তুমি ডুবে যাবে। সব জেনে শুনে তা সত্বেও কি আমরা চুপচাপ বসে থাকব নাকি ?

কাজরী ॥ আমি যা করব তা আমি জানি। তোমরা কি করবে তা জানার আমার দরকার নেই।

[বিরক্তভাবে প্রস্থান]

অরুণ ॥ [সবিস্ময়ে] একি ! ও আমাদের আলটিমেটাম দিয়ে গেল বাবা ?

চৌধুরী ॥ দেবে। ওকে ফেরান যাবে না অরুণ। যথেষ্ট বিবেচনা করার মত বুদ্ধি এবং বয়স ওর হয়েছে। কাজরী যদি ওখানেই বিয়ে করে—বড় জোর অনুরোধ করতে পারি, বাধা দিতে পারব না অরুণ।

অরুণ ॥ বিয়েটা যাতে না হয় তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করতেই হবে বাবা। যে কোন উপায়ে বাধা দিতেই হবে।

চৌধুরী ॥ কি করে বাধা দেব অরুণ ? যে বয়সে বাধা দেওয়া চলে, কাজরীর সে বয়স অনেকদিন পেরিয়েছে। অসিত-

কাজরীর মেলামেশায় আমার মনে ধারণা হয়েছিল, কাজরী হয়ত অসিতকে ভালবাসে, মনে মনে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু এখন দেখছি আমার সে ধারণা ভুল।

অরুণ॥ আমি যতদূর জানি—কাজরী অসিতকে ওর একজন উপকারী গুণমুগ্ধ বন্ধু ছাড়া আর কিছুই মনে করেনা বাবা।

চৌধুরী॥ কিন্তু অসিত যে কাজরীর আর্ট আর একজিবিশনের জন্যে অকাতরে টাকা ঢেলে দিয়ে এসেছে, সে কি গুণমুগ্ধ বন্ধু হিসেবে?

অরুণ॥ কতকটা তাই। বিয়ে করার মত কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ে অসিতবাবু টাকা দেয়নি।

চৌধুরী॥ কিন্তু আমার সন্দেহ, এই অতীন বিশ্বাস কাজরীব জীবনের ওপর বোঝা হয়ে কাজরীর টাকা পয়সায় সুখে থাকবার জন্য কাজরীকে বিয়ে করতে চাইছে। না না, আমি এ বিয়ে সমর্থন করতে পারব না—কিছুতেই না। তুমি ওকে ডেকে দাও অরুণ—আর একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে দেখি, তারপর ওর অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।

[অরুণ ঘর থেকে চলে যায়। মিঃ চৌধুরী চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ভাগবত ওষুধ, ওষুধের গ্লাস ও চামচ একটি ট্রে করে আনে। মিঃ চৌধুরী বলেন]

চৌধুরী॥ কি এনেছ—ওষুধ? দরকার হবে না, নিয়ে যাও।

ভাগবত॥ দিদিমণি পাঠিয়ে দিলেন।

চৌধুরী ॥ দিন গে, তুমি নিয়ে যাও।

[ভাগবত ট্রে নিয়ে চলতে যায় এমন সময় অরুণের সঙ্গে কাজরী প্রবেশ করে ও বলে]

কাজরী ॥ ওষুধের ট্রে নামিয়ে রেখে দিয়ে যাও ভাগবত।

[ভাগবত ওষুধের ট্রে-টা কোন রকমে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে পালিয়ে যায়]

কাজরী ॥ ওষুধ খেলে না যে বাবা ?

চৌধুরী ॥ একবার তো খেয়েছি, কতবার আর ওষুধ খাব ?

কাজরী ॥ ডাক্তার তিনবার করে খেতে বলেছে।

চৌধুরী ॥ বলুক। ওষুধ খেয়ে রোগ যেতে পারে, অশান্তি যায় না কাজরী !

কাজরী ॥ বাবা !

চৌধুরী ॥ না মা, সব জেনে শুনে এ বিয়েতে আমি মত দিতে পারব না। অবুঝ হ'স্‌নে মা। ঘর-বর জেনে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। সামান্য একটা ১১০৲ টাকা মাইনের যে চাকরি করে তার হাতে আমি তোকে তুলে দিই কি করে ?

কাজরী ॥ ঠিক করেছি, আমিও একটা চাকরি বাকরী জুটিয়ে নেব বাবা। দুজনে খেটে খুটে মোটাভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা আমরা করে নেব।

চৌধুরী ॥ মোটা ভাত ! মোটা কাপড় ! কিন্তু তোদের বাপ যে তোদের মোটা চালে চলতে শেখায়নি কাজরী।

অতীন তার বিবাহিত স্ত্রীকে ত্যাগ করে আজ যেমন তোকে বিয়ে করতে চাইছে, তেমনি কোনদিন সে তোকে ত্যাগ করে যদি আর কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাহ'লে—

কাজরী॥ তাহ'লেও দুঃখু করব না বাবা। সেদিন নিজেই আমি নিজের পথ বেছে নেব।

চৌধুরী॥ সংসারে ঐটিই সবচেয়ে শক্ত মা। পথ বেছে নিয়ে চলা বড় শক্ত। যে পথে প্রলোভন সেই পথেই বৈরাগ্য। যে পথে চোর ডাকাত সেই পথেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। যে পথ কণ্টকাকীর্ণ সেই পথই অবার কুসুমাস্তীর্ণ।

কাজরী॥ পথ বেছে নিতে আমি কোনদিনই ভুল করব না বাবা। তুমি আমায় প্রাণখুলে অনুমতি দাও—আশীর্বাদ কর।

চৌধুরী॥ প্রাণ খুলে অনুমতি দিতে আমি তোকে পাচ্ছি না মা, তবে প্রাণ খুলে তোকে আশীর্বাদ করছি—তুই সুখী হ, সুখী হ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রসিকপুরের রাজবাড়ীর বারান্দা

[তখন সকাল ৭-টা। কমল বিশ্বাস সেই ভাঙা বেঞ্চিটার ওপর বসে চা খাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে সুধাময়ী এসে বলেন]

সুধাময়ী॥ ওগো শুনছ! একটা সুখবর আছে।

কমল॥ কি?

সুধাময়ী॥ কেতকী কিছুতেই অতুর জন্যে চা নিয়ে যেতে চাইছিল না। আমি জোর করে পাঠিয়েছিলাম। কেতকীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, অতু হাত বাড়িয়ে কেতকীর কাছ থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে খেয়েছে।

কমল॥ ভাল।

সুধাময়ী॥ আমরা এই ক'মাস কতরকম না সাত-পাঁচ ভাবছিলাম।

কমল॥ ভাবনা কিন্তু আমি এখনও ছাড়িনি সুধা। ও হঠাৎ কি মতলবে আজ সকালে বাড়ী এল —আমি শুধু এতক্ষণ সেই চিন্তাই করছিলাম।

সুধাময়ী॥ মতলব আবার কি? তুমি আজে বাজে চিন্তাগুলো ছাড় তো! অনিচ্ছাসত্ত্বে বিয়ে দিলে গোড়ায় অনেকেই ওরকম মন মরা হয়েই থাকে। তারপর একটু পুরোণো হলেই মনটা আবার নরম হয়ে যায়। কেতকীকে আজ স্কুলে যেতে বারণ করেছিলাম। ওর স্কুলের গাড়ীও এসেছিল—ফেরৎ দিয়েছি।

কমল॥ ভুল করেছ সুধা। অতুর চোখের সামনে দিয়ে আজ কেতকীকে স্কুলে যেতে দেওয়া উচিত ছিল। ওকে জানতে দেওয়া উচিত ছিল যে, কেতকীর রোজগারে আমাদের এখন কোন রকমে চলে।

[ইতিমধ্যে অতীন প্রবেশ করে এবং কমলকে জিজ্ঞেস করে]

অতীন॥ কেতকী একটা কাজ-টাজ করছে বলে মনে হল?

কমল ॥ হ্যাঁ, তুমি কি এ-খবরটা আগেই জানতে ?

অতীন ॥ না। একটা মেয়ে স্কুলের গাড়ী এল আর চলে গেল, তাই দেখে সন্দেহ হ'ল।

কমল ॥ সন্দেহ ?

অতীন ॥ হ্যাঁ। তাই জিজ্ঞেস করলুম।

[অতীন চলে গেল]

কমল ॥ আমার সন্দেহ হচ্ছে সুধা তুমি বৃথা আনন্দ করছ।

সুধাময়ী ॥ কেন ?

কমল ॥ তোমার ছেলের গলায় মানুষের গলার স্বর শোনা গেল না। মনে দরদ থাকলে কোন ছেলে ওরকম করে বাপের সঙ্গে কথা বলে না।

সুধাময়ী ॥ যাই হোক, আমাদের ওপর কোন দরদ থাক আর না থাক—ওর মনে কেতকীর জন্যে যদি দরদ দেখা দিয়ে থাকে তবেই ঠাকুরেব দয়া হয়েছে বুঝতে হবে।

[সুধামযী বারান্দা থেকে নেমে বাগানের দিকে চেযে দেখেন ও বলেন]

সুধাময়ী ॥ ওগো ! বাসনা আসছে—

কমল ॥ বাসনা !

[ইতিমধ্যে বাসনা আসে, সুধামযী ও কমলকে প্রণাম করে]

সুধাময়ী ॥ এলাহাবাদ থেকে কবে এলি বাসু ?

বাসনা ॥ আজ কদিন হ'ল। ওঁর সঙ্গে এসেছি।

সুধাময়ী ॥ তা উঠেছিস কোথায় ?

বাসনা ॥ ওঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে।

সুধাময়ী ॥ তোর সঙ্গে অজিত আসে নি?

বাসনা ॥ না।

সুধাময়ী ॥ তা অজিত এসে বন্ধুর বাড়ীতে উঠল—এটা কি ভাল হল বাসনা?

বাসনা ॥ ওঁর কোন দোষ নেই মা, আমিই ওঁকে আসতে দিইনি।

সুধাময়ী ॥ তুই কি বলছিস বাসু?

বাসনা ॥ তোমাদের ভালর জন্যে, তোমাদের সম্মান বাঁচানর জন্যে আমি ওকে এখানে আসতে দিই নি, মা। বাড়ীর এই চেহারা আর ঘরের ভেতরের এই ছিরি দেখলে মানুষটা কি ভাবতে পারে সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

কমল ॥ ঠিক বলেছিস মা। এরপর আর আমাদের কোন কথা সাজে না।

[ইতিমধ্যে কেতকী সেখানে প্রবেশ করে। কেতকীকে দেখে বাসনা বলে]

বাসনা ॥ এই যে, বৌদি!

কেতকী ॥ কখন এলে ঠাকুরঝি?

বাসনা ॥ এই তো আসছি, আবার এখনিই চলে যেতে হবে।

কেতকী ॥ কেন?

বাসনা ॥ ওঁর ইচ্ছে। গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঐ গাড়ীতে এখনই ফিরে যেতে হবে। চিঠিতে তোমাদের একটা কথা

লিখিনি মা—তোমরা দুঃখ পাবে বলে। তোমাদের অন্যায়ের জন্যে শ্বশুর-বাড়ীতে আমাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি বাড়ীর পুরোণো ঝি-টি পর্য্যন্ত আমাকে কথা শোনাতে ছাড়েনি।

সুধাময়ী॥ আমাদের অপরাধ?

বাসনা॥ গয়নাগুলো একেবারে সেকেলে, সব খুলে রাখতে হয়েছে। বৌ-ভাতের দিন শ্বশুর নিজে মার্কেটে গিয়ে পছন্দ করে একসেট্ নতুন গয়না কিনে নিয়ে এলেন—তাই পরতে হ'ল। কিছু মনে করোনা ভাই বৌদি—তোমার দোষ ধরছিনা। তবে তোমার মামা-ভদ্রলোক কতকগুলো পুরোনো গয়না দিয়েছেন।

[বাসনার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমল ও সুধাময়ী বাসনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তারপর আস্তে আস্তে কমল অন্য ঘরে চলে যান]

[সুধাময়ী বলেন]

সুধাময়ী॥ দুটো খেয়ে যাবি তো বাসু?

বাসনা॥ না।

সুধাময়ী॥ তাহলে, যা হোক্ একটু জলখাবার মুখে দিয়ে—

বাসনা॥ ও সব কোন হ্যাঙ্গামার দরকার নেই মা।

কেতকী॥ তা এক কাপ চা-ও তো খাবে ঠাকুর ঝি?

বাসনা॥ No, thanks! চা মুখে রুচবে না। এলাহাবাদের ওরা সবাই কফি খায়, আমারও তাই কফির অভ্যেস হয়ে গেছে।

সুধাময়ী ॥ এয়োস্ত্রী মেয়ে, বাড়ী এলি—কিছু মুখে না দিয়েই যাবি ?—যা ভাল বুঝিস্ কর। কি 'আর বলব ! কেতকী, বাসুকে তুমি একটু সিঁদুর পরিয়ে দিও।

[প্রস্থান]

বাসনা ॥ তারপর, কি রকম ব্যাপার ট্যাপার চলেছে মিসেস বিশ্বাস ?

কেতকী ॥ চলছে—চলে যাচ্ছে।

বাসনা ॥ চলছে তো আমারও। স্বামী ধ্যান স্বামী জ্ঞান করে দিন চালিয়েই যাচ্ছি। ক'মাস বিয়ে হয়েছে, তার মধ্যে আজ এই প্রথম ছাড়া পেলাম। বাস্তবিক, অনেক পুণ্যি করলে তবে মনের মত স্বামী পাওয়া যায়।

কেতকী ॥ মনের মত স্বামী কাকে বলে ঠাকুরঝি ?

বাসনা ॥ আহাহা যেন কিছুই বোঝেন না ?

কেতকী ॥ বুঝতে চাই কিন্তু বুঝতে পারি না।

বাসনা ॥ [হেসে চেহারাকে একটু দুলিয়ে কায়দা করে বলে] তাহলে একেবারে স্পষ্ট করেই বলে দিচ্ছি বৌদি, আমার স্বামীর মত স্বামীকেই মনের মত স্বামী বলে।

[সহসা অতীন প্রবেশ করে। তাকে দেখে কেতকী চলে যায়]

—ওকি বৌদি ! চলে যাচ্ছ যে ?

কেতকী ॥ আসছি।

[প্রস্থান]

অতীন ॥ তারপর, কখন এলি বাসু ?

বাসনা ॥ এই তো আসছি।

অতীন ॥ তা দু-একদিন থাকবি তো ?

বাসনা ॥ না দাদা, আমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

অতীন ॥ হ্যাঁ চলে যাওয়াই ভাল। সংসারের হাল চাল তো জানিস।

বাসনা ॥ সংসারের হালচাল একটু বদলেছে বলে মনে হ'ল দাদা।

অতীন ॥ তাই নাকি ? তা হবে।

বাসনা ॥ সে কি দাদা ? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সংসারের কোন খবরই তুমি রাখ না।

অতীন ॥ সত্যিই তাই। সংসারের কোন খবরই রাখি না। কোলকাতায় থাকি, এই আজ সকালেই এসেছি। এসে একটা নতুন খবর পেলাম, তোর বৌদি নাকি কোন মেয়ে-স্কুলে মাষ্টারি করছে।

বাসনা ॥ তা মন্দ কি—তোমরা দুজনে রোজগার করছ, ভালই তো।

[এমন সময় ঘর থেকে সিদুর কৌটা হাতে নিয়ে কেতকী আসে। সঙ্গে সঙ্গে অতীন প্রস্থান করে]

বাসনা ॥ চলি বৌদি, দেখা-শুনা তো হ'ল।

কেতকী ॥ একটু দাঁড়াও, সিঁদুর পরিয়ে দিই।

[বাসনার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়]

বাসনা ॥ [ব্যস্তভাবে] বাবা-মা কোথায় ?

কেতকী ॥ ঘরে।

বাসনা ॥ যাই, চট্ করে প্রণামটা সেরে চলে যাই।

[ব্যস্তভাবে ঘরের দিকে চলে যায়। কেতকী সিঁদুর কৌটা নিয়ে সেই দিকে চেয়ে থাকে]

সপ্তম দৃশ্য

[তখন রাত্রি ৯।১০ টা। আহারাদির পর অতীন তার ঘরের খাটের ওপর বসে একটা বই পড়ছিল। এমন সময় কেতকী এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে ও জলের গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে চলে যেতে যায়। অতীন ডাকে]

অতীন॥ কেতকী! শোন।

[কেতকী ফিরে দাঁড়ায়]

—তোমার সঙ্গে আমাব কিছু কথা আছে।

কেতকী॥ বল।

অতীন॥ এখন তোমার সময় হবে কি?

কেতকী॥ হবে।

অতীন॥ বস।

[কেতকী একটা মোড়ায বসে, আর তার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে অতীন বসে পড়ে]

অতীন॥ দেখ, আমার জীবনে শুধু একটা সমস্যা সৃষ্টি করে রাখা তোমার উচিত নয়।

কেতকী॥ সমস্যা?

অতীন॥ হ্যাঁ, সমস্যা বৈ কি! বিয়ে করে যে-দুটো জীবন মোটে সুখী হ'ল না অথচ স্বামী-স্ত্রী হয়ে রইল, এইতো একটা মস্ত সমস্যা।

কেতকী॥ কিন্তু এর উপায় কি?

অতীন ॥ উপায় আছে। ইচ্ছে করলে এ সমস্যার দায় থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি।

কেতকী ॥ কি করে ?

অতীন ॥ [একটা টাইপ করা কাগজ টেবিল থেকে নিয়ে এগিয়ে দিয়ে] এটায় যদি একটা সই করে দাও।

কেতকী ॥ কি এটা ?

অতীন ॥ পড়ে দেখ।

[কেতকী দরখাস্ত পড়ে]

কেতকী ॥ কিন্তু এ মিথ্যে দরখাস্ত আমি সই করব কি করে ?

অতীন ॥ মিথ্যে ?

কেতকী ॥ নিশ্চয় মিথ্যে। তোমার আমার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি একথা আমি স্বীকার করব কি করে?

অতীন ॥ ও সামান্য কয়েকদিনের সম্পর্ক তুমি মন থেকে মুছে ফেল। দেখ, আজ আইন যখন পথ সহজ করে দিয়েছে তখন আমাদের দুজনের সুখের পথে কেন বাধা রাখি ?

কেতকী ॥ বেশ ! তোমার সুখের জন্য মিথ্যেকে আজ সত্য বলে মেনে নিলাম। কিন্তু কোন দিন যদি আমি সন্তানের মা হই, সেদিন সে তার বাবার কি পরিচয় দেবে ?

অতীন ॥ কেন মিছি মিছি তুমি ভয় করছ ?

কেতকী ॥ কি—

অতীন ॥ আর তা যদি একান্তই হয়, তাহলেই-বা কি ?

এই রকম ক্ষেত্রে আর পাঁচজনের ছেলেমেয়ের পিতৃ পরিচ
যে ভাবে গড়ে ওঠে তোমার সন্তানের বেলায় তাই হবে।

কেতকী॥ এত বড় সমস্যার উত্তর যে এত সহজে আমি
পাব তা আমি আশা করিনি। যাক্, কলমটা—

[কেতকী হাত বাড়ায় অতীনের দিকে। অতীন তাড়াতাড়ি
ফাউন্টেন পেন খুলে হাতে দেয়। কেতকী সই করে কাগজ
কলম অতীনকে ফিরিয়ে দেয়। অতীন সবিনয়ে কেতকীর মুখের
দিকে চেয়ে থাকে]

কেতকী॥ কিন্তু আর একটা সমস্যা রয়ে গেল যে।

অতীন॥ না, এর পরে আর কোন সমস্যাই রইল না।

কেতকী॥ রইল বই কি, আমার সিঁথির সিঁদুর।

অতীন॥ ওটা কোন সমস্যাই নয়।

কেতকী॥ তোমার সমস্যা আমি মিটিয়ে দিয়েছি, এখন
আমার সমস্যা তুমি মিটিয়ে দাও।

অতীন॥ ও এই কথা! ওটা একটা সমস্যাই নয়। সময়
মত ওটা তুমি মুছে ফেলো।

কেতকী॥ নিজের হাতে আমি ওটা মুছে ফেলতে পারব
না। তোমার দরখাস্তে যখন নিজের হাতে আমি সই দিয়েছি
তখন আমার এ সিঁদুরটুকুও তোমার নিজের হাতে মুছিয়ে
দিতে হবে।

অতীন॥ কেন? নিজের হাতে মুছতে কি সেন্টিমেন্টে
লাগবে?

কেতকী॥ তা লাগবে বৈকি। হিঁদুর ঘরের বিবাহিত

মেয়ে, একদিন যার স্বামী নিজের হাতে করে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলেন—সে সিঁদুর মুছে ফেলতে সেন্টিমেণ্টে বাধে বৈ কি। তোমার হাত থেকে সিঁদুর পরেছিলাম, তুমি নিজে হাতে করে সে সিঁদুর মুছে দাও এই আমার প্রার্থনা।

অতীন॥ তুমি মিছিমিছি সেন্টিমেণ্টাল্ হচ্ছ কেতকী। বেশ। দাও—

[অতীন কেতকীর সিঁথির সিঁদুর কেতকীর সাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে দেয়। কেতকী কাঁদতে থাকে। অতীন ডাকে]

অতীন॥ কেতকী।—[কেতকী কোন উত্তর দেয় না] ছিঃ কেতকী—তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে—কাঁদছো? আমি ভেবেছিলাম, এ ব্যাপারটা তুমি সহজ ভাবে নিতে পারবে।

কেতকী॥ সহজ ভাবেই তো নিয়েছি।

অতীন॥ কিন্তু তোমার চোখের জল দেখে বুঝতে পাচ্ছি—এ ব্যাপারটা তুমি সহজ ভাবে নিতে পারনি। ছাখ, শুধু নিজের সুখের জন্য নয়, তুমিও যাতে সুখী হও—

কেতকী॥ [ম্লানহেসে] সুখী? এ অবস্থায় কটা মেয়ে সুখী হয়েছে বলতে পার? তবে তুমি যদি সুখী হও তাহলে সারাজীবন এ দুঃখ আমি মেনে নিতে রাজি আছি—।

[প্রস্থানোদ্যত]

অতীন॥ শোন কেতকী।

কেতকী॥ না-না আর আমি কিছুই শুনতে চাই না। ছাড়পত্র যখন লিখে দিয়েছি—তখন জানি ছাড়াছাড়ি হবেই। কিন্তু কোন দিন যদি মা হই তাহলে তোমার সন্তাকে তুমি

ছাড়লেও আমি কোনদিন ছাড়তে পারব না। আমি জানি, মাটিকে অস্বীকার করে মানুষ বাঁচতে পারে না আর সন্তানকে ছেড়েও মা বাঁচতে পারে না। মা বাঁচতে পারে না—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রসিকপুরের রাজবাড়ীর সেই বারান্দা। ভাঙা বেঞ্চিটা যথারীতি বারান্দার ওপর রয়েছে। রামকানাইবাবুর সঙ্গে কেতকীকে উঠানের একপাশে কথা বলতে দেখা যায়। তখন বৈকাল।]

রামকানাই॥ ভেবেছিলাম আমার কড়া চিঠিটা পেয়ে এবার হয়ত তোর শ্বশুর তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু এখন দেখছি তোর শ্বশুরের গায়ে মানুষের চামড়া নেই, আছে গণ্ডারের চামড়া। নইলে ঐ রকম চিঠি পাওয়ার পর কেউ তোকে আটকে রাখতে সাহস করে।

কেতকী॥ শ্বশুরের দোষ নেই মামা।

রামকানাই॥ দোষ নেই মানে? আমার ঐ চিঠি পাওয়ার পরও আটকে রাখে কোন সাহসে? আমি কিছু বুঝিনে! তোর রোজগারের পয়সায় বসে বসে খাওয়ার মতলব। তোর শ্বশুরকে চিনতে আমার বাকি নেই কেতকী। লোকটা সারাজীবন ফাঁকিবাজি করে কাটাল। শুধু জোচ্চুরি করে লোকের মাথায় কাঁটাল ভেঙে চালিয়ে আসছে। আর চালাকি চলবে না, দেখি এবার ও কি করে। নে-চল। [উপরোক্ত কথাগুলির মাঝে কমল বিশ্বাস ঘরের দরজার আড়াল হতে একবার মুখ বের করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায়

আড়ালে মুখ লুকান। কেতকী বা রামকানাই তা লক্ষ্য করেন না।]

কেতকী॥ না মামা, আমি এখন যাব না।

রামকানাই॥ যাবি না মানে? তোর কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে কেতকী? কোর্টে নিজে গিয়ে তোর ডাই-ভোর্সের দরখাস্ত আমি দেখে এসেছি। যাবিনে যদি, তবে স্বেচ্ছায় ডাইভোর্স নেওয়ার জন্যে দরখাস্ত করলি কেন?

কেতকী॥ বাধ্য হয়েই ডাইভোর্স নেওয়ার জন্যে দর-খাস্ত করতে হয়েছে মামা। তেমনতর বাধ্য হয়ে শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যদি চলে যেতে হয়, তাহলে নিশ্চয় যাব।

রামকানাই॥ কী বলছিস তুই কেতকী? দরখাস্তে তুই তো নিজেই স্বীকাব কবেছিস, স্বামীর সঙ্গে কোনদিন সম্পর্ক হয়নি, স্বামীর ওপর তোর কোন অনুবাগ নেই। তাহলে শুধু শুধু শ্বশুরের ভিটেয় পড়ে থাকবি কোন আশায়?

কেতকী॥ রাগ করোনা মামা, এখন আমি কিছুতেই যেতে পারব না।

বামকানাই॥ কেন যেতে পারবি না শুনি? আমি তলে তলে কোলকাতায় গিয়ে সব খবর নিয়ে এসেছি। অতীন এক বড়লোক ব্যারিষ্টারের মেয়েকে ভালবাসে, ডাইভোর্সের রায় বেরুনোর পর সে তাকে বিয়ে করবে।

কেতকী॥ করুক, কিছু যায় আসে না তাতে।

রামকানাই॥ কি বলছিস কেতকী? এর পর সে এসে যদি তোকে অপমান ক'রে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়?

কেতকী॥ তখন বাধ্য হ'য়েই যেতে হবে।

রামকানাই॥ সে অপমান সয়ে যাওয়ার চেয়ে এখন মানে-মানে যাওয়া ভাল নয় কি?

কেতকী॥ হয়ত ভাল। কিন্তু তবুও আমি যেতে পারব না মামা।

রামকানাই॥ কেন যেতে পারবে না শুনি?

কেতকী॥ না যেতে পারবার কারণ জানতে চেওনা মামা, সে আমি তোমায় বলতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে যাও—এখন আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।

রামকানাই॥ অসম্ভব? বেশ, তাহলে কবে যাবি?

কেতকী॥ তাও বলতে পারি না।

কামকানাই॥ বুঝেছি। এই বুড়োবুড়ি, মন্ত্র-পড়া শেকড় বাকড় খাইয়ে তুক্‌গুণ করেছে, নইলে তোর বুদ্ধি-শুদ্ধিই বা এমন হবে কেন?

কেতকী॥ ওঁদের কোন দোষ নেই মামা।

রামকানাই॥ হ্যাঁ, অগত্যা আমাকেও তাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে। দোষ তোমার—দোষ তোমার কপালের।

[রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে রামকানাইবাবু বেরিয়ে চলে যান। কেতকী নিশ্চলভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে। কমলবাবু দোরের আড়াল থেকে চুপি-চুপি বেরিয়ে আসেন, রামকানাইয়ের গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন, পরে কেতকীকে ডাকেন]

কমল॥ মা!

কেতকী॥ [নিজেকে সামলে নিয়ে] বাবা।

কমল ॥ তোমার মামা এ সব কি অদ্ভুত কথা বলে গেলেন কেতকী ? ডাইভোর্স—

কেতকী ॥ হ্যাঁ, আমিই দরখাস্ত করেছিলাম, আপনার ছেলেও তাই চেয়েছিলেন বাবা।

কমল ॥ [কিছুক্ষণ চিন্তা করে] হুঁ বুঝেছি, তবু তুমি চলে যেতে চাওনা কেন কেতকী ?

কেতকী ॥ [কেঁদে] বাবা ! ও কথা আপনি আমায় জিজ্ঞেস করবেন না—আমি বলতে পারব না, আমি বলতে পারব না।

[কেতকীর মুখ দিযে আর কোন কথা বের হয না। আঁচলে মুখ ঢেকে ঘরের ভেতর চলে যায। ইতিমধ্যে সুধাময়ী প্রবেশ করেন]

সুধাময়ী ॥ কি গো ? কি হ'ল ? কেতকী অমন করে চলে গেল যে ?

কমল ॥ কেতকীর মামা আজও নিতে এসেছিল। ও গেল না, তাই বলছিলুম—অতীনই যখন ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখল না তখন ও আর এখানে পড়ে থাকবে কোন্ আশায় ?

সুধাময়ী ॥ কিন্তু এ ভিটে ছেড়ে ও এখন যাবেই বা কোথায় ?

কমল-॥ কেন ?

সুধাময়ী ॥ কেতকীর ছেলে হবে।

কমল ॥ ও ! তাহলে কেতকী এখন আর যাবে কোথায় ? এ ভিটে ছেড়ে যাবার যে তার আর পথ নেই।

আমাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে তাকে যে বেঁচে থাকতে হবে।

[সহসা মোটরের হর্ণ শুনে কমল চমকে ওঠেন]

—আবার কে এল? রসিকপুরের রাজবাড়ীর ভাঙা ফটকে কার গাড়ী এসে দাঁড়াল? রামকানাই কি পুলিশ পেয়াদা নিয়ে এল নাকি?

[দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে]

—না না, রামকানাই তো নয়। ও—তোমার ছোট বোন মনু আসছে।

সুধাময়ী॥ সেকি। মনু? হঠাৎ এতদিন পরে—কি মতলবে?

কমল॥ বুঝলে না—টাকার তাগাদায়।

[ইতিমধ্যে সুধাময়ীর ছোট বোন মনু আসে। কমল ও সুধাময়ীকে প্রণাম করেন।]

সুধাময়ী॥ একি! মনু? কি ভাগ্যি!

মনু॥ তোমরা তো আমাকে ভুলেই গিয়েছ দিদি! কিন্তু আমি তো আর ভুলে যেতে পারিনে, তাই এলুম। তারপর, আপনার সেই সাহেবের খবর কি গো জামাইবাবু? এইবার আমার সে পাঁচশ টাকা আদায় করে দিন। একটা ঠগ্-সহেব আমার পাঁচশ টাকা হজম করে দেবে এতো ভাল কথা নয়? তাই এলুম—আপনাকে মনে করিয়ে দিতে।

কমল॥ সায়েব নয়, তোমার ঐ টাকা আমিই হজম করেছি!

মন্টু ॥ [হো হো করে হেসে] আজও আপনি আপনার সেই রগুড়ে স্বভাবটি ছাড়তে পারেন নি জামাইবাবু! যাই-হোক, সায়েবটা কবে আমার টাকা ফেরৎ দেবে বলুন?

কমল ॥ আমিই খবর দেব।

মন্টু ॥ একই ব্যাপার হ'ল, কিন্তু কবে?

কমল ॥ দেখি কবে পারি।

মন্টু ॥ বেশী দেরী করবেন না।

কমল ॥ না। দক্ষিণ দরজার বাগানটা বেচতে যতটুকু দেরী হতে পারে তার বেশী না।

[ইতিমধ্যে কেতকী প্রবেশ করে বলে]

কেতকী ॥ বাবা, ঘরে আপনার চা দিয়েছি, এখানে এনে দেব কি?

কমল ॥ না মা, আমিই যাচ্ছি। [প্রস্থান]

সুধাময়ী ॥ ইনি তোমার মাস্‌শাশুড়ী হন—প্রণাম কর।

[কেতকী প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়]

মন্টু ॥ [আশীর্ব্বাদ করে বলেন] জন্ম এয়োস্ত্রী হও। বউয়ের চোখ মুখ দেখে কেমন যেন মনে হচ্ছে দিদি! কোন অসুখ বিসুখ নয় তো?

সুধাময়ী ॥ না মন্টু।

মন্টু ॥ তবে কি ছেলেপিলে হবে?

সুধাময়ী ॥ হ্যাঁ।

[কেতকী সেখান থেকে লজ্জায় চলে যাচ্ছিল—সুধাময়ী বলেন]

—কেতকী, তোমার মাসীমার জন্যে চা নিয়ে এস।

মনু॥ না না, তোমাকে আর কষ্ট করে আনতে হবে না বউমা, আমিই যাচ্ছি।

[কেতকী চলে যায়]

—হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার ছেলে আর মেয়ের বিয়ের খবর সময় মত পেয়েছিলাম দিদি। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, বিয়েতে আসতেই পারলুম না। গাড়ীটা খারাপ হয়ে পড়ে রইল। বাসনাকে আর তোমার ছেলের বউকে যে একটু সোনা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে যাব—ভগবান সে সুযোগও দিলেন না। তা, কোথায় বিয়ে দিলে ?

সুধাময়ী॥ তুই হয়ত চিনতে পারবি মিনু, এলাহাবাদের পার্থবাবুর ছেলের সঙ্গে।

মনু॥ বল কি দিদি ? তারা যে মস্ত বড়লোক। তা, বউ আনলে কাদের ঘর থেকে ? কার মেয়ে ?

সুধাময়ী॥ খড়দার রামকানাইবাবুর ভাগ্নী।

মনু॥ [সবিস্ময়ে] এ্যাঁ! বল কি ? একটা কাণ্ডই করেছ দিদি। রাজ-রাজড়ার ঘরে কাজ করেছ। তবে কি জান, রামকানাইয়ের বুদ্ধি শুদ্ধি সুবিধের নয়, বড্ড জেদি বড্ড এক রোখা, তবে টাকার কুমির। ঘরে কোন ছেলেমেয়ে নেই যে, ওকে একটা সুপরামর্শ দেবে। নইলে আমার ভাসুরপো অজয়ের সঙ্গে ওর ভাগ্নীর বিয়ের কথা হয়েছিল—তা, সেখানে বিয়ে না দিয়ে এখানে ভাগ্নীর বিয়ে দিল কি দেখে ? দেখা হলে রামকানাইকে দেব মিষ্টি-মিষ্টি দু'কথা শুনিয়ে।

[মন্নুর কথা শুনে সুধাময়ী ভয় পান। প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বলেন]

সুধাময়ী ॥ চল মন্নু, ঘরে চল।

মন্নু ॥ হ্যাঁ চল।

[দেখা যায় উভয়ে ঘরে প্রবেশ করেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিঃ চৌধুরীর শয়ন কক্ষ।

[ঘরের মধ্যস্থলে সিঙ্গেল বেতের খাট, একপাশে ইজি চেয়ার। ঘরটি বেশ ছিমছাম। ঘরের মধ্যস্থলে কাজরীর মায়ের একটি বড় ছবি। ছবিটি আজ ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। তখন বৈকাল। মিঃ চৌধুরী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করেন, তারপর ছবিটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে আপন মনে বলতে থাকেন।]

চৌধুরী ॥ দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে গেল। কাজরীর কাছে কোন অনুরোধ-ই টিকল না। নিজের জীবনের শুভদিনটা সে নিজেই বেছে নিল। কিন্তু আজকের এই শুভদিনে শুভ সূচনার কোন ইঙ্গিত নেই। শাঁখ বাজল না—উলু পড়ল না কোন আত্মীয়-স্বজন এলো না—বাড়ীতে কোন কোলাহল হল না। নিঃশব্দে সব হ'ল, নিস্তব্ধ পুরীতে চুপি চুপি দুটি জীবনের মিলন হ'ল। আশীর্ব্বাদ কর, তুমি ওদের আশীর্ব্বাদ কর—ওরা যেন সুখী হয়।

[কথাগুলি বলে মিঃ চৌধুরী চোখে রুমাল দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে কাজরী ও অতীনকে আসতে দেখে বলেন]

চৌধুরী ॥ তোমার মাকে প্রণাম কর কাজরী।

[কাজরী ও অতীন প্রণাম করে]

—অতীন, একটা কথা তোমায় বলব বলব মনে করেও বলতে পারিনি। যদি কিছু মনে না কর, তাহলে—

অতীন ॥ বেশতো—বলুন।

চৌধুরী ॥ সঙ্কোচ, লজ্জা, সব-কিছু ত্যাগ করেই তোমায় বলছি, কিছু মনে করোনা বাবা।

অতীন ॥ না—না, মনে কি করব—বলুন না।

চৌধুরী ॥ আমাকে কথা দাও অতীন, আমার মেয়েকে তুমি কোনদিন অসম্মান করবে না।

অতীন ॥ নিতান্ত সংশয় আর ভুল ভয়ের জন্যেই আপনি একথা বলছেন। তবু আমি কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা কখনো কাজরীর অসম্মান হবে না।

চৌধুরী ॥ আমায় নিশ্চিন্ত করলে অতীন। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও। তোমাদের সংসার সুখের হোক।

[মিঃ চৌধুরী ঘর থেকে বেরোতে যাবেন এমন সময় অরুণ টেনিস-র‍্যাকেট হাতে নিয়ে খেলার বেশভূষায় চৌধুরীর সামনে আসে ও বলে]

অরুণ ॥ আজকের এই দিনটিতে তোমার ব্লেসিংস্ চাই বাবা।

[চৌধুরী ভয়ে চমকে ওঠেন]

চৌধুরী ॥ ব্লেসিংস্? তুমিও কি?—

অরুণ ॥ হ্যাঁ বাবা, আজ ফুজিকুরার সঙ্গে আমার ফাইট।

চৌধুরী ॥ [হেসে] ওহো, বেশ-বেশ !

[ঘর থেকে চলে যান]

[অরুণ মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে র‍্যাকেট সমেত হাতটি তুলে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।]

অতীন ॥ তোমার দাদা অদ্ভুত মানুষ।

কাজরী ॥ সত্যি। চল, বাবা বোধ হয় ও-ঘরে একলা আছেন। আজ বাদে কাল আমরা ক্যামাক ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে চলে যাব—বাবার সঙ্গে ততক্ষণ একটু গল্প করিগে।

তৃতীয় দৃশ্য

ক্যামাক্ ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাট

[বেশ ছিমছাম ঘরটি, জানালায় সুদৃশ্য পর্দা লাগান। ঘরে নানা রকম ফার্নিচার। কাজরীর হাতে আঁকা কয়েকটি ছবি। ফুলদানিতে ফুল সাজান। ঘরে কেউ নেই। ইতিমধ্যে ভাগবত ঝাড়ন হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে আসবাব পত্র মুছতে থাকে ও আপন মনে গজগজ করে]

ভাগবত ॥ এ বাড়ীতে কাজ করতে এসে হয়েছে এক জ্বালা, আগে তো দেখতুম এক পাৎলা-বাবু, এখন আবার সঙ্গে জুটেছে এক ফুলো-বাবু, তিনি তো এসে আর নড়তে চান না।

[ইতিমধ্যে অসিত ও গাঙ্গুলীর প্রবেশ]

অসিত ॥ তোমার দিদিমণি কোথায় ভাগবত ?

ভাগবত ॥ আজ্ঞে ঘরে, ডেকে দিচ্ছি। [প্রস্থান]

গাঙ্গুলী॥ কোনরকমে যদি চাবিটা হাতে গছাতে পার, তাহলেই জানবে—

অসিত॥ কিন্তু চাবিটা যদি না নেয়—রিফিউজ করে, তাহলেই তো'এক বছরের ভাড়া হয়ে গেল।

গাঙ্গুলী॥ আরে না-না, তোমার পাশেই তো আমি রয়েছি, অত ভাবছ কেন?

[কাজরীর প্রবেশ]

কাজরী॥ কি ব্যাপার অসিত?

অসিত॥ সেদিন তোমাকে বলে গিয়েছিলাম যে, তোমাদের পাশের ফ্ল্যাটটা যদি ভাড়া পাওয়া যায় তো নেব। তা লাকিলি পেয়ে গেছি।

কাজরী॥ কি দরকার ছিল শুধু শুধু ওটা নেবার? আমরা তো মাত্র দুটো প্রাণী, এই তো বেশ চলে যাচ্ছে।

অসিত॥ না না না, এভাবে তোমাকে ক্ষুদ্র হয়ে থাকতে দিতে আমি কখনোই রাজী নই—।

গাঙ্গুলী॥ হাজার হোক, আর্টিস্ট হিসেবে এখন আপনার ইন্টারনেশানাল ফেম হতে চলেছে, গ্রেট আর্ট সোসাইটির এখন আপনি সেক্রেটারি। গুণমুগ্ধ বন্ধু হিসেবে অসিত আপনার জন্য যা করতে চাইছে তাতে বাধা দিলে ওর মনে কষ্ট হবে।

কাজরী॥ আমার জন্যে আজে বাজে পয়সাগুলো খরচ না করে আমার একটা চাকরি জুটিয়ে দাও না কেন অসিত।

অসিত॥ কি বলছ কাজরী? না-না, চাকরি যোগাড় করে দিয়ে তোমার শিল্প প্রতিভাকে গলা টিপে মারতে পারবনা।

গাঙ্গুলী॥ ঠিকই তো।

কাজরী॥ তাহলে না হয় আর একটা আর্ট একজিবিশন অর্গানাইজ কর। তাতে কিছু ছবি বিক্রী হলেও আমার অনেক উপকার হবে।

অসিত॥ আর্টের প্যাট্রন হিসেবে এটুকু সুযোগ না হয় আমায় দিলে কাজরী। [কাজরীর হাতে চাবি দিল] এক বছরের ভাড়া এডভান্স দিয়ে দিয়েছি। গোটা কতক ভাল ফার্নিচার-এর অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আজ কালের মধ্যে এসে পড়বে। আমি নিজে এসে সাজিয়ে দিয়ে যাব। আচ্ছা, তাহলে চলি কাজরী।

[গাঙ্গুলী ও অসিতের প্রস্থান]

[কাজরী ড্রয়ারে চাবি রেখে দেয়, পরে গান ধরে]

গান

তারায় তারায় লেখা হল কবিতা
মিলনের আকাশে
মোদের মন্দির স্বপনের আভাসে
কত যে বাসনা জড়ানো মনে মনে
সুরভি হ'ল সে গোলাপের বনে বনে
তারই আলাপন দোলে সারাক্ষণ
দিশাহারা বাতাসে।

ক'য়োনাকো কথা নীরবে
কাটুক রাতি
দেহের দেউলে জ্বালো পরশের বাতি
পরাণের বেণু পরানের বীণা
(হোক) সুরে সুরে বাঁধা সে।

[গানের মধ্য ফটো হাতে অতীনের প্রবেশ, ফটোটি অতীন ও কাজরীর। অতীন ফটোটি একটি টেবিলের ওপর রাখে এবং দু'দিকে দু'টো ফুলদানি বসিয়ে দেয়]

[গান শেষ]

কাজরী॥ কোথায় গিয়েছিলে?

অতীন॥ [ঠিক-ঠাক করতে করতে] এ দুটো আনতে।

[ফটো রেখে বলে]

অতীন॥ এ জীবন তোমার বোধহয় খুবই নতুন লাগছে কাজরী।

কাজরী॥ জীবনটা কি আর এমন নতুন হ'ল যে, নতুন লাগবে?

অতীন॥ নতুন হ'ল না?

কাজরী॥ তুমি কি এই প্রথম আমার হাত ধরলে যে, নতুন লাগবে? হ্যাঁ শোন, একটা কথা তোমায় বলা হয়নি—

অতীন॥ কি কথা?

কাজরী॥ ঐ পাশের ফ্ল্যাটটাও ভাড়া নেওয়া হ'ল।

অতীন॥ ঐ পাশের ফ্ল্যাটটা! কেন? কি দরকার?

কাজরী॥ অসিতের সাধ, তার সাধে কে বাধা দেবে বল!

অন্ততঃ আমার তো সাধ্যি নেই। অসিত ঐ ফ্ল্যাটের এক বছরের ভাড়া আগাম দিয়ে দিয়েছে। বলে গেল, নিজে এসে ঐ ফ্ল্যাট নিজের মনের মত করে বেষ্ট ফার্নিচার-এ সাজিয়ে দেবে। আমাদের এভাবে ক্ষুদ্র হয়ে থাকতে দিতে অসিত রাজী নয়।

অতীন॥ সবই তো বুঝলাম। কিন্তু পরের জিনিষ নিতে আত্মমর্য্যাদায় বাধছে কাজরী।

কাজরী॥ আত্মমর্য্যাদা? গ্রেট আর্ট সোসাইটির সেক্রেটারি করে ওরা আমায় কত বড় মর্য্যাদার আসন দিয়েছে তা জান? আর্ট-এর বিষয় নিয়ে জীমূত কি সুন্দর আলোচনাই না করেছে! ছবি দিয়ে আমার লাইফ স্কেচ ক'রে অত বড় পত্রিকায় ছাপিয়ে কি সম্মানই না আমায় দিয়েছে! মস্ত বড় জার্নালিষ্ট—চারটে মার্কিন পত্রিকার স্পেশাল করেসপণ্ডেণ্ট। যেমন লেখে, তেমনি চমৎকার গল্প করতে পারে। আর ঐ গাঙ্গুলী—মিঃ গাঙ্গুলীর কাছে পাঁচমিনিট ওর গল্প শুনলে তোমারও হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে। চমৎকার হিউমারের মানুষ।

[অতীন উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়]

— হঠাৎ আবার কি ভাবতে আরম্ভ করলে বলত?

অতীন॥ না-না ভাবব আবার কি? তোমার শ্রদ্ধার মানুষ, কৃতজ্ঞতার মানুষ, হাসিয়ে পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মানুষ যেখানে ভিড় করবে সেখানে আমি থেকে আর কি করব বল? আমি তো—

কাজরী ॥ কি ?

অতীন ॥ আমি হলাম শুধু তোমার ভালবাসার মানুষ।

কাজরী ॥ নিশ্চয়ই, সে কি আর বলতে হয়! শোন,- ঠিক করেছি কাল আমি বিজয়ার কাছে যাব।

অতীন ॥ তোমার ডাক্তার বান্ধবী বিজয়ার কাছে গিয়ে ও-কাণ্ডটা নাই-বা করলে কাজরী।

কাজরী ॥ কি যে বল ? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তাই নিজের জীবনের আনন্দটাকেও আনসেফ্ করে দিতে তোমার ইচ্ছে হয়েছে। আমার জীবনে ও-জিনিষ একটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

অতীন ॥ ভাল করে ভেবে দেখ কাজরী।

কাজরী ॥ ভেবে দেখেছি।

অতীন ॥ কি ভেবেছ ? জায়া জননী হবে—সন্তানকে প্রতিপালন করবে ?

কাজরী ॥ তুমি কি চাও এই বয়সে আমি বুড়ি হয়ে যাই। আমাদের জীবনটা একটা নার্শারী হয়ে উঠুক ?

অতীন ॥ বেশ! তাহলে যা ভাল বোঝ কর। আমি চললাম।

কাজরী ॥ এই তো এলে—আবার কোথায় চলেছ ?

অতীন জাহান্নামে।

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

অতীন ॥ হয়নি, তবে হতে চলেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

[ক্যামাক ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটের সিঁড়ির নীচের চাতাল। অজয়কে মত্ত অবস্থায় লেটার বক্সে লেখা নামগুলোর দিকে কি যেন পড়তে দেখা গেল। ইতিমধ্যে অতীন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। তাকে দেখে অজয় উল্লসিত ভরে বলে]

অজয় ॥ এই যে মিঃ বিশ্বাস।

অতীন ॥ একি! তুমি?

অজয় ॥ হ্যাঁ, আসতে হ'ল তোমারই খোঁজে। তারপর, এ পাড়ায় কতদিন এসেছ?

অতীন ॥ কিছুদিন হ'ল।

অজয় ॥ অনেক কষ্টে তোমার এড্রেস্ যোগাড় করেছি।

অতীন ॥ আমার এড্রেসে তোমার দরকার?

অজয় ॥ দরকার একটু আছে বৈ কি! নইলে কি আর হোটেল ছেড়ে এই বাদলার দিনে পথে বেরোই? তারপর, কোথায় চললে ব্রাদার?

অতীন ॥ সে খোঁজে তোমার দরকার? এই অবস্থায় এখানে আসতে তোমার লজ্জা হ'ল না? একটা কীর্ত্তি না করে ছাড়বে না, নাকি?

অজয় ॥ মানুষকে পথে বসাতে তুমি যে কীর্ত্তির ডিউক ওয়েলিংটন বাবা! আমি আর তারচেয়ে বেশী কীর্ত্তি কি

করব ! ছিঃ, ফাই অতীন, ফাই ! যে নারী তোমাকে লাইক্‌ করে না, তোমাকে হেট্‌ করে, সেই নারীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে, —ছিঃ ।

অতীন ॥ [বিরক্ত হয়ে] আস্তে কথা বল অজয় ।

অজয় ॥ আরো আস্তে, এঁ্যা—লজ্জা করছে বুঝি ?

[অজয় লজ্জায় জিভ্‌ কাটে, তারপর সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলে]

অজয় ॥ কোন চিন্তা করো না অতীন ।—কোন চিন্তা করো না ।

অতীন ॥ [ধমক দিয়ে] আমি কোন চিন্তাই করছি না । তুমি কি বলতে চাইছ তাই বল ।

অজয় ॥ বলতে চাইছি—এই অবাঞ্ছিত আনহ্যাপি মাদারহুড সহ্য করবার পাত্রী কেতকী নয় ।

অতীন ॥ এঁ্যা ?

অজয় ॥ হ্যাঁ, এবং সে বেচারার এ রকম একটা ন যজৌ ন তস্থৌ অবস্থা আমরাও সহ্য করতে রাজী নই । রামকানাই বাবুর সম্পত্তি বাগাবার জন্যে কেতকীর কাছে তুমি যে একটি বংশধর গছিয়ে রাখবে, সেটি আমরা হতে দিচ্ছি না ।

অতীন ॥ [ক্রুদ্ধভাবে] আমরা ! আমরা মানে কারা ?

অজয় ॥ সেটা আর বুঝতে পারলে না মিঃ ডন্‌ জুয়ান্‌ ? আমরা হলাম—মনুখুড়ী, পুলকমাসী আর আমি । অর্থাৎ প্রথমটি তোমার মায়ের বোন মাসি আর দ্বিতীয়টী পুলক মাসি, মানে রামকাইবাবুর খুড়তুতো শ্যালিকা আর তৃতীয়টি—ব্যাপারটা

কি জান, রামকানাইবাবু কেতকীর আবার বিয়ে দিতে চান। তাই পুলকমাসি কেতকীর বিয়ে দেবার ভার উপযাচিকা হয়ে নিয়েছেন। তাই বলছি, সাবধান! তুমি যে আবার হুট্ করে হাজির হয়ে কেতকীর মন ভাঙচি দিয়ে—

—তোর পায় পড়ছি দাদা, ওরকম চেষ্টাটি আর করিসনে। নেশার ঝোঁকে কথাটা মনে পড়ে গেল, তাই তোমায় খোঁজ করে বলে গেলাম।

[অজয়ের কথায় অতীন কি যেন ঘাড় হেঁট করে ভাবতে থাকে, অজয় তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে]

অজয়॥ এই তো দিব্যি চিন্তা করছ দাদু। ডোণ্ট ঘাবড়াও। She will be free. She will be free. Good bye.

অতীন॥ [রুদ্ধকণ্ঠে] শোন অজয়!

অজয় [ফিরে] ইয়েস, মিঃ ডন জুয়ান!

অতীন॥ তুমি কি শুধু এই খবরটাই আমার কাছে দিতে এসেছিলে?

অজয়॥ ইয়েস্, তাছাড়া মন্টু খুড়ি আমার সঙ্গে তার একটা বিয়ের নিগোসিয়েশান চালিয়েছেন কিনা! আমি তাকে বিয়ে করতে চাই, বীফোর ছ্যাট উই ওয়াণ্ট টু মেক হার ফ্রি—

[টলতে টলতে চলে যায়। অতীন কিছুক্ষণ সেইদিকে চেয়ে থাকে। তারপর কি ভেবে সেও অন্তদিকে চলে যায়]

পঞ্চম দৃশ্য

ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাট

[তখন বৈকাল। ভাগবত পাশের ঘর থেকে বলতে বলতে প্রবেশ করে]

ভাগবত ॥ বেশ ছিলাম বাবুর কাছে। এখানে চাকরি করতে এসে প্রাণ গেল—ঝাড়ু মার কাজের মাথায়। ফুল-দানীতে ফুল দেওয়া হচ্ছে, বাহার করে ঘর সাজানো হচ্ছে, আর ও-ঘরে শোবার বিছানা করে রেখেছে যেন মড়ার বিছানা।

[ভাগবতের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গটমট করে অরুণ ঘরে প্রবেশ করে ও বলে]

অরুণ ॥ ও, হরিবল্‌! আনবিয়ারেবল্‌! অসহ্য গরম—কোটটা নাও ভাগবত।

[ভাগবত তাড়াতাড়ি অরুণের কোটটা নিয়ে হ্যাঙ্গারে টাঙ্গিয়ে রাখে। অরুণ চেয়ারে বসে বলে]

অরুণ ॥ তারপর, এরা কোথায় ভাগবত ?

ভাগবত ॥ আজ্ঞে, দুজনেই বেরিয়েছেন।

অরুণ ॥ কোথায় ? সিনেমায় নাকি ?

ভাগবত ॥ আজ্ঞে, তা কি করে বলব ? দিদিমণি বেরুলেন দত্ত সাহেবের গাড়ীতে আর জামাইবাবু আজ এখনো অফিস থেকে ফেরেননি।

অরুণ ॥ তা এরা ফিরবেন কখন ?

ভাগবত ॥ ফেরার কথা তো কিছু বলে যান না— আমারই হয়েছে মুস্কিল, বাড়ী ফিরতে পারিনে। ওদিকে বৌটা সারারাত ভয়ে ভয়ে থাকে। যেদিন যিনি আগে ফেবেন, বলেন, খাবারটাকে ঢেকে রেখে চলে যাও। এক একদিন সকালে এসে দেখি কারুরই খাওয়া হয়নি, যেখানকার খাবার সেখানেই ঢাকা পড়ে আছে।

অরুণ ॥ [চিন্তিতভাবে] ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে মনে হচ্ছে ভাগবত।

ভাগবত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। পাশের ফেলাটটা ভাড়া নেবার পর থেকে যেন কী রকম কী রকম ঠেকছে।

অরুণ ॥ কি বকম ঠেকছে ভাগবত ?

ভাগবত ॥ সে সব কথা আপনাকে কি আর বলব। ওদিকেব কামবায় দত্ত সাহেব—সেই ফুলো বাবুটি, আরও কে কে যেন আসেন—অনেক রাত পর্যন্ত দিদিমণি তাদের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলেন আর জামাইবাবু এ ঘবে মুখ গোমড়া কবে বসে থাকেন।

অরুণ ॥ জামাইবাবু ওদিকের কামরায় যান না ?

ভাগবত ॥ আজ্ঞে না। বুঝলেন দাদাবাবু, আমার হয়েছে জ্বালা। এদিকেও মুখভার আবার বাড়ী গিয়ে দেখব আমার পরিবারেরও মুখ ভার।

অরুণ ॥ তোমার পরিবারের আবার কী হ'ল ?

ভাগবত ॥ আজ্ঞে বুঝতেই তো পাচ্ছেন দাদাবাবু, হাজার

হোক্ মেয়েছেলে—রাত করে ফিরলে সন্দেহ করে, আর যেদিন ফিরতে পারিনা সেদিনের তো কথাই নেই।

অরুণ॥ তোমার আর এখানে কাজ করে দরকার নেই ভাগবত, তুমি বরং আমাদের ওখানেই চল। এদের জন্যে তোমার সংসারে কি শেষে ভাঙন ধরবে!

ভাগবত॥ আজ্ঞে, এক এক সময় তাই মনে হয়। আবার ভাবি—মরুকগে যাক্, এদের কষ্ট হবে—শোবার ঘরে গিয়ে দেখে আসুন না দাদাবাবুর বিছানা পত্রের কি হাল হয়েছে? না দিদিমণি—না জামাই বাবু কেউ একবার বলেও না যে, আলমারী থেকে একটা চাদর বার করে বদলে দাও। ভেবে পাইনে, বিছানাটার ওপরই বা এত রাগ কেন?

অরুণ॥ ও তুমি বুঝবেনা ভাগবত, রাগ-অনুরাগ-বিরাগ।

ভাগবত॥ আজ্ঞে দাদাবাবু, রাগটা বুঝি কিন্তু পরের দুটো যা বললেন ও-দুটো বুঝতে পারিনে।

অরুণ॥ ও-দুটো বুঝতে পারবেও না। আচ্ছা ভাগবত, তুমি এদের খাবার টাবার ঢেকে রেখে যেতে পার, আমি আছি।

ভাগবত॥ খাবার আমি ঢেকে রেখেছি দাদাবাবু।

অরুণ॥ তবে আর কি—তুমি যেতে পার।

ভাগবত॥ আঃ—বাঁচলাম! আজ তবু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে পারব, রাগারাগির দায় থেকে বাঁচব।

অরুণ॥ হ্যাঁ, যাও।

[ভাগবত চলে যায়। অরুণ ঘরের ভেতর চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে থাকে। ঘর অন্ধকার হয়ে আসে, অরুণ আলো জ্বালে, এমন সময় কাজরী ও বিজয়া প্রবেশ করে]

অরুণ ॥ হ্যাঁ—ভাল কথা কাজরী, তোমাদের ভাগবতকে আজ আমি ছুটি দিয়েছি। তোমাদের সংসারে চাকরি করতে এসে সে বেচারীর বাড়ীর চাকরি তো যেতে বসেছে! শুনলাম, কোন দিন সে বাড়ী যেতে পায়, কোনদিন পায় না। বাড়ী যেদিন যায় তাও অনেক রাত করে। এই নিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে রোজই নাকি রাগারাগি হয়। এক সংসারের আগুন আর-এক সংসারে ছিটকে পড়বে এটা তো ভাল কথা নয়, এ বিষয়ে ওর উপরে একটু করুণা করিস।

[প্রস্থান]

কাজরী ॥ আয় বোস। ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল, নইলে তো ফিরেই যেতিস?

বিজয়া ॥ তা হয়ত যেতাম।

কাজরী ॥ তা যাক্, শুনছিলাম তুই নাকি ডাক্তারী ছেড়ে দিচ্ছিস?

বিজয়া ॥ হ্যাঁ।

কাজরী ॥ তা, তোর আর ভাবনা কিসের? বাপের একমাত্র মেয়ে—অগাধ সম্পত্তি। তাছাড়া, তোর ডাক্তারী ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তুই যা ভীতু! যেমন তুই তেমনি অতীন।

বিজয়া ॥ কেন, অতীনবাবু আবার কি করলেন?

কাজরী॥ ঠিকই তোরই মত। অতীনের একটুও ইচ্ছে ছিল না যে আমি তোর কাছে যাই—

বিজয়া॥ অতীনবাবুর আপত্তি ছিল?

কাজরী॥ আপত্তি বলে আপত্তি! তোরই মত কেঁপে কঁকিয়ে আমার হাত ধরে—

বিজয়া॥ [উঠে দাঁড়ায়] ও আচ্ছা, আমি যাই—

কাজরী॥ সেকি? এরি মধ্যে যাবি?

বিজয়া॥ হ্যাঁ।

কাজরী॥ তবে এসেছিলি কেন?

বিজয়া॥ সত্যি, কেন যে হঠাৎ চলে এলাম বুঝতে পারিনি।

[দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

কাজরী॥ আবার হঠাৎ কবে চলে আসবি বল?

বিজয়া॥ দেখি—

কাজরী॥ দেখি নয়—কবে আসবি বল?

বিজয়া॥ তা বলতে পাচ্ছি না।

কাজরী॥ একটা ছুটীর দিন দেখে আসিস, কেমন?

বিজয়া॥ দেখি—

[প্রস্থান। কাজরী এসে কৌচে বসে। অতীন 'ভাগবত' বলে ডাক দিয়ে প্রবেশ করে ও কাজরীকে বসে থাকতে দেখে প্রস্থান করে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[কমলবাবুর বাড়ীর ভিতরকারের সেই দালান। তখন বৈকাল। কমলবাবু বেঞ্চিতে বসে ছিলেন, পাশে সুধাময়ী।]

সুধাময়ী॥ নাতি নাতনী যাই হোক না কেন, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তো?

কমল॥ তুমি এখন থেকেই ভাবনা সুরু করেছ নাকি?

সুধাময়ী॥ তা ভাবছি বৈকি! তুমি সেদিন মন্নুর কাছে দক্ষিণ দরজার বাগানটা বেচে দেবার কথা যখন বললে তখন আমার একটুও ভাল লাগেনি।

কমল॥ তাত লাগেনি। কিন্তু তোমার বোনের দেনাটা শোধ করতে হবে তো?

সুধাময়ী॥ পাঁচশ টাকার জন্যে অতবড় বাগানটা বেচার দরকার হয়না। গাছ-জঙ্গলগুলোকে বেচে দিলেই তো হয়।

কমল॥ বেশ! তাই না হয় দেব। দেখি গাছপালা জঙ্গল বেচে যদি তোমার বোনের দেনাটা শোধ করতে পারি।

সুধাময়ী॥ ছাখ, এবার কিন্তু একটা ঝি রাখতে হবে, কেতকীকে আর বেশি খাটতে দেওয়া হবে না।

কমল॥ হ্যাঁ—তা বেশ তো!

সুধাময়ী॥ আর—একটা গরু কিনলে কেমন হয়?

কমল॥ ভালই হয়। কিন্তু এত ভাল ভাবতে কেমন যেন ভয় ভয় করছে আর একটু আশ্চর্য্যও লাগছে সুধা। জগতের যত নিয়ম আর অনিয়মের পরীক্ষা করবার জন্যে ভগবান যেন এ বিশ্বাস বংশটাকে আর এই ভাঙাবাড়ীর অদৃষ্টটাকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু—

[কমলবাবুর কথা ফুরোয়নি সেই সময় কেতকী একজন প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গে বাড়ী ফিরল। নাম ডাঃ পুলকিতা দেবী। প্রৌঢ়ামহিলার হাতে একটা ব্যাগ, গায়ে সুদৃশ্য লেসের কাজ করা জামা, বিনা পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ী আঁট-সাঁট করে পরা। কমলবাবু ও সুধাময়ীর সামনে এগিয়ে এসে পা ঠুকে প্যারেডের হল্টের মত একটা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে পড়েন ও বলেন]

ডাঃ পুলকিতা॥ এই যে, আমার পরিচয় আমি সংক্ষেপে দিচ্ছি। আমি ডাঃ পুলকিতা দে। কেতকীর মামীর খুড়তুতো বোন। Do you follow gentleman and lady ?

কমল॥ বুঝেছি, বসুন।

পুলকিতা॥ থ্যাঙ্ক্‌স! বসবার এখন সময় নেই। দেখুন, রামকানাইবাবুর একটা মিস্‌ফরচুন এই যে, ওঁকে একটা সুপরামর্শ দেবার মত ফেয়ারসেফ্‌স ওঁর বাড়ীতে নেই। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই ডাকতে বাধ্য হয়েছেন।—

—Thank you very much. যাই হোক্, মনুকে দিয়ে তবু যথাসময়ে রামকানাই বাবুকে সমস্যার খবরটা আপনারা জানিয়েছেন। দেরি করলে ভুল হ'ত।

কমল॥ [সবিস্ময়ে] মনু? কোন্ মনু?

পুলকিতা॥ মনু—মানে, যিনি আপনাদের রিলেশান এবং আমাদেরও।

কমল॥ কিন্তু রামকানাই বাবুকে কোন খবর দেবার জন্যে তো মনুকে আমরা বলিনি।

পুলকিতা॥ মোট কথা, মনু জেনেছে তাই রামকানাই বাবুও জানতে পেরেছেন। [কেতকীর দিকে চেয়ে] কুইক কেতকী কুইক, সময় নষ্ট করে লাভ নেই—যাও তৈরী হ'য়ে চলে এস। হারি আপ। [কেতকী ঘরের দিকে চলে যায়।]

কমল॥ কেতকী কোথায় যাবে?

পুলকিতা॥ আমার সঙ্গে আমার ক্লিনিকে যাবে। আমি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব, কোন চিন্তা করবেন না।

সুধাময়ী॥ [ক্ষুব্ধভাবে] না, কেতকী যাবে না।

পুলকিতা॥ No—no—no—Madam. আপনার ভুল ধারণা। কোন চিন্তা করবেন না। কেতকী রাজী হয়েছে। ওকে ফ্রি করতে পারলেই মনুর ভাসুরপো অজয়ের সঙ্গে আবার বিয়ে দেওয়া হবে। রামকানাই বাবুর কাছ থেকে সমস্যাটা জানতে পেরে আজ দুপুরে সোজা ওর স্কুলে গিয়ে ওকে পাকড়াও করেছি। বেশী বোঝাতে হয়নি। মেয়েটার very strong commonsense.

কমল। কি বললেন—কেতকী রাজী হয়েছে?

পুলকিতা॥ ইয়েস স্যার, রাজী না হওয়ার তো কোন কারণ নেই। এরকম ফুলিশ মাদারহুডের কোন অর্থ হয় না।

কমল॥ আপনি একী সব বিশ্রী কথা বলছেন?

পুলকিতা ॥ ঠিকই বলছি। স্বামী ছাড়বে অথচ সেই স্বামীরই প্রতিনিধি আজীবন বোকার মত বইবে—এতো হ'তে পারে না কমলবাবু! She must be free. এই ব্যবস্থার কথাটা আপনাদের জানাবার ভার কেতকী আমারই ওপর দিয়েছে, তাই আসতে হ'ল। নইলে স্কুল থেকে কেতকীকে নিয়ে সোজা আমার বান্ধবীর ক্লিনিকে চলে যেতাম।

[ইতিমধ্যে স্কুলের খাতা-পত্র ও পায়ের জুতো খুলে রেখে কেতকী আসে। তাকে দেখে পুলকিতা বলেন]

পুলকিতা ॥ রেডি কেতকী? [কেতকী নিরুত্তর]
[পায়ের দিকে চেয়ে] একি! জুতো খুলে এলে যে!

কেতকী ॥ [দৃঢ়স্বরে] হ্যাঁ।

পুলকিতা ॥ তার মানে?

কেতকী ॥ আমি যাব না পুলকমাসি।

পুলকিতা ॥ যাবে না?

কেতকী ॥ না।

পুলকিতা ॥ হোয়াট? বোকামী করো না কেতকী, কী বলছ পাগলের মত?

কেতকী ॥ ঠিকই বলছি পুলকমাসি; সোনা ফেলে, কিছুতেই আমি আঁচলে গেরো দিতে পারব না— আমার জিনিস আমি হারাতে পারব না।

পুলকিতা ॥ তোমার জিনিষ? ছিঃ, এরকম বাজে কথা কোন পাগল মেয়েও বলে না। যে স্বামীকে ভালবাসতে পারলে না, আদালতে দরখাস্ত করে যাকে সরালে, তারই সঙ্গে সম্পর্কে—

কেতকী। [বাধাদিয়ে] কি বলছেন আপনি? স্বামীকে ছাড়িনি পুলকমাসি।

পুলকিতা॥ স্বামীকে ছাড়নি?

কেতকী॥ না ছাড়িনি। স্বামী হ'তে জানে না এরকম একটা লোককে ছেড়েছি। আপনি যান—আপনি যান—আমি যাব না আপনার সঙ্গে—দোহাই আপনার, আপনার দুটি পায় পড়ি।

পুলকিতা॥ তাহলে তুমি যাবে না?

কেতকী॥ না—না—না।

পুলকিতা॥ তাহলে তুমি যাবে না?

কেতকী॥ না না না। কতবার বলব? কেন আপনি স্কুল থেকে আমায় বিরক্ত করছেন?

[পুলকিতা হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে তারপর বলেন]

পুলকিতা॥ আচ্ছা, কিন্তু মনে রেখো কেতকী, এরকম বোকামির ফলভোগ তোমায় একদিন করতেই হবে।

কেতকী॥ করব। কিন্তু সন্তানকে হারিয়ে আমি চালাক মা হতে পারব না। আমি সত্যি কারের মা হ'তে চাই পুলকমাসি—আমি সত্যি কারের মা হ'তে চাই—

কমল॥ [সস্নেহ কেতকীর মাথায় হাত দিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন] হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি সত্যিকারের মা-ইতো—তুমি যে আমার মা, জননী—মা জননী।

[সুধাময়ী আঁচলে চোখ ঢাকেন। ঘাড় হেঁট করে পুলকিতা বেরিয়ে যান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ক্যামাক্‌ ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাট।

[কাজরী বসে আছে। ইতিমধ্যে অসিত, গাঙ্গুলী আর জীমূত পর্দা ঠেলে প্রবেশ করে। কাজরী অভ্যর্থনা করে বলে]

কাজরী ॥ এই যে, আসুন আসুন। বসুন।

অসিত ॥ তুমি আর একটা আর্ট একজিবিশনের কথা ভাবছ বলে একেবারে দল-বল নিয়ে এসে হাজির হলাম।

কাজরী ॥ বেশ করেছেন। যাক্‌, তা হলে গ্রেট আর্ট সোসাইটির আমরা সকলেই যখন উপস্থিত হয়েছি তখন আলোচনা করে স্থির করা হোক, কবে এবং কোথায় এবার আমরা আর্ট একজিবিশন করব।

জীমূত ॥ রাখুন আপনার আর্ট একজিবিশন, আপনিই তো মূর্ত্তিমতী আর্ট!

কাজরী ॥ বাঃ, বেশ বললেন! না না, এরকম ফাঁকির কথা দিয়ে পাশ কাটার চেষ্টা করলে হবে না।

অসিত ॥ তুমি কি সত্যিই আজও বিশ্বাস করতে পারলে না কাজরী যে; তুমিই হ'লে আমাদের—

কাজরী ॥ [মুখে রুমাল ছুয়ে ভুরু কুঁচকে] কি?

অসিত॥ তুমিই হ'লে আমাদের আসল ইন্সপিরেশন।

গাঙ্গুলী॥ [অভিনয়ের ভঙ্গিতে] আপনি কি দেখতে পান না কাজরী বিশ্বাস, আমাদের অসিত ভায়ার হাসির ভেতরে অশ্রু ঝরঝর করে ?

কাজরী॥ কিসের অশ্রু ?

গাঙ্গুলী॥ হিংসের অশ্রু।

কাজরী॥ হিংসে! কার ওপর হিংসে ?

গাঙ্গুলী॥ অতীনবাবুর সৌভাগ্যের ওপর।

কাজরী॥ মিথ্যে ঠাট্টা করে লাভ কি ?

অসিত॥ একটুও মিথ্যে নয়।

জীমূত॥ ঠাট্টাও নয়।

গাঙ্গুলী॥ আমি ঠাট্টার ভঙ্গীতে কথাটা বলেছি বটে, কিন্তু খুব সতিকথা বলেছি।

অসিত॥ গেলবারে এই সময়ে তোমার জন্মদিনের উৎসব হয়েছিল না কাজরী ?

কাজরী॥ হ্যাঁ। মনে রেখেছ দেখছি।

অসিত॥ এবার কি আমাদের বাদ দিলে ?

কাজরী॥ না। বাদ দিইনি—আর তারিখটাও পেরিয়ে যায় নি। আমার জন্মদিন হচ্ছে আসছে কাল।

অসিত॥ তা হলে তো আর সময় নেই গাঙ্গুলীদা, একজিবিশনএর কথা আমরা পরে ভাবব। আগে কাজরীর জন্মদিনের উৎসবটা আমরা ভাল ভাবে করি। তারপর তোমার—

অসিত—কোন কথা আমরা শুনব না কাজরী। এবার তোমার জন্মদিনের উৎসবের ভার আমরাই নিলাম।

কাজরী॥ [হেসে] তা বেশ তো!

গাঙ্গুলী—A Steamer trip to Diamond Harbour.

অসিত॥ A trip to the moon হলেও ভাল ছিল। তা যাক্, যা হবে তাই করা যাক্ গাঙ্গুলীদা, একটা হোটেল-টোটেল—

গাঙ্গুলী॥ হোটেল মেটকাফ্ আমার হাতেই রয়েছে। এখনি একবার ফোন করে—

অসিত॥ না না, ফোন-টোন নয় গাঙ্গুলীদা। আজই গিয়ে আমরা হোটেল এনগেজ করে ফেলি।

গাঙ্গুলী॥ খুব ভাল কথা। তাহলে চল।

[সকলে সোৎসাহে উঠে দাঁড়ায় ও প্রস্থান করে]

[কাজরী প্রস্থানোন্থত, অরুণের প্রবেশ]

অরুণ—এই যে কাজরী! শোন্, যে জন্যে এসেছি আমি। কাল তোর জন্মদিন, বাবা বলে দিয়েছেন এখানে কোন হ্যাঙ্গামা করিস না, যা কিছু সব ওখানেই হবে।

কাজরী॥ কিন্তু আমার পক্ষে কাল ওখানে যাওয়া তো সম্ভব নয় দাদা।

অরুণ॥ কেন?

কাজরী॥ গ্রেট আর্ট সোসাইটির মেম্বাররা আমার জন্মদিন উপলক্ষে কাল একটা ফাংশান অরগানাইজ করেছেন।

অরুণ ॥ [কিছুক্ষণ কাজরীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে তারপর বলে] জন্মদিনে গ্রেট আর্ট সোসাইটির বন্ধুদের উৎসবের চেয়ে বাবার আশীর্বাদ অনেক বড় কাজরী।

কাজরী ॥ মিথ্যে উপদেশ দিয়ে লাভ নেই দাদা, আমি যেতে পারব না।

অরুণ ॥ [উত্তেজিত ভাবে] কি বললি ? মিথ্যে উপদেশ ! [নিজেকে সামলে নিয়ে] না না, তুই ঠিক বলছিস—আর তোকে মিথ্যে উপদেশ দিতে আসব না বোন। ভালই হ'ল, কথাটা জানিয়ে দিলি।

[দুঃখিত ভাবে প্রস্থান]

[কাজরী রেডিওটা খুলে চুপচাপ বসে থাকে, রেডিওর গান তার ভাল লাগে না। বিরক্তভাবে রেডিও বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে অতীন কাজরীর জন্মদিনের জন্য কতকগুলি ফুল ও খাবারজিনিষ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। কাজরী আড়চোখে দেখে রেডিওটা বন্ধ করে বলে]

রেডিওর গান

মালার আড়ালে জ্বালা কেন
হাসির আড়ালে আঁখি জল
কাঁটার শয়নে কেন ফোটে
রাঙ্গা গোলাপের দল।
আলোর আড়ালে কেন আঁখি
সুখ ভুলে কেন দুখ সাধি
অনুরাগ কেন অকারণে
অভিমানে ছল ছল।

মিলন মিলায় বিচ্ছেদ—
ভালবাসা কাঁদে, সেই খেদে
সুধা চেয়ে দেখি, শুধু বিষে
পেয়ালাটি উচ্ছল।

কাজরী ॥ কি নিয়ে এলে ওগুলো?

অতীন? কাল তোমার জন্মদিন, তাই—

কাজরী ॥ জন্মদিনের উৎসব এবার এ বাড়ীতে হবে না।

অতীন ॥ তাহলে কি তোমাদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে হবে?

কাজরী ॥ না, সেখানেও নয়।

অতীন ॥ তবে কি ঐ পাশের ফ্লাটে?

কজরী ॥ ঐ পাশের ফ্লাটটার ওপর তোমার যত আক্রোশ—

অতীন ॥ না না, আক্রোশ হবে কেন? এখানেও হবে না তোমাদের বাড়ীতেও হবে না—তবে কোথায় হবে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

কাজরী ॥ তা হলে শোন, এবার আমার জন্মদিন হবে হোটেল মেটকাফে। তারপর ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত ষ্টীমার ট্রিপ্।

অতীন ॥ তোমার কালচারের বন্ধুরা বোধহয় এই উৎসব অর্গানাইজ করেছেন?

কাজরী ॥ সেটা আর জিগ্যেস করছ কেন? হ্যাঁ শোন, কাল আমার ফিরতে রাত হতে পারে, তুমি একটু সকাল-সকাল বাড়ী ফিরো।

অতীন ॥ এ আদেশের অর্থ ?

কাজরী ॥ ঘরে অনেক দামী ও দরকারী জিনিষ আছে।

অতীন ॥ [ম্লানহেসে] ও তাই বল ! তোমার যত দামী আর দরকারী জিনিষ পাহারা দেবার জন্যে আমায় ফিরতে হবে।

কাজরী - তোমার মনে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলে কখনই এরকম প্রশ্ন করতে পারতে না।

অতীন ॥ কৃতজ্ঞতা ?

কাজরী ॥ হ্যাঁ। তোমার জন্যে আমাকে অনেক নীচে নামতে হয়েছে, অনেক এমবিশন—অনেক প্রসপেক্ট ছেড়ে দিতে হয়েছে। লোকের চোখে আমাকে অনেক ছোট হতে হয়েছে—অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

অতীন ॥ সত্যি কথা বলতে গিয়ে একটা ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে ফেললে কাজরী।

কাজরী ॥ কি বললে ? মিথ্যে বললাম ?

অতীন ॥ হ্যাঁ। সত্যি কথাটা হ'ল—তুমি অনেক বড় বড় প্রসপেক্ট ছেড়ে দিয়ে অনেক নীচেয় নেমে আর ছোট হয়ে আমাকে বিয়ে করেছ।

কাজরী ॥ সে কথা মনে মনে স্বীকার করতে পারছ কি

অতীন ॥ খুব পারছি। কিন্তু তোমার ভয়ানক মিথ্যে কথাটা এই যে, তুমি আমার জন্যে নীচে নেমেছ। কিন্তু আমি জানি আমার জন্যে তুমি নীচে নামনি, নেমেছ তোমার নিজের জন্যে।

কাজরী ॥ কী বললে? আমার জন্যে আমি নীচে নেমেছি?

অতীন ॥ হ্যাঁ, নেমেছ বৈকি। তুমি স্বামী চাওনি, তুমি
চামার খেয়ালের দাবী মেটাতে চেয়েছিলে।

কাজরী ॥ অমন অভদ্র কথা তুমি মুখে আনতে পারলে?

অতীন—এর চেয়ে ভদ্রভাবে কথা বলা সম্ভব হ'ল না
াজরী। তার জন্যে আমি দুঃখিত।

[অতীন জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, কাজরী বিরক্ত হয়ে উঠে
র্দাঠেলে পাশের ঘরে চলে যায়। অপর পর্দা ঠেলে অজয় উঁকি মারে
বলে]

অজয় ॥ How are you my dear boy? May I
ome in? সন্ধ্যাবেলায় কোন এনগেজমেণ্ট নেই, চুপ
প একাএকা কি ভাবছ?—প্রেয়সী অথবা পুত্রের কথা?

অতীন—পুত্র?

অজয় ॥ By jove, you have got a nice baby.

অতীন ॥ Baby?

অজয় ॥ হ্যাঁ? কিছুদিন হ'ল কেতকীর একটা ছেলে
য়েছে যে—এতবড় খবরটাও তুমি রাখ না!

অতীন ॥ না রাখি না। যার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক
নই তার কোন খবর রাখাও অমি প্রয়োজন মনে করি না।
মার এ খবরটা তুমি বাড়ী বয়ে না দিয়ে গেলেও পারতে।

অজয় ॥ বাপ হয়েছ, সন্তানের খবর পেয়ে আমায়
কাথায় একটা ধন্যবাদ জানাবে, তা নয় আমার ওপর
বিরক্ত হচ্ছ?

অতীন॥ হ্যাঁ, হচ্ছি। এ রকম মত্ত অবস্থায় তোমা
এখানে আসা উচিত হয়নি।

অজয়। মত্ত অবস্থা বলেই তো উচিত-অনুচিতের কং
না ভেবেই চলে এসেছি। আচ্ছা আসি। বাই বাই।

[অজয় চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে কাজরী ঘরে পর্দা ঠেলে প্রবেশ কং
বিরক্ত হয়ে বলে]

কাজরী॥ ও লোকটা কে?

অতীন—জানি না।

কাজরী॥ তবে ও এখানে কেন এসেছিল?

অতীন॥ একটা খবর দিতে।

কাজরী॥ লোকটা বদ্ধ মাতাল।

অতীন॥ সাহেবপাড়ায় সন্ধ্যেবেলায় হামেশাই ে
অনেক লোককে ওরকম দেখা যায়, ও আর এমন বো
কি?

কাজরী—আজকাল খোঁচা না দিয়ে তুমি যেন কথা বলে
পার না!

অতীন॥ খোঁচা? খোঁচা দিয়ে আবার কি বললুম!

কাজরী॥ বললে বৈকি! কিন্তু মনে রেখ, তারা অতী
বিশ্বাস নয়। তাদের কালচার আছে পার্সোনালিটি আছে

অতীন॥ আছে বৈকি! আর সেই সঙ্গে টাকাও আে
—অনেক টাকা।

কাজরী॥ এ তোমার হিংসে। টাকার জন্যে ওরা ব
নয় অতীন।—আর টাকার জন্যে ওদের আমি শ্রদ্ধা করি না

‍্ধা করি ভাল কাজে টাকা ঢেলে দেবার মত ওদের রুচি াছে বলে।

অতীন॥ শেষ পর্য্যন্ত ঐ একটি কথায় এসে পৌঁছতে চ্ছে কাজরী—টাকা-টাকা-টাকা। শোন কাজরী, তুমি ময়ে হয়েও মনটাকে মেয়ে করতে পারনি।

কাজরী॥ তার মানে—কি বলতে চাইছ তুমি?

অতীন॥ যা বলতে চাইছি তা বুঝেও যদি বুঝতে না ার তাহলে আমি নাচার।

কাজরী॥ আমার কথাটাও তাহলে শোন। তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করছে।

অতীন॥ তাহলে যাও - স্নান করে এস—আমি যেমন রাজই স্নান করে ঘেন্না দূর করি।

কজরী॥ [সরোষে] ও, এই কথা! এটা স্বামীর মত কথা হ'ল?

অতীন। স্বামী কাকে বলে জানি না।

কাজরী॥ স্ত্রী কাকে বলে জান কি?

অতীন॥ জানি।

কাজরী॥ কাকে বলে?

অতীন॥ আমার ছেলেকে ভালবেসে বাঁচিয়ে রাখবে য মেয়ে।

কাজরী॥ তোমার ছেলে?

অতীন॥ হ্যাঁ। কেতকী আজ জননী।

কাজরী॥ ও বুঝেছি। কিন্তু যাকে জায়া বলে কোন-

দিন সম্মান দাওনি—আজ তাকে জননী বলে স্বীক
করছ ?

অতীন ॥ করছি।

কাজরী ॥ তার মানে বলতে চাও—কেতকী তোম
সত্যিকারের স্ত্রী।

অতীন ॥ ইচ্ছে করলে এ সন্দেহ করতে পার।

কাজরী ॥ তাহলে বল, তুমি কেতকীরই স্বামী ?

অতীন ॥ না, আমি তোমারও স্বামী।

কাজরী ॥ কি রকমের স্বামী ?

অতীন ॥ তুমিই যে রকমের স্ত্রী।

[কথা বলেই অতীন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়]

কাজরী ॥ [চিৎকার করে] তার মানে কি বলতে চ
তুমি ?

অতীন ॥ বুঝেও যদি বুঝতে না পেরে থাক তবে আ
নাচার।

কাজরী ॥ এই কথা ! যার অর্থের মুরোদ নেই তার
নীচতা আসে কোথা থেকে ?

অতীন ॥ নীচতা !

কাজরী ॥ নীচতা বৈকি ! যারা বন্ধু হিসেবে আমাদে
সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করে দিয়েছে তাদের লক্ষ্য ক
একথা বলতে তোমার মুখে বাধল না ?

অতীন ॥ কেন বাধবে ? পয়সা নেই বলে মনুষ্যত্বও
আমার নেই মনে কর ?

কাজরী ॥ বটে! এতদিন এ মনুষ্যত্ব ছিল কোথায়? শোন অতীন, তোমার মত একটা পঙ্গু মানসিক ব্যধিগ্রস্থ মানুষকে স্বামী বলে পরিচয় দিতে আমার ঘেন্না করছে।

অতীন ॥ ইচ্ছে করলে এ ঘেন্না তুমি দূর করতে পার—তার পথ খোলা আছে।

কাজরী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, করব—করব বৈকি! তাই বলে একটা কাদামাখা নোংরা মানুষকে সারাজীবন স্বামী বলে বয়ে নিয়ে বেড়াব নাকি? [পাশের ঘরে চলে যায়]

[অতীন ম্লান হেসে বেরিয়ে পড়ে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেটেল মেট্‌কাফের একটি কেবিন।

[কাজরীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে জীমূত আর গাঙ্গুলী এখানে এসে জুটেছে। পানাহারের বিপুল সমারোহ। সামনের টেবিলে স্তূপীকৃত খাবার, হুইস্কীর বোতল, গ্লাস, সোডার বোতল ইত্যাদি দেখা যায়। হোটেলের এ কামরাটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। জীমূত মদের গ্লাস মুখ থেকে নামিয়ে বলে]

জীমূত ॥ ব্যাপার কি গাঙ্গুলীদা? অসিত দত্ত কাজরীকে আনতে গেল তো গেলই! আমাদের এখানে বসিয়ে রেখে অন্য হোটেলে ঢুকে পড়ল না তো?

গাঙ্গুলী ॥ না না, এখনি এসে পড়বে।

জীমূত॥ কি জানি, কাজরীর ওপর অসিতের যেরকম টান, ওর জন্যে দু'হাতে যেরকম খরচ করছে—

গাঙ্গুলী॥ তা করছে। কিন্তু কেন করছে জান কি?

জীমূত॥ কেন বলত?

গাঙ্গুলী॥ আরে ব্রাদার, গোড়ার কথাটা জান না। হাজার হোক, তোমাদের চেয়ে বয়সে বড়, এই পৃথিবীতে তোমাদের চেয়ে কয়েক বছর আগেই এসেছি,—কাজেই তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি দেখেছি এটা স্বীকার কর তো?

জীমূত॥ সেকথা বলতে গাঙ্গুলীদা! তোমার এক্স-পিরিয়ান্সকে মোটেই অস্বীকার করা যায় না। আসলে ব্যাপারটা কি বলত?

গাঙ্গুলী॥ তাহলে বলি শোন। অসিত বরাবরই কাজরীকে পছন্দ করে। কাজরীর সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশায় অসিত মনে করেছিল দিনগুলো বোধ হয় তার এমনি আনন্দেই কেটে যাবে। বিধি বাম! হঠাৎ কাজরী অতীন বিশ্বাসকে বিয়ে করে বসল। অসিত বেশ মুসড়ে পড়ল। কাজরী যে কোন দিন বিয়ে করবে অসিত তা ভাবতেই পারেনি।

জীমূত॥ তারপর?

গাঙ্গুলী॥ অসিতকে তো জান? বিয়ের জালে জড়াতে সে রাজী নয়, অথচ কাজরীকে হারাতেও রাজী নয়। আমার কাছে পরামর্শ চাইলে, তারপর এই যে দেখছ এখন খাণ্ডব দাহন সুরু হয়েছে—এসব আমার প্ল্যানে।

জীমূত॥ বটে বটে। গাঙ্গুলীদা, কিন্তু এরপর?

গাঙ্গুলী॥ এরপর আর কি? এরপর যেটা সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। [মুখে মদের গ্লাস তুলল]

[ইতিমধ্যে অসিত দত্তর সঙ্গে কাজরী ঘরের দরজা ঠেলে আসে, সঙ্গে সঙ্গে অর্কেষ্ট্রার আওয়াজ ভেসে আসে।]

জীমূত ও গাঙ্গুলী। [এক সঙ্গে] এই যে আসুন।

গাঙ্গুলী॥ তারপর, এত দেরী হ'ল যে?

অসিত॥ সে সব কথা পরে শুনো গাঙ্গুলীদা। আজকের এই শুভদিনের সমস্ত আয়োজনকে অতীন বিশ্বাস একেবারে পণ্ড করে দিয়েছে॥

গাঙ্গুলী॥ তার মানে? অতীন বাবু কি আপনাকে অপমান বা বঞ্চনা বা ইতরামি—

অসিত॥ ঠিকই ধারণা করেছ গাঙ্গুলীদা। আজকের দিনে ওর জীবনে এই রকম একটা ট্র্যাজিডিই ঘটেছে।

বুঝেছি। কিন্তু এ বিষয়ে আর বেশী সাইকো-এনালিসিস্ না করে ওর জীবনের হ্যাপিনেস্ আর সম্মানের জন্যে এখন বাধ্য হয়ে ওঁর পক্ষে—

জীমূত॥ ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল।

অসিত॥ হ্যাঁ, কাজরীও তাই চায় এবং সে ব্যবস্থাই আমি করে এলাম। আজকের আমাদের প্রোগ্রাম থেকে ষ্টীমার ট্রিপটা আমি বাদ দিতে চাই গাঙ্গুলীদা।

গাঙ্গুলী॥ শুধু ষ্টীমার ট্রিপ কি বলছ অসিত! এই দুঃখটাকে ভোলবার জন্যে ড্রিঙ্ক ছাড়া আর আমরা আনুষ্ঠানিক কোন কিছুই করব না।

[দেখা গেল অসিত গ্লাসে মদ ঢেলে সোডা মেশায় ও বলে]

অসিত ॥ উঃ গাঙ্গুলীদা, আজকের এই আনন্দের দিনটা কী ভাবে যে কাটল, তা তোমায় কি বলব। সকালে কাজরীর টেলিফোন পেয়ে আমি তো ওর বাসায় গেলাম, গিয়ে দেখি ছেলেমানুষের মতন কাঁদছে। ওর মুখ থেকে সব কথা শুনে সেখান থেকে আমি ওকে নিয়ে উকিল বাড়ী গেলাম—দরখাস্ত ড্র্যাফট্ করিয়ে উকিলকে সঙ্গে নিয়ে কোর্টে গিয়ে ফাইল করে তবে ওর চোখের জল থামাতে পেরেছি।

গাঙ্গুলী ॥ অভিযোগের বেশ একটা ভাল রকম হেতু দেখান হয়েছে তো ?

অসিত ॥ হয়েছে, সাংঘাতিক হেতু—

কাজরী ॥ সবই তো হ'ল, কিন্তু আমি ভাছি এরপর ?

অসিত ॥ এরপর আবার কি ? Now you are free কাজরী। বন্ধনমুক্ত।

জীমূত ॥ সত্যিই, বন্ধন সব সময়েই বন্ধন। সেটা বিয়ে হোক বা যেকোন ইয়ে হোক।

গাঙ্গুলী ॥ আমি তো মনে করি বিয়ের চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর শাসন আর কম্‌পালশন্ মানুষের জীবনে আর কিছু হতে পারে না। মানুষের পার্সোনালিটিকে পদে পদে বাধা দেয় আর ছোট হয়ে থাকতে বাধ্য করে।

জীমূত ॥ খুব সত্যি কথা গাঙ্গুলীদা! মেয়ে হোক আর পুরুষ হোক প্রত্যেক জিনিয়াসের বিবাহিত জীবন অসুখী হতে বাধ্য হয়েছে।

গাঙ্গুলী॥ জিনিয়াস কখনো বিয়ে সহ্য করতে পারে না আর বিয়েও কখনো জিনিয়াস সহ্য করতে পারে না।

অসিত॥ ঋষিরা বলেন, বিয়ে একটা ব্রত। মডার্নিষ্টরা বলেন বিয়ে একটা কনট্রাক্ট। আমি তো দেখতে পাই ওটা একটা দাসত্ব। আর তোমাকেও বলি কাজরী—তোমার মত মেয়ের পক্ষে ফ্রি লাইফ হল বেষ্ট লাইফ। কারুর স্ত্রী হওয়া তোমার সাজে না।

জীমূত॥ তাছাড়া উনি জীবনে যে শিক্ষা পেলেন এরপর ওঁর পক্ষে আর বিবাহ নামক ভুলটির দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

গাঙ্গুলী॥ খুব সত্যি কথা।

অসিত॥ সুখের বিষয়- আমরা যে ভুলের বিপদ থেকে মুক্ত আছি কাজরীও আজ সেই ভুল থেকে মুক্ত হয়েছে।

গাঙ্গুলী॥ [কাজরীর দিকে মদের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে] অতএব আসুন—Enjoy your free life.

কাজরী॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] No thanks, leave me alone—please.

অসিত॥ একি উঠে পড়লে যে?

গাঙ্গুলী॥ আপনি এখনি উঠে পড়লেন যে?

জীমূত॥ আপনি হঠাৎ চমকে উঠলেন কেন?

কাজরী॥ হ্যাঁ, বিভীষিকার কথা শুনে চমকে উঠেছি। বর্ত্তমানকে দেখলাম, তোমাদের মুখে ভবিষ্যতের কথাও

শুনলাম, এখন আমায় তোমরা দয়া করে অতীতের কথা একটু চিন্তা করতে দাও।

[অসিত দরজার কাছে পথরোধ করে দাঁড়ায় ও বলে]

অসিত ॥ বোস কাজরী।

কাজরী ॥ [একটু পেছিয়ে গিয়ে] না কক্ষনো না। আমি তোমাদের চিনতে পেরেছি অসিত—তোমরা মানুষকে স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিতে পার কিন্তু তাকে তীরে তুলে আনতে পার না।

[কাঁদ কাঁদ হয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে যায়, সকলে সেইদিকে চেয়ে থাকে। দরজা খোলবার সঙ্গে হোটেলের অর্কেষ্ট্রার আওয়াজ ভেসে আসে]

অসিত ॥ Let us drink.

তৃতীয় দৃশ্য

কমল বিশ্বাসের ঘরের সংলগ্ন বারান্দা।

[বেঞ্চির ওপর কমল বিশ্বাস বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন, তার সম্মুখে পাঁচু বসেছিল।]

পাঁচু ॥ বাবুরা আপনার ওপর বড় রাগ করেছেন কর্ত্তা।

কমল ॥ কেন ?

পাঁচু ॥ আপনি নাকি সম্পত্তি বেচবেন না বলেছেন।

কমল ॥ হ্যাঁ বলিছিই তো। এখন আমার নাতি হয়েছে না ?

পাঁচু ॥ যুধিষ্ঠিরবাবুকে আপনি নাকি ধমক দিয়েছেন ?

কমল ॥ হ্যাঁ দিয়েছি। সম্পত্তি বেচে দেওয়ার জন্যে যুধিষ্ঠির আমাকে পরামর্শ দিতে এসেছিল। নাতির ভবিষ্যত বলে কথা নেই ? সম্পত্তি অমনি বেচলেই হ'ল ?

পাঁচু ॥ তাই ওনরা খেপে গিয়েছেন।

কমল ॥ যাক্, বয়ে গেছে।

পাঁচু ॥ নিকুঞ্জবাবুর মেয়ের বিয়ে হ'ল, সারা রসিক-পুরের মানুষকে নেমন্তন্ন করল আর বাদ দিল কিনা এই রসিকপুরের রাজাকে !

[কমলবাবু হো হো করে হেসে ওঠেন]

কমল ॥ রাজা কথাটা শুনতে ও ভাল লাগে পাঁচু, রক্ত টগ্‌বগ্ করে নেচে ওঠে। কিন্তু ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা এই ভাঙা রাজবাড়ীর দিকে তাকিয়ে আবার যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ি।

[ইতিমধ্যে সুধাময়ী কেতকীর ছেলেকে কোলে নিয়ে প্রবেশ করেন]

সুধাময়ী ॥ পাঁচু !

পাঁচু ॥ এই যে মা ; খোকাবাবুর সাজ গোজ হয়েছে ?

সুধাময়ী ॥ হ্যাঁ হয়েছে।

পাঁচু ॥ দাও বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

[কেতকীর ছেলেকে কোলে নিয়ে বলে]

—কি ছট্‌ফটে ছেলেই হয়েছে মা, একদণ্ডও কোলে থাকতে

চায় না। ঠিক বাপের মত। দাদাবাবুও তো ছেলে বেলায় কম ছট্‌ফটে ছিল না!

[পাঁচু কেতকীর ছেলেকে নিয়ে চলে যায়। কমলবাবু ও সুধাময়ী একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে থাকেন, পরে কমলবাবু বলেন]

কমল॥ দিনগুলো যেন দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছে সুধা। দেখতে দেখতে দাদা কত বড়টী হয়ে উঠল। অথচ বাপ একদিনের জন্যেও ছেলের খোঁজ নিলে না। কত কষ্টে যে কেতকী সংসার চালাচ্ছে, ছেলে মানুষ করছে, এ খবরটাও একবার রাখল না হতভাগা।

[ইতিমধ্যে কেতকী দু'খানা খাম হাতে প্রবেশ করে ও বলে]

কেতকী॥ বাবা, আপনার চিঠি।

সুধাময়ী॥ কে চিঠি দিল গো?

কমল॥ এলাহাবাদের ছাপ, বোধহয় বাসনা দিয়েছে।

কেতকী॥ অনেক দিন পরে মামা একটা চিঠি লিখেছেন।

কমল॥ কি লিখেছেন?

কেতকী॥ মামা আমাকে ক্ষমা করেছেন।

কমল॥ তার মানে?

কেতকী॥ খোকনকে নিয়ে এইবার আমি যেন তাঁর কাছে থাকি এই তাঁর ইচ্ছা। তিনি আমাকে আর চাকরী করতে দিতে চান না।

কমল॥ তুমিও কি চাও না?

কেতকী॥ আমি? না—না, আমাকে যে চাকরি

করতেই হবে বাবা। মামা লিখেছেন, তাই আপনাকে কথাটা জানিয়ে গেলাম।

[ব্যস্তভাবে চলে যেতে যায]

কমল॥ তোমার মামাকে একবার আসবার জন্যে চিঠি দিতে পার মা?

কেতকী॥ বলুন কি লিখব?

কমল॥ লিখবে, তোমার এই অক্ষম শ্বশুরকে ক্ষমা করে তিনি যদি একবার পায়ের ধূলো দেন তাহলে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে মনটা একটু হাল্কা করতে পারি।

কেতকী॥ বেশ লিখব।

[প্রস্থান]

কমল॥ রামকানাইয়ের চিঠির কথা শুনে ভয় পেয়েছিলাম সুধা। সত্যিই যদি কেতকী কোন দিন চলে যায় তাহলে তোমার-আমার কি দশা হবে সেটা বুঝতে পারছ?

সুধাময়ী॥ দাদাভাইকে ছেড়ে আমরা বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

কমল॥ না সুধা না, ওসব কথা নয়।

সুধাময়ী॥ তবে কি?

কমল॥ না খেয়ে মরতে হবে।

[খামের চিঠিটা খুলে কমল বিশ্বাস পড়তে থাকেন, সুধাময়ী জিজ্ঞাসা করেন]

সুধাময়ী॥ বাসনারা ভাল আছে তো?

কমল॥ হুঁ। [দীর্ঘ চিঠিটার পাতা ওলটাতে থাকেন]

সুধাময়ী ॥ এত কি লিখেছে গো ? বাসনা তো কখনো এত কথা লেখে না !

কমল ॥ না। এবার লেখার মত কথা পেয়েছে তাই প্রাণ খুলে আমাদের গালাগালি দিয়ে চিঠি লিখেছে।

সুধাময়ী ॥ গালাগালি দিয়েছে ? আমাদের অপরাধ ?

কমল ॥ অপরাধ ? রামকানাইয়ের ভাগ্নীর রোজগারের অন্ন আমরা খাচ্ছি তাই—

সুধাময়ী ॥ কী বলছ তুমি !

কমল ॥ ঠিকই বলছি। শোন, লিখেছে—তোমাদের ছেলের সঙ্গে তোমাদের ছেলের বৌয়ের কোন দিন সম্পর্ক হয়নি এ কথা তোমাদের ছেলের বৌ আদালতে নিজে দরখাস্ত করে স্বীকার করেছে। আর তোমরা কিনা তারই ছেলেকে নাতি নাতি বলে ন্যাকামো করে বেড়াচ্ছ ? ছি ! ছি ! লজ্জা করে না তোমাদের ? কথাটা যে এই এলাহাবাদ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছে গেল। অমন বৌয়ের রোজগারের পয়সা খাওয়ার চেয়ে আমাদের কাছে সাহায্য চাইলেই তো পার—

কেতকী ॥ [এগিয়ে এসে বলে] আমি গান শেখাতে যাচ্ছি মা।

কমল ॥ না। আজ থেকে আমাদের জন্যে আর তোমাকে কিছুই করতে হবে না কেতকী।

কেতকী ॥ ওকথা বলবেন না বাবা। কাজ যখন তখন শুধু শুধু কামাই করবার কোন মানে হয় না বাবা।

[কেতকী প্রস্থান]

[কেতকীর গমনপথের দিকে চেয়ে বলেন]

কমল॥ আমাদের জন্যে কেতকী কি এমনি করে কলঙ্কের পশরা বইবে সুধা? না সুধা, কেতকী তার মামার কাছেই চলে যাক্—আমাদের সুখের জন্যে ওকে আর আটকে রাখব না।

সুধাময়ী॥ কিন্তু দাদাকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারব না।

কমল॥ সত্যিই সুধা, দাদার মুখ চেয়ে যে আমরা সব ভুলে আছি। দাদার কচি পায়ের লাথি যখন আমার পাঁজরের ওপর এসে পড়ে তখন মনে হয় আমার বুকের রোগের এইতো ওষুধ! এই তো ওষুধ!

চতুর্থ দৃশ্য

রেলওয়ে কোয়ার্টার।

[সামনে প্রশস্ত লন। লনের খানিকটা বেড়া দিয়ে ঘেরা। এর মধ্যে সারি সারি ফুলগাছ। তখন বৈকাল। কোয়ার্টারের বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোক রেলওয়ের অডিটর—নাম নির্মল। পাশে এক রাশ মাসিক পত্রিকা। কিন্তু পত্রিকা পড়ছেন না। তার এলিয়ে পড়া শরীরের ওপর হুটোপুটি করছে একটি শিশু। ভদ্রলোক শিশুটিকে বুকের ওপর দাঁড় করিয়ে চিৎকার করেন।]

নির্মল ॥ পাউডারের কৌটাটা একবার দিয়ে যাও তো পিসিমা।

পিসিমা ॥ [নেপথ্যে] যাই।

[ঘরের ভেতর থেকে মধ্যবয়স্কা বিধবা মহিলা পাউডারের কৌটা হাতে প্রবেশ করে বলেন]

পিসিমা ॥ পরের ছেলেটাকে নিয়ে কি যে আধিখ্যেতা করিস নির্মল!

নির্মল ॥ বেশ লাগে পিসিমা। পাউডারের পাফটা গায়ে পড়লে কি রকম করে দেখ না—

পিসিমা ॥ এত ছেলে ভালবাসিস অথচ বিয়ে-থা' করলি না। পরের ছেলে নিয়ে এত, না জানি নিজের ছেলে হ'লে কি করতিস—

নির্মল॥ লোকে কথায় বলে স্নেহ নিম্নগামী। সত্যিই পিসিমা, ছেলেটাকে নিয়ে সন্ধ্যাটা বেশ কেটে যায়। চাকরটা মাঝে দু'দিন নিয়ে আসেনি—যেন হাঁফিয়ে উঠেছিলাম।

[হঠাৎ নির্মল বাগানের দিকে নজর করে দেখে কেতকী সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। নির্মল অপরিচিতা এক মহিলাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে]

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে? ভেতরে আসুন।

[কেতকী ভেতরে আসে এবং নমস্কার জানিয়ে বলে]

কেতকী॥ আমাকে আপনারা চেনেন না—

নির্মল॥ খুব চিনি। আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি। আপনিই তো রোজ সন্ধ্যেবেলায় একাউণ্ট্যাণ্ট নীহারবাবুর মেয়েকে গান শেখান।

কেতকী॥ হ্যাঁ।

নির্মল॥ [সামনের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে] আপনি বসুন। খোকাকে আমি ভেতরে রেখে আসি।

[ইতিমধ্যে কেতকীর ছেলে বুকে ঘুমিয়ে পড়েছে, নির্মল তাকে শুইয়ে রাখতে যায়। কেতকী পিসিমার মুখের দিকে সসঙ্কোচে চায় ও বলে]

কেতকী॥ আপনি বসুন—

পিসিমা॥ বোস তুমি। আমার জন্যে ভেবো না—সন্ধ্যায় পূজো না সেরে আমি চেয়ারে বসি না।

[ইতিমধ্যে নির্মল ফিরে আসে, কেতকী বলে]

কেতকী॥ আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল।

নির্মল॥ বেশ তো, বলুন।

কেতকী॥ এখনি যে বাচ্চাটাকে ঘরের ভেতরে রেখে এলেন—

নির্মল॥ [বাধা দিয়ে] না না, ও নিতান্তই একটা বাচ্চা, ওর গান শেখবার বয়সই হয় নি।

পিসিমা॥ তা ছাড়া বাচ্চাটা আমাদের কেউ নয়।

নির্মল॥ একটা চাকর ওকে এখানে রেখে দিয়ে—ঐ দেখুন, পার্কের ঐ কোণে যেখানে কতকগুলো লোকের জটলা দেখতে পাচ্ছেন—ওখানে বসে এখন গাঁজা খাচ্ছে।

কেতকী॥ চাকরটা রোজই এই কাণ্ড করে বুঝি?

পিসিমা॥ হ্যাঁ—তার কারণও আছে।

কেতকী॥ কি?

পিসিমা॥ সে একটা দুঃখের কথা, লজ্জার কথাও বটে—

কেতকী॥ সে আবার কি?

পিসিমা॥ হ্যাঁ। কোন বাড়ীতে এক মিনিটের জন্যেও বাচ্চাটাকে কেউ ঠাঁই দিতে চায় না। বলতে গেলে এক-রকম দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। এই নিয়ে চাকরটা কত দুঃখ করছিল সেদিন।

কেতকী॥ কেন, বাচ্চাটার কি জাত ভাল নয়?

পিসিমা॥ না গো মেয়ে—জাতের কথা নয়, তার চেয়েও খারাপ কথা।

নির্মল॥ ব্যাপার কি জানেন! বাচ্চাটি হ'ল এক আনহ্যাপি মহিলার অবৈধ সন্তান।

কেতকী॥ কে সেই মহিলা?

নির্মল॥ আমি জানি না, কোন খবরও রাখি না। তবে রসিকপুরের ভদ্রলোকেরা কেউ কেউ এ-পাড়ায় বেড়াতে আসেন—ওদের কাছ থেকেই শোনা।

কেতকী॥ বোধ হয় রসিকপুরের কমল বিশ্বাসের—

নির্মল॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন—কমল বিশ্বাসের পুত্র-বধূ ছিলেন সেই মহিলা।

নির্মল॥ যাক্‌গে। এসব আলোচনা করা বোধ হয় আমাদের উচিত হচ্ছে না।

কেতকী॥ আচ্ছা, এত জেনে-শুনেও আপনি কেন ঐ ছেলেকে একেবারে বুকের ওর তুলে নিয়ে—

নির্মল॥ ছি-ছি—এ কী কথা বলছেন আপনি? এটা কি একটা কথা হ'ল? শিশু নিষ্পাপ, ওর দোষ কি?

পিসিমা॥ [কেতকীর প্রতি] বুঝলে, আমার এই ভাইপোটীর কাণ্ডজ্ঞানের বালাই একটু কম—এ কথা ওর মুখের ওপরই বলে দিচ্ছি। দেখ না, ঐ বাচ্চাটার জন্যে একটা দোলনা কিনে এনেছে। আফিস থেকে ফিরে এসে ব্যস্ত হয়ে বাচ্চাটাকে খুঁজবে। বাচ্চাটাকে নিয়ে চাকরটা আসতে দেরী করলে চাকরটাকে বকাঝকা করবে। তার ওপর আর এক কাণ্ড—

নির্মল॥ [বাধা দিয়ে] থাক্ পিসিমা, তুমি আবার যত

অবান্তর ঘরোয়া কথা নিয়ে বাইরের এক ভদ্রমহিলার কাছে কেন—

পিসিমা॥ তুই চুপ কর নির্মল। ইনি বাইরের লোক, ইনিই তোব মতিগতি দেখে বলুন না—এ রকম বাড়াবাড়ি করা কি ভাল? শেষে দুর্নামের ভাগী হতে হবে যে—

[কেতকীর দিকে চেয়ে]

—বললে বিশ্বাস করবে না তুমি, কোলকাতায় হেড-আফিসে উঁচু পোষ্টে বদলির অর্ডার হয়েছে—তবু ছেলে বদলি নিতে রাজী নয়, বদলি নাকচ করবার জন্যে দরখাস্ত করেছে।

কেতকী॥ কেন?

পিসিমা॥ ঐ বাচ্চাটার জন্যে। বাচ্চাটাকে না দেখতে পেলে ওর নাকি মাথা খারাপ হয়ে যায়। [ব্যস্ত হয়ে] কথায় কথায় সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। যাই পূজোয় বসিগে।

[প্রস্থান]

কেতকী॥ এইবার দয়া করে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসুন, আমি নিয়ে যাই।

নির্মল॥ [আতঙ্কিত হয়ে] সে কি! আপনি নিয়ে যাবেন, আপনি—?

কেতকী॥ [হো হো করে হেসে] দিন না আমি চাইছি।

নির্মল॥ [মুখের দিকে চেয়ে] ও—বুঝেছি—বুঝিছি, আপনিই তাহলে—

[কথা শেষ না করে নির্মল ঘরের ভেতর চলে যায়। একমুহূর্ত দেরী না করে ঘরের ভেতর থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে নিয়ে এসে কেতকীর কোলে তুলে দেয়]

নির্মল ॥ দেখুন, আপনাকে লোকের মুখ থেকে শোনা একটা বাজে কথা বলা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে।

কেতকী ॥ বাজে কথা কেন বলছেন ?

নির্মল ॥ নিশ্চয়ই বাজে কথা। অবিশ্বাস্য—নিরেট মিথ্যে কথা।

কেতকী ॥ এ ধারণা আপনার কেমন করে হ'ল ?

নির্মল ॥ আপনার মুখ দেখে।

কেতকী ॥ আপনি খুব বেশী ভদ্রতা করে খুব বেশী মিথ্যা কথা বলছেন।

নির্মল ॥ না, আপনি অকারণ সন্দেহ করছেন।

কেতকী ॥ কি দেখলেন আমার মুখের মধ্যে ?

নির্মল ॥ অহঙ্কার।

কেতকী ॥ অহঙ্কার ?

নির্মল ॥ ভাল করে কথা বলতে জানি না বলেই ও কথাটা বললাম, কিছু মনে করবেন না। যার চোখ আছে সে তো আপনার মুখ দেখে বুঝে ফেলবে যে, এ মেয়ে মরতে রাজী হবে তবু জীবনের সম্মান খোয়াবে না।

কেতকী ॥ ও কথা থাক্। আপনি কি বলছিলেন তাই বলুন।

নির্মল ॥ বলছিলাম, সত্যিই আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। এরপর আর আমার এখানে থাকা চলে না। কালই হেড অফিসে গিয়ে বলব, আমি বদলি চাই।

কেতকী ॥ আপনি একটুও বাড়াবাড়ি করেন নি। এই

সামান্য ঘটনার জন্যে আপনাকে বদলি নিতে হবে না।

নির্মল॥ [বিস্ময়ে] কি বললেন ?

কেতকী॥ খোকা ঠিক সময়মত রোজই আপনার কাছে আসবে। আপনার যত খুশি পাউডার মাখাবেন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

নির্মল॥ ধন্যবাদ! পরিচয় ছিল না, বোধ হয় ভালই ছিল। কিন্তু আপনাকে দেখে মনটা সত্যিই ভারী হয়ে উঠল—

কেতকী॥ নিজের জন্যে আমার এতটুকু দুঃখ নেই যদি দেখতাম যে, আমার ছেলেকে ভালবেসে মানুষ করার জন্যে আমার স্বামীর এতটুকু চেষ্টা আছে, তাহলে হয়ত আমি স্বামীর অভাবও ভুলে যেতাম।

নির্মল॥ আপনার যদি কোন উপকারে আমি লাগতে পারি তাহলে সত্যিই আমি খুসী হব।

কেতকী॥ এমনি-ই তো আমার সম্বন্ধে কত কথা শুনেছেন, তার ওপর আপনার উপকার নিলে কলঙ্কের পসরাটা ভারী হয়ে উঠবে না কি ? আচ্ছা চলি।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

ক্যামাক ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাট।

[অতীন ঘরে বসে আছে। সামনে খান-তুই খবরের কাগজ। এমন সময়ে ভাগবত এক পেয়ালা চা নিয়ে আসে। ভাগবত চা দিয়ে বলে]

ভাগবত॥ সিংহীসায়েবের মেয়ে বলছিলেন—দিদিমণি নাকি কোন্ বিদেশে তাঁর মাসির বাড়ী চলে গেছেন,এবাড়ীতে আর আসবেন না।

অতীন॥ হ্যাঁ।

ভাগবত॥ এ কোন্ দেশী কথা আমি তো বাবু কিছুই বুঝতে পারি না। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-ঝাঁটি তো হয়ই। আবার রাগ পড়ে গেলে নিজের ঘরকন্না দেখতে ফিরে আসে।

অতীন॥ শোন, তোমার দিদিমণি আর কোনদিনই ফিরে আসবেন না। আমিও এখান থেকে চলে যাব। এই নাও বাড়ীর আর আলমারির চাবি, চাবি তুমি বালীগঞ্জে গিয়ে কাজরীর বাবার হাতে দিয়ে দেবে।

ভাগবত॥ জামাইবাবু, জিনিষপত্তর এনে আমিই ঘর বোঝাই করলাম, সাজালাম, গোছালাম—আবার আমিই গিয়ে বলব ঘর ভেঙে গিয়েছে, জিনিষ নিয়ে আস্থন? আপনি মনিব, হুকুম তো অমান্যি করতে পারব না—বেশ তাই বলব।

[ঝাড়নে চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়]

[অজয় পর্দা ঠেলে মত্ত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে বলে]

অজয় ॥ How do you do my dear boy ? Really sorry অতীন। খবরের কাগজে তোমাদের ডাইভোর্সের খবরটা পড়ে সত্যিই দুঃখিত হয়েছি।

অতীন ॥ তোমার দুঃখ প্রকাশের অত কারণ নেই অজয়—এখন তোমার বক্তব্য কি তাই বল।

অজয় ॥ বক্তব্য আর কি! তোমার তো দেখছি এদিকেও Paradise lost ওদিকেও Paradise lost.

অতীন ॥ তার মানে ?

অজয় ॥ বুঝতে পারলে না ? এদিকে ডাইভোর্স ওদিকে কেতকী is gone with the wind.

অতীন ॥ তার মানে, কী বলতে চাও তুমি ?

অজয় ॥ কী আর বলব—সে তোমার চেয়ে অনেক অনেক চালাক।

অতীন ॥ কে ?

অজয় ॥ কেতকী—তোমার পরিত্যক্তা সেই মহিয়সী।

অতীন ॥ কি হয়েছে কেতকীর ?

অজয় ॥ হয়নি কিছুই – তবে হতে চলেছে।

অতীন ॥ কি হতে চলেছে ?

অজয় ॥ কেতকীর বোধ হয় আবার একটি স্বামী হতে চলেছে। একটা প্যাথেটিক ব্যাপার কি হয়েছে জান ? স্বয়ং তোমার বাপ-মা আর কেতকীর মামা রামকানাইবাবুর মধ্যে সম্প্রতি একটা আপোষ রফা হয়ে গেছে। আর ওঁরাই এখন

কেতকীর ভবিষ্যত চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে তলে তলে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আর সব চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হ'ল, তোমার বাবা মনুখুড়ি অর্থাৎ তোমার মাসির কাছে জানিয়েছেন যে, আমি যদি বিয়ে করতে রাজী থাকি তাহলে আমার সঙ্গে আবার—না না, আমি বলে দিয়েছি আমি আর বিয়ে করব না। [অজয়ের প্রস্থান]

[অতীন চিন্তিত মনে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। ইতিমধ্যে উত্তেজিত-ভাবে সাধন চৌধুরী ঘরে প্রবেশ করেন ; তাঁর হাতে একখানা খবরের কাগজ।]

চৌধুরী ॥ এইযে, এখনো তাহলে তুমি এখানে আছ ?

অতীন ॥ [শান্তভাবে] আজ্ঞে হ্যাঁ, আছি।

চৌধুরী ॥ এখনো এখানে থাকতে লজ্জা করছে না তোমার ? জান, এই ঘরের প্রতিটী আসবাব, প্রতিটী জিনিষ আমি আমার মেয়েকে দিয়েছিলাম—লজ্জায় ঘৃণায়, মনস্তাপে সে তার মাসির কাছে ঘাটশীলায় চলে গেছে। আর তারই জিনিষপত্র দখল করে এখানে পড়ে থাকতে তোমার লজ্জা করছে না ? যাও এখান থেকে—এখনই চলে যাও।

অতীন ॥ কী বলতে চান আপনি ?

চৌধুরী ॥ বলতে চাই, কাজরীর যা কিছু গয়নাগাটি আছে সব বুঝিয়ে দিয়ে এখনিই বেরিয়ে যাও।

অতীন ॥ ভাগবতের কাছে আলমারি আর বাড়ীর চাবি দিয়ে দিয়েছি।

[বিজয়ার প্রবেশ]

—দেখুন, আপনি আমাকে অনর্থক ভুল বুঝবেন না।

চৌধুরী॥ [ভ্রূকুটি করে] অনর্থক? [হাতের খবরের কাগজ দেখিয়ে] কাজরীর এই অভিযোগ অনর্থক?

[সাধন চৌধুরী ও অতীনের এই কথার মাঝে বিজয়া আসে, সাধনবাবু তা লক্ষ্য করেন না। সাধনবাবুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়া বলে]

বিজয়া॥ হ্যাঁ, অনর্থক অভিযোগ—ভয়ানক মিথ্যে অভিযোগ।

চৌধুরী॥ বিজয়া! তুমি হঠাৎ এখানে?

বিজয়া॥ আসতে হ'ল কাকাবাবু। খবরের কাগজে কাজরীর বিবাহ বিচ্ছেদের খবরটা পড়ে পর্য্যন্ত অনুতাপের আগুণে পুড়ে মরছি। তাই অতীনবাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে এলাম। [অতীনের প্রতি] আপনি আমায় ক্ষমা করুন অতীনবাবু।

অতীন॥ ক্ষমা?

বিজয়া॥ আপনি বিশ্বাস করুন অতীনবাবু, কাজরী আমাকে আগে বলেনি যে আপনার মত ছিল না। তা যদি বলত তাহলে কাজরী আমাকে মেরে ফেললেও—

চৌধুরী॥ তুমি কি বলছ বিজয়া! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা।

বিজয়া॥ ঠিকই বলছি কাকাবাবু। কাজরী এ জীবনে যাতে মা না হয় তারই ব্যবস্থা করার জন্যে আমার কাছে

যায়। তখন তার কথামত আমার এই বিশ্বাস হয়েছিল যে, এ কাজে অতীনবাবুর মত আছে। কিন্তু পরে আমি জানতে পারি যে, অতীনবাবু বাপ হতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাজরী মা হতে চায়নি।

চৌধুরী॥ বুঝেছি বিজয়া, তোমার পক্ষে আজ অনুতপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। অতীন আজ সন্তানের বাপ হলে কাজরীর পক্ষে অতীনের বিরুদ্ধে এ কুৎসিত অভিযোগ আনা সম্ভব হ'ত না। বিজয়া, বড় সুসময়ে এসে তুমি আমার ভুল সংশোধন করে দিলে মা। স্নেহান্ধ হয়ে নিজের মেয়ের দিকটা এতক্ষণ ভাবছিলাম, পরের ছেলের দিকটা আমি ভাবিনি। অরুণ অবশ্য আমাকে বলেছিল কিন্তু তার কথায় তখন আমি বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। মনে করেছিলাম, স্বামী-স্ত্রীর মন কষাকষি—ও মিটে যাবে। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি যে কাজরী এতবড় ভুল করবে। [সহসা অতীনের হাত ধরে বুড়োকে মাপ কর। Pardon me my boy, pardon me.

অতীন॥ আপনি কেন এত দুঃখিত হচ্ছেন। আপনি আমার শ্রদ্ধেয়, আপনার ক্ষমা চাইবার কোন কথাই ওঠে না।

চৌধুরী॥ ওঠে ওঠে বৈকি। বিজয়া না এলে আজ হয়ত ভুলই করতাম। যাক্, একটা কথা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করতে চাই।

অতীন॥ বলুন।

চৌধুরী ॥ তুমি এখন কোথায় যাবে?

অতীন ॥ জানি না।

চৌধুরী ॥ তোমার প্রথম স্ত্রী কোথায়?

অতীন ॥ আছে—আর তার কাছে আমার একটা ছেলেও আছে।

[সাধন চমকে ওঠেন, বিজয়ার চোখেও যেন খুসীর চমক]

চৌধুরী ॥ তিনি যদি আবার তোমাকে গ্রহণ করে—

অতীন ॥ না, সে আমাকে গ্রহণ করতে পারে না। সে তো আমাকে ছাড়েনি। কাজরীর জন্যে আমিই তাকে বিচ্ছেদের দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে- জঘন্য শঠের মত—খুনী ডাকাতের মত—তার ওপর অনেক অন্যায় করেছি। বিশ্বাস করুন, সে সময় আমাব বুকে মানুষের নিঃশ্বাস ছিল না—ছিল শুধু বিষ।

চৌধুরী ॥ সরি। তোমার জীবনের এই শাস্তি দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে অতীন। কিন্তু আমার যে কিছু করবার সাধ্যি নেই, আমি শুধু আশীবাদ করতে পারি—যদিও আমার কোন আশীর্বাদ সফল হয়নি। আমার জীবনের এটাও বড় কম দুঃসহ দুঃখ নয় অতীন। যাই হোক, আমিও বোধহয় ভুল করেছি। বোধহয় নিজের স্বার্থপর আশাগুলোকে এতদিন আশীর্বাদ করেছি। কিন্তু আজ বিনা স্বার্থে শুধু তোমারই কল্যাণের আশায় মনে প্রাণে তোমায় আশীর্বাদ করছি—তোমার ভাল হোক, তুমি সুখী হও। I bless you my boy. জানি না আমার এ আশা সফল হবে কিনা? যদি হয় তবে একটা

খবর দিও অতীন। তাহলে পৃথিবীতে বিদায় নেবার আগে অন্ততঃ একটু আনন্দের হাসি হেসে নেব।

[অশ্রুজল চোখে প্রস্থান করেন]

বিজয়া ॥ বলুন আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।

অতীন ॥ দুঃখকে এ রকম ভয়ানক করে তুলবেন না। ওতে কোন লাভ নেই। এবার থেকে ভবিষ্যতে—

বিজয়া ॥ আপনি যেন আদালতের মত প্রথম অপরাধের আসামীকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিচ্ছেন অতীনবাবু। কিন্তু মনে মনে ক্ষমা করতে পারছেন না।

অতীন ॥ আপনাকে আমি মোটেই অপরাধী করিনি বিজয়া দেবী। আপনার ওপর আমার কোন অভিযোগ নেই।

বিজয়া ॥ আচ্ছা, আমি চলি।

[প্রস্থান]

[দূর থেকে ভেসে আসে কেতকীর কণ্ঠস্বর]

কেতকী ॥ [নেপথ্যে মাইক থেকে] কোনদিন যদি আমি সন্তানের মা হই তাহলে তার বাপের কি পরিচয় হবে ?

[অতীন দ্রুত প্রস্থান করে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

কমল বিশ্বাসের বাড়ী।

[তখন বৈকাল। পাঁচু কেতকীর ছেলেকে একটা কাঠের বাক্সে চারটে চাকা-দেওয়া গাড়ীর ওপব বসিয়ে কখনও বা গাড়ীটা একটু টানছে কখনও বা গাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে নেচে নেচে গান গাইছে।]

পাঁচুর গান—

এই ঘর ঘর ঘর ঘর খোকার গাড়ী
গড়গড়িয়ে যায় রে
রাজার গাড়ী যায় রে
রাজাবাবু যায় রে
ঘর ঘর ঘর ঘর—ঘর ঘর ঘর ঘর
এই সর সর সর সর সর সর সর সর
সামনে কে দাঁড়ায় রে
রাজার গাড়ী যায় রে
সোনামণি যায় রে
ঘর ঘর ঘর ঘর—ঘর ঘর ঘর ঘর
খোকা সওয়ার আমি ঘোড়া
দেখবি ছুটে আয় রে তোরা—
চিঁহি চিঁহি ডাকছে ঘোড়া
খোকা হাসে হায় রে
রাজার গাড়ী যায় রে
খোকন সোনা যায় রে
ঘর ঘর ঘর ঘর।

[ইতিমধ্যে কেতকী আসে ও বলে]

কেতকী॥ ওকি পাঁচু! এ গাড়ী আবার এল কোত্থেকে?

পাঁচু॥ ছুতোরপাড়া থেকে গাড়ী তৈরী করে নিয়ে এলাম বৌদিমণি। রেলের বাবুদের মাঠে কত ছেলেমেয়ে গাড়ী করে বেড়াতে আসে তো—তাই দেখে খোকাবাবুও ছট্‌ফট করে।

কেতকী॥ ও—তা যাক্, এখন ওকে একটু কোলে করে বেড়িয়ে নিয়ে এস।

[কেতকী ছেলেকে কোলে তুলে নেয় তারপর আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে ছেলেকে পাঁচুর কোলে তুলে দেয়। ইতিমধ্যে রামকানাইবাবু প্রবেশ করেন]

রামকানাই॥ একি! আমার দাদাভাই যে এখনও বেড়াতে যায়নি?

কেতকী॥ যাবে কি—ঐ ছাখ না কাণ্ড—পাঁচু এতক্ষণ ওকে ঐ গাড়ীতে বসিয়ে খেলা করছিল।

রামকানাই॥ এ কি গাড়ী পাঁচু? আমি কাল ভাল গাড়ী কিনে এনে দেব।

পাঁচু॥ দেবেন? আচ্ছা—আচ্ছা—।

[খোকাকে নিয়ে পাঁচু চলে যায়]

[ইতিমধ্যে কমল বিশ্বাস আসেন ও বলেন]

কমল॥ এই যে বেয়াইমশাই! কতক্ষণ?

রামকানাই॥ এই তো আসছি।

[কেতকীর প্রস্থান]

কমল ॥ আসুন—বসুন—বসুন।

রামকানাই ॥ আপনার দলিলের খসড়া তো পড়লুম। কেতকীর ছেলেকে বিষয়-সম্পত্তি দান করেছেন কিন্তু কেতকীর নামে দক্ষিণ দরজায় যে বাগানটা দিতে চেয়েছেন তার মধ্যে একটা সর্তের উল্লেখ করেছেন যে, কেতকী যদি বিয়ে করে তবেই যৌতুক হিসেবে এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।

কমল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজের স্বার্থের জন্য ওর গা থেকে একদিন সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিলাম। সেই নেওয়ার তুলনায় যা দিতে আমি চেয়েছি তা কিছুই নয়। যে পাপ করেছি সে পাপের তুলনায় এ প্রায়শ্চিত্ত অতি সামান্য।

রামকানাই ॥ কি বলছেন আপনি? মানুষ ভুল করে আবার মানুষেই তা সংশোধন করে। ওর জন্যে—

কমল ॥ না না, ভুল আমি করিনি। ভুল করা এক আর মানুষকে ঠকানো আর এক। জীবনভোর আমি শুধু মানুষকে ঠকিয়েছি, আর নিজে ঠকেছি কেতকীর কাছে। রসিক-পুরের ভাঙা সংসারের জন্যে সে সর্বস্ব দিয়ে আজ সর্বংসহা। ওকে যদি সুখী করে যেতে পারি তাহলে এইটুকু শান্তি আমি পাব যে, অনেক মন্দ কাজের মধ্যে অন্ততঃ একটা ভাল কাজও আমি করে গেলাম।

রামকানাই ॥ সবই তো বুঝলাম। কিন্তু কেতকী কি আবার বিয়ে করতে রাজী হবে? শুনলাম, আপনি নাকি মনুকে অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন যে, অজয় যদি বিয়ে করতে রাজী হয়—

কমল ॥ হ্যাঁ দিয়েছিলাম।

রামকানাই ॥ করেছেন কি ? ছেলেটি যে বদ্ধ মাতাল।

কমল ॥ তাই নাকি ?

রামকানাই ॥ হ্যাঁ, আপনি অনর্থক কেতকীর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন। আমি যতদূর জানি কেতকী ছেলেকে বুকে নিয়ে মা হয়েই থাকতে চায়।

[কেতকীর প্রবেশ]

—তাহলে আজ চলি বেয়াই মশাই ?

কমল ॥ চলুন আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

রামকানাই ॥ না না, কেন আপনি আবার অসুস্থ শরীর নিয়ে—

কমল ॥ না না, এ রোগ তো আমার চিরসঙ্গী—চলুন চলুন।

[কমল ও রামকানাই চলে গেলেন দেখা গেল সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে এসেছে। রসিকপুরের বিভিন্ন গৃহ হতে সন্ধ্যা-শঙ্খ বেজে ওঠে। সুধাময়ী ধীরে ধীরে সন্ধ্যা-প্রদীপ হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ও মন্দিরের দিকে চলে যান]

[কেতকী সিড়ির উপর বসে আছে, সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে সুধাময়ীর প্রবেশ]

সুধাময়ী ॥ একি মা ? ভর সন্ধ্যেবেলা অমন করে বসে আছ কেন ? যাও ঘরে যাও।

[প্রস্থান]

[কেতকী উঠে যেতে যায়]

অতীন ॥ কেতকী !

কে ?

অতীন ॥ আমি।

কেতকী ॥ তুমি ?

অতীন ॥ রসিকপুরের ভাঙা রাজবাড়ীর মায়া তাহলে তুমি কাটাতে পারনি ?

কেতকী ॥ না পারিনি। তুমি কেমন করে এলে ?

অতীন ॥ আসতে পেরেছি তাই চলে এসেছি।

কেতকী ॥ কিন্তু তোমার যেন কোথায় একটা স্থন্দর ঘর, সেই ঘর যে—

অতীন ॥ না না, সেখানে আমার কিছু নেই—কেউ নেই। সে কয়েদঘর থেকে আমি ছাড়া পেয়ে চলে এসেছি কেতকী।

কেতকী ॥ আমি জানতাম, ফিরে তুমি একদিন আসবেই। তাইত এ ভিটের মায়া ছেড়ে চলে যেতে পারিনি। এত দুঃখের মাঝেও এখানে পড়ে আছি। আজ যখন ফিরেই এসেছ তখন এই আশা করব যে আমাকে তুমি গ্রহণ কর আর না কর খোকাকে অন্ততঃ তুমি বুকে তুলে নেবে।

অতীন ॥ হ্যাঁ কেতকী, খোকাকে বুকে নিয়ে বাপ হব বলেই তো ফিরে এসেছি।

কেতকী ॥ খোকন আজ তার পিতৃ পরিচয় দিতে পারবে, সকল দুঃখ সকল লাঞ্ছনার মাঝে, এইটুকুই আজ আমার বড় সান্ত্বনা। আজ আমি মুক্ত।

অতীন॥ কিন্তু আমি তো তোমায় মুক্তি দিতে আসিনি কেতকী। কিন্তু তুমিই তো একদিন বলেছিলে, মাটি ছেড়ে মানুষ বাঁচতে পারে না আর সন্তানকে ছেড়ে মাও বাঁচতে পারে না। খোকাকে আজ আর তুমি মাতৃহারা করে যাবে না কেতকী—

কেতকী॥ খোকন! আমার সোনার খোকন ওর মুখ চেয়েই তো এতদিন এখানে পড়ে আছি।

কমল॥ [নেপথ্যে] কে? কে ওখানে? [প্রবেশ]

অতীন॥ আমি?

কমল॥ কে? ও—তুমি? [চিৎকার করে] একবার এসেছিলে ডাইভোর্সের দরখাস্তে সই করাতে আবার কি নতুন মতলবে এসেছ কেতকীর কাছে? বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—

[চেঁচামেচি শুনে সুধাময়ী ছুটে আসেন]

সুধাময়ী॥ কি গো? কি হয়েছে? একি অতু!

কমল॥ হ্যাঁ, বুঝলে না একবার এসেছিল ডাইভোর্সের দরখাস্তে সই করিয়ে নিতে আর এবার এসেছে আইনের জোরে ছেলে কাড়তে—

অতীন॥ বাবা, আমি এসেছি কেতকীর ছেলেকে—

কমল॥ না না না—কেতকীর কোলের ছেলেকে, রসিকপুরের ভাঙ্গা রাজবাড়ির স্বপ্নের সোনাকে তুমি যে আইনের জোরে কেড়ে নিয়ে যাবে তা হবে না। মনে রেখো নরবলি দেওয়া খাঁড়াটা পুকুরের পাঁক থেকে এখনি তুলে আনতে পারি···বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

সুধাময়ী॥ [বিনীতভাবে] তুমি একটু চুপ কর, একটু শান্ত হও।

অতীন॥ আমি কিছুই কাড়তে আসিনি বাবা। কিছুই দাবি করতে আসিনি।

কমল॥ তবে কেন এসেছ ?

অতীন॥ সবার কাছে ক্ষমা চাইতে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর বাবা।

কমল॥ [বিস্মিত] ক্ষমা ? (আপত্তিকর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে) তোমার সিঁথির সিঁদুর কৈ মা ? যে হাতে ও তোমার সিঁথির সিঁদুর একদিন তুলে দিয়েছিল সে সিঁদুর ও যদি আবার নিজের হাতে পরিয়ে দেয়—

সুধাময়ী॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবে গো দেবে।

[কেতকীর প্রস্থান]

কমল॥ দেবে ? বেশ। তা যদি দেয় আবার ওর কেতকীর পাশে স্থান হবে। [প্রস্থান]

সুধাময়ী॥ অতু !

অতীন॥ মা !

সুধাময়ী॥ উনি যা বলছেন তাই কর বাবা। কেতকীকে সিঁদুর পরিয়ে দে, আজ নতুন করে সিঁদুর পরিয়ে আমার ঘরের লক্ষ্মীকে বরণ করে আবার আমি ঘরে তুলব। [প্রস্থান]

[ব্যস্তভাবে সুধাময়ী ঘরের দিকে চলে যান। অন্যদিক দিয়ে কেতকী আসে। তার হাতে সিঁদুরের কৌটা ধীরে ধীরে অতীনের কাছে সিঁদুরের কৌটাটা এগিয়ে দেয়]

অতীন॥ কি ওটা?

কেতকী॥ সিঁদুর—যে সিঁদুর একদিন তুমি নিজের হাতে তুলে দিয়েছিলে। তোমার কাছ থেকে আজ আবার চেয়ে নিয়ে সিঁদুর পরতে চাই—দাও আমায় সিঁদুর পরিয়ে দাও—

[দেখা যায় অতীন কেতকীকে সিঁদুর পরিয়ে দেয়]

[কমলের প্রবেশ]

কেতকী॥ আপনি আপনার ছেলেকে ক্ষমা করুন বাবা।

কমল॥ এঁ্যা! তুমি এ কথা বলছ কেতকী?

কেতকী॥ হ্যাঁ বাবা, আমিই তো বলব। আর এটুকু বলবার জন্যেই যে এতদিন ধরে আপনার কাছে আছি বাবা। ভুলে যাচ্ছেন কেন—রসিকপুরের রাজবাড়ীর এক ক্ষেপী বৌ যে স্বামীকে হারিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে শাড়ী পরেই ঘুরে বেড়াত।

যবনিকা

অতীন ॥ আমি তোমায় মুক্তি দিতে আসিনি কেতকী। তুমিই তো একদিন বলেছিলে, মাটিকে ছেড়ে মানুষ বাঁচতে পারে না, আর সন্তানকে ছেড়ে মা বাঁচতে পারে না। খোকাকে আজ আর তুমি মাতৃ-হারা করে যেও না কেতকী—

কেতকী ॥ খোকন! আমার সোনার খোকন! ওগো! ওর মুখ চেয়েই তো এতদিন এখানে পড়ে আছি।

কমল ॥ [নেপথ্যে] কে? কে ওখানে?

[কমল প্রবেশ করেন ও অতীনকে দেখে থমকে দাঁড়ান। পরে বলেন]

কমল ॥ কে? ও—তুমি? [চিৎকার করে] একবার এসেছিলে ডাইভোর্সের দবখাস্তে সই করাতে, আবার কি নতুন মতলব নিয়ে এসেছ কেতকীর কাছে?

অতীন ॥ বাবা! আমি এসেছি আমার ছেলেকে—

কমল ॥ তোমাব ছেলে? বেবিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—

[চেঁচামেচি শুনে সুধাময়ী ছুটে আসেন]

সুধাময়ী ॥ কি গো! কি হয়েছে? [অতীনকে দেখে] একি অতু!

কমল ॥ হ্যাঁ, বুঝলে না একবার এসেছিল ডাইভোর্সের দরখাস্তে সই করিয়ে নিতে, আর এবার এসেছে—আইনের জোরে ছেলে কাড়তে—না না না—কেতকীর কোলের ছেলেকে, রসিকপুরের ভাঙ্গা রাজবাড়ির স্বপ্নের সোনাকে, তুমি যে আইনের জোরে কেড়ে নিয়ে যাবে, তা হবে না। মনে

রেখো অতু, নরবলি দেওয়া খড়্গটা পুকুরের পাঁক থেকে এখুনি তুলে আনতে পারি···বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে—

[গভীর উত্তেজনায় কমল বিশ্বাসের বুকের ব্যথা দেখা দেয়। তিনি দু'হাতে বুক চেপে ধরেন। কেতকী ও সুধাময়ী তাকে ধরে ফেলেন।]

সুধাময়ী ॥ [বিনীতভাবে] ওগো ! তুমি একটু চুপ কর, একটু শান্ত হও।

অতীন ॥ আমি কিছুই কাড়তে আসিনি বাবা। কিছুই দাবী করতে আসিনি—

কমল ॥ তবে কেন এসেছ ?

অতীন ॥ এসেছি, সবার কাছে ক্ষমা চাইতে। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর বাবা !

কমল ॥ [বিস্মিতভাবে] ক্ষমা ! তোমাকে ? (আপত্তিকর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে) না—না—না—

কেতকী ॥ আপনি আপনার ছেলেকে ক্ষমা করুন বাবা !

কমল ॥ এ্যাঁ ! তুমি এ কথা বলছ মা !

কেতকী ॥ হ্যাঁ বাবা, আমিই তো বলব। আর এটুকু বলবার জন্যেই যে এতদিন ধরে আপনার কাছে আছি বাবা। ভুলে যাচ্ছেন কেন—রসিকপুরের রাজবাড়ীর এক ক্ষেপী বৌ যে স্বামীকে হারিয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে, শাড়ী পরেই ঘুরে বেড়াত—

কমল॥ কিন্তু তোমার সিঁথির সিঁদুর কৈ মা? যে হাতে ও তোমার সিঁথির সিঁদুর একদিন তুলে দিয়েছিল, সে সিঁদুর ও যদি আবার নিজের হাতে পরিয়ে দেয়—

সুধাময়ী॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবে গো দেবে।

কমল॥ দেবে? বেশ। তা যদি দেয়, তাহলে আবার ওর কেতকীর পাশে স্থান হবে—স্থান হবে—

[কমল উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন। কেতকী কমলকে ধরে ঘরে [illegible]]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বলছেন তাই কর বাবা! কেতকীকে তুই সিঁদুর [illegible]য়ে দে, আজ নতুন করে সিঁদুর পরিয়ে, আমার ঘরের লক্ষ্মীকে বরণ করে, আবার আমি ঘরে তুলি—

[কথা ক'টা বলে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ব্যস্তভাবে সুধাময়ী ঘরের দিকে চলে যান। অন্যদিক দিয়ে কেতকী আসে। তার হাতে সিঁদুরের কৌটা। ধীরে ধীরে অতীনের কাছে এসে সিঁদুরের কৌটাটা এগিয়ে দিয়ে বলে]

কেতকী॥ যে সিঁদুর একদিন তুমি নিজের হাতে তুলে দিয়েছিলে, সেই সিঁদুর আজ আবার তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পরতে চাই—দাও, আমায় সিঁদুর পরিয়ে দাও—

[দেখা যায় অতীন কেতকীকে সিঁদুর পরিয়ে দেয়, কেতকী অতীনকে প্রণাম করে।]

যবনিকা

স্টার থিয়েটারে 'প্রেয়সী'র সাফল্যকে যাঁরা নেপথ্যে সহায়তা করেছেন

স্মারক ঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায ও সত্য সবকাব।

যন্ত্রীসঙ্ঘ ঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায, কমল বন্দ্যোপাধ্যায বিশ্বনাথ কুণ্ডু, মুবাবী বায চৌধুবী, জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায, শচীন বসু, ফণী বন্দ্যোপাধ্যায, পবেশ বসাক।

রূপ-সজ্জায় ঃ ফবহাদ হোসেন, কালিদাস, [illegible], বটু দে ও বিজয লোরা[illegible]

শব্দ-ক্ষেপণ ঃ দুলাল মল্লিক ও অ[illegible] [illegible]।

আলোক সম্পাতে ঃ অজিত সাহা, [illegible] বৈদ্যনাথ সেন, বঙ্কিমচ[illegible] [illegible] কানাইলাল বব, মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, মনীন্দ্র নাথ দে।

মঞ্চমায়াকর ঃ অনিলকুমাব দাস, ভগীবথ মিস্ত্রি, ভূষণ সামন্ত, বিজয চিত্রকব, বলাই অধিকাবী, যুগল গুঁই, কার্তিক কর্মকাব, মনীন্দ্রনাথ দাস, বামদাস দাস, বেণুপদ চিত্রকব, সন্তোষ সবকাব ও শশিভূষণ দাস।

ভ্রম সংশোধন

পৃঃ ৮১ সপ্তম লাইনে ডাঃ পুলকিতা দেবীব জাযগায শুধু পুলকিতা দে হবে।

পৃঃ ৮১ দ্বাদশ লাইনে পুলকিতাব নামেব আগে ডাঃ হবে না।

পৃঃ ৮২ দশম লাইনে আমাব ক্লিনিকে যাবেব জাযগায এক ক্লিনিকে যাবে হবে।